আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

মার্চ, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মার্চ, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩১শে মার্চ, ২০২২

বিশেষ প্রতিবেদন || ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস'এর বানোয়াট প্রোপাগান্ডা নিয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিত ও অন্যান্য বক্তিদের মতামত

বিজেপি ও আরএসএস সন্ত্রাসীদের ‘স্পনসর’ হওয়া ছবি ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’। ছবিটিতে ইতিহাস বিকৃত করে করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অবস্থা দেখানো হয়েছে, যার সবই কাল্পনিক।

সিনেমার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছে অনুপম খের, দর্শন কুমার, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশী। গত ১১ মার্চ ছবিটি মুক্তি পায়। ছবিটিতে মুসলিমদের তুলে ধরেছে সন্ত্রাসী রুপে। অভিনেতারা এটাই ফুটিয়ে তুলেছে যে, মুসলিমরা হিন্দু পণ্ডিতদের গণহত্যা করেছিল, বিতাড়িত করেছিল কাশ্মীর থেকে।

হিন্দুত্ববাদীদের মনগড়া কল্প কাহিনী ভারতে চলমান মুসলিম বিদ্বেষ গণহত্যার মোড় নিয়েছে। যে কাশ্মীর ও কাশ্মীরি হিন্দু পন্দিতদেরকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা, সেই হিন্দু পণ্ডিতদের বড় অংশের মতে, এটি ‘উদ্দেশ্যমূলক ছবি’। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা।

এখানে পাল্টা প্রশ্ন করা যায় যে, হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর গুলিতে কয়েক হাজার কাশ্মীরি নিহত, অগণিত কাশ্মীরী নিখোজ হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে কেন কোনও সিনেমা তৈরি হয় না?

আর কাশ্মীরি পণ্ডিতরাই এখন বলছে, ছবিতে যা দেখানো হচ্ছে সবই বানোয়াট।

কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্পাত প্রকাশ। সে বলেছে যে, চলচ্চিত্র নির্মাতা সংখ্যালঘুদের অবস্থা বেদনাদায়ক হিসেবে এককভাবে তুলে ধরেছে। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেরকে শত্রু হিসেবে তুলে ধরেছে। যারা পণ্ডিতদের হত্যা বা বিতাড়িত করার করার জন্য কখনই দায়ী ছিল না।

কাশ্মীরের আরেকজন পণ্ডিত মহিলার নাম শিবানী ধর সেন। তাঁর টুইটারের প্রোফাইল থেকে জানা যায়, হায়দরাবাদের বাসিন্দা। দক্ষিণ ভারতের সুন্দরীদের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বিনোদন দুনিয়ার সাথেও তার ভাল যোগ ছিল। সে টুইটে লিখেছে, ‘আমি এক জন ভারতীয়। কাশ্মীরি পণ্ডিতও বটে। তাও ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবিটি দেখব না। অনেক হয়েছে। ঘৃণা ছড়ানোর জন্য আমাদের কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ইতিহাসকে ব্যবহার করা বন্ধ করুন।’

শিবানীর এই টুইটটির ছবি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এই বক্তব্য নিয়ে বিবেক এবং তাঁর টিমের সদস্যদের নিয়ে সমালোচনাও শুরু হয়েছে। যে উদ্দেশমূলকভাবেই তারা এমন কাজ করেছে।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আহমেদ ওয়ানির কথায়, “ভালই তো কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে সিনেমা হয়েছে। ২০১৬ সালে হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানিকে হত্যার পরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী শতাধিক তরুণ-যুবককে খুন করেছে। সেই ঘটনা নিয়েও তো সিনেমা হতে পারে!”

রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়েই ওই ছবি তৈরি করা হয়েছে। ওই অধ্যাপকের সোজাসাপ্টা মন্তব্য, "এই ছবিকে গৈরিক শিবির নির্বাচনে ব্যবহার করবে এবং দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করবে।"

একই মত উপত্যকায় পণ্ডিতদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করা কাশ্মীর পণ্ডিত সংঘ সমিতির। সংগঠনের সদস্য সঞ্জয় টিকুর কথায়, "কিছু লোক এই ছবি দেখিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়। তাদের অঙ্গুলিহেলনেই ছবিটি তৈরি করা হয়েছে।

সোম্যা লাখানি নামে জনৈক কাশ্মীরি পণ্ডিতের কথায়, "এই সিনেমা শিল্প নয়, হিন্দুত্ববাদের প্রচার। শিল্প ও প্রচারের সূক্ষ্ম ফারাক আছে। সেই পার্থক্যটা বোঝা জরুরি।"

কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মুহাম্মদ শাকিরের মতো অনেকেই মনে করেন, সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে, তা সঠিক নয়। ওই অধ্যাপক বলেন, "জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার, ডাকাতির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।" বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারে পরে উপত্যকায় প্রবল ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। শাকিরের অভিযোগ, "কথা বললেই সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে জেল বন্দি করা হচ্ছে। দারুণ ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি।'

জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ডা. ফারুক আবদুল্লাহ 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'কে একটি হিন্দুত্ববাদী প্রোপাগান্ডা মুভি বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে মুখ খুলেছে রামগোপাল ভার্মা। বিবেক অগ্নিহোত্রীর এই বিতর্কিত সিনেমা নিয়ে রাম গোপাল ভার্মার মন্তব্য, "দ্য কাশ্মীর ফাইলস একেবারে জঘন্য লেগেছে। আমার চিন্তাধারাই বদলে দিয়েছে"।

রামগোপাল ভার্মা ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করেছে। ভিডিওটিতে তাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আমি যা কিছু শিখেছি, জেনেছি, বুঝেছি কিংবা জীবনে একাধিকবার যা চিন্তা করেছি, তার সবটাই ধ্বংস করে দিল দ্য কাশ্মীর ফাইলস। অতীতে ফিরে গিয়ে তো আমি আমার ধ্যান-ধারণা বদলাতে পারব না। এমনকি নতুন করে আবার ভাবনা বদলাবেও না যে ও এটা তো এরকমভাবেও হতে পারত। তাই কাশ্মীর ফাইলস আমার জঘন্য লেগেছে। সে পরিচালনাই হোক, কিংবা অভিনয়-চিত্রনাট্য।"এটার সাথে জড়িত সকলকেই আমি ঘৃণা করি।

এদিকে আরজেডি জাতীয় সহ-সভাপতি শিবানন্দ তিওয়ারি বলেছে, 'নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের নির্দেশেই এই ছবি নির্মিত হয়েছে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেখ আবদুল্লাহ, রাজ্যপাল ডি জগমোহন। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কি তখনকার জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ছিল না? আর সেই সময় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিল। সে বিজেপির সমর্থনে সরকার চালাচ্ছিল। কাশ্মীরে যা ঘটেছে তাতে আসলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ছিল।

তিওয়ারি আরও বলেছে, আসলে 'দ্য কাশ্মীর ফাইল'স এর পরিচালক সেই রাজ্য ও কেন্দ্রের ব্যর্থতা লুকিয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এই দুর্দশার জন্য মুসলিমদের দায়ী করে দেখিয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাতা মিথ্যা তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে ছবিটি তৈরি করেছে।' জম্মু ও কাশ্মীরের ৩০ বছরের পুরনো ইতিহাসকে বিকত একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যা দেশে মুসলিম বিদ্বেষকে তীব্র করে এবং হিন্দুদের মনে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে'।

তিওয়ারি প্রশ্ন তুলেছে, 'আমরা ইতিহাসকে কিভাবে ব্যবহার করছি? আগুন জ্বালানোর জন্য নাকি, শিখা নেভানোর জন্য? এই ছবির মাধ্যমে দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি সরকার।

আসলে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম গণহত্যার পথ সহজ করতেই একেরপর এক ইস্যু তৈরী করছে। হিন্দুদের মাঝে লুকিয়ে থাকা মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে। আর এই কাশ্মীর ফাইলস ছিল সেই পালে জোর হাওয়া লাগানোর চেষ্টা মাত্র।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1| Kashmiri Pandit Sampat Prakash on #TheKashmirFiles. He says that the filmmaker has singled out ---the majority community which was never responsible for killing or dragging out Pandits.
https://tinyurl.com/55evfxxu

2| the-kashmir-files-a-kashmiri-pandit-alams-parwsh-rawal-over-his-promotion-of-the-vivek-agnihotri-film
https://tinyurl.com/2p8s6vwv

3| growing-anger-over-film-the-kashmir-files-jammu-and-kashmir
https://tinyurl.com/48a84es6

মালিতে সেনা বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা : ৮ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মধ্যাঞ্চলে দেশটির সেনা বাহিনীর উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে সামরিক বাহিনীর ৮ সেনা নিহত এবং আরও অনেক সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ মার্চ মালির কেন্দ্রীয় মোপ্তি রাজ্যে ঐ সফল হামলাটি চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। যা রাজ্যটির বান্দিয়াগড়া এলাকার কাছে চালানো হয়েছে।

সূত্র মতে, বান্দিয়াগড়া অঞ্চলে টহলরত মালিয়ান সৈন্যদের উপর আক্রমণটি করা হয়েছিল। যেখানে সেনাদের টার্গেট করে প্রথমে বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এরপর সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ। ফলে ঘটনাস্থলে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়। ফলশ্রুতিতে প্রতিরোধ বাহিনী

'জেএনআইএম' রণকৌশলের কাছে পরাজিত এবং নিজেদের কমপক্ষে ৮ সৈন্যকে হারায় মালিয়ান গাদ্দার সেনাবাহিনী।

হামলার বিষয়ে মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজাহিদিন কর্তৃক বরকতময় হামলাটি সঙ্গোইবা এবং ইয়াওকান্দার বসতির মধ্যে একটি জায়গায় টহলরত সামরিক ইউনিটকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। যাতে সামরিক বাহিনীর ৮ সেনা নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কর্ণাটকে উৎসবে হালাল মাংস ও মুসলিমদের বয়কটের আহ্বান হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর

ভারতে একের পর এক মুসলিমদের বয়কটের ডাক দিচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। কর্ণাটকের শিবমোগায় কোটে মারিকাম্বা যাত্রা মেলায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্টল প্রত্যাখ্যান করার পরে, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি রাজ্যে উগাদি উদযাপনের সময় হালাল মাংস পণ্য (যা ইসলামিক আইন অনুসারে অনুমোদিত) বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র বলেছে যে হালাল পণ্য বয়কটের আহ্বানটি হাইকোর্টের হিজাব পড়া নিষিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের ফল, আদালত রায় দিয়েছে যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাথার স্কার্ফ পরতে দেওয়া হবে না।

উগাদি অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানায় নববর্ষের দিন হিসেবে পালিত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে, এই উৎসবের একদিন পর মাংস খাওয়া হয়।

পূর্বে,২২ শে মার্চ থেকে শুরু হওয়া কোটে মারিকাম্বা যাত্রা উৎসবের আয়োজক কমিটি, উৎসবের সময় মুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকান বরাদ্দ দেয়নি।

সন্ত্রাসী বিজেপি, এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী দল যেমন বজরং এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা এই উৎসবের সময় শুধুমাত্র হিন্দু দোকানদারদের ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়ার দাবি করে। এবং মুসলিমদেরকে বয়কট করার জন্য চাপ দেয়।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিষেধাজ্ঞা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায়,মুসলিম ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা বাড়িয়েছে।

উপকূলীয় কর্ণাটকের মুসলিম ব্যবসায়ীরা হিজাব নিষিদ্ধ করে দেওয়া আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে শাটার নামিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর থেকেই মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কটের ডাক দেয়।

নিষেধাজ্ঞাটি মুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে আঘাত করেছে ঠিক যখন তারা কোভিড-পরবর্তী স্বাভাবিক জীবন লাভের অপেক্ষায় ছিল। দক্ষিণ কন্নড় জেলার হালেঙ্গাদি গ্রামের ৫৪ বছর বয়সী হুসেন ৩৫ বছর ধরে খেলনা বিক্রি করছেন, তার বাবাও এই ব্যবসা করেছেন। "বার্ষিক উৎসবের মৌসুম এবং অনুষ্ঠান নভেম্বরের কাছাকাছি শুরু হয় এবং এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়। এই সময়গুলোতে, আমরা অন্তত ৪০-৫০ জায়গায় ব্যবসা করব। আমরা কখনো ভাবিনি যে ইসলাম ধর্ম আমাদের বয়কটের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।... এই ব্যবসার সময়ে আমরা অন্তত ছয়

মাস একসাথে থাকতাম। আমরা খাবার ভাগাভাগি করি, একে অপরের জন্য কাজ করি..অথচ এখন আমরা তাদের বয়কটের শিকার হয়ে গেছি। আমাদের জীবন চালানো এখন অসম্ভব হয়ে যাবে।

ম্যাঙ্গালুরুর ৫৫ বছর বয়সী সুলেমান বলেছেন যে নিষেধাজ্ঞাই শেষ খড় এবং তিনি ২৫ বছর ধরে খেলনা বিক্রির ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার মনস্থির করেছেন।

তিনি বলেছেন "এটা খুবই দুঃখজনক... আমরা যখন কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা করি, তারা আমাদেরকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। তারা অযুহাত দেখায় তারা চাপের মধ্যে আছে, কিছু হিন্দু সংগঠন তাদের হুমকি দিয়েছে যে তারা মুসলমানদের উৎসবে ব্যবসা করতে দিলে তাদের ভয়ানক পরিণতি হবে।"

হিন্দুত্ববাদীরা পকাশে এমন অপরাধমূলক কাজ করলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ পুলিশ প্রশাসন সবই হিন্দুত্ববাদের এজেন্ডা হিসেবে কাজ করছে।তারা কখনোই মুসলিমদের বিপদে পাশে দাড়াঁবে না। তাই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের উপর ভরসা না করে নিজেদের জান মাল রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindutva Group Calls for Boycott of Halal Meat During Karnataka's Ugadi Festival -https://tinyurl.com/3fmx4mp9
2. Muslim ban: Unease grows, Karnataka temple committees, traders admit pressure https://hindutvawatch.org/muslim-ban-unease-grows-karnataka-temple-committees-traders-admit-pressure/

ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের সাথে লড়াইয়ে ৯ গাদ্দার সেনা নিহত, আহত অসংখ্য

পাকিস্তানি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একের পর এক বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যাতে প্রতিদিনই দেশটির ইসলাম বিরোধী শক্তির অনেক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২৯ মার্চ মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকেও পাকিস্তানের গাদ্দার সেনাবাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মধ্যে একটি তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়। লড়াইটি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গারিওম সীমান্তের কালির পোস্ট অফিসের কাছে সংঘটিত হয়েছিল।

সূত্রটি জানায়, প্রথমে উক্ত এলাকায় প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র বীর যোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অভিযান চালায় গাদ্দার সেনাবাহিনী। এসময় প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের বীর

যোদ্ধারাও বীরত্বের সাথে পাল্টা আঘাত হানে সেনাদের উপর। ফলে লড়াইটি কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে। ফলে অনেক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

টিটিপির মুখপাত্র জানান যে, এই লড়াইয়ে তাদের কোন মুজাহিদ হতাহত হওয়া ছাড়াই তাঁরা অবরোধ ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে পড়তে সক্ষম হন।

মুখপাত্র আরও জানান, অভিযান থেকে ফেরার পথে টিটিপির মুজাহিদীনরা পদাতিক বাহিনীকে টার্গেট করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। এতে ৬ সৈন্য নিহত এবং আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়। পরে ঐদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত সৈন্যদের লাশ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে।

এই হামলার আগের রাতে, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদিনরা মোহমান্দ এজেন্সিতেও একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। হামলাটি সাফি সীমান্তের কান্দাহারী "খাখ বাজার" এর কাছে একটি পুলিশ পোস্ট লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, মুজাহিদের বরকতময় এই অভিযানেও গাদ্দার নাপাক বাহিনীর কমপক্ষে ৩ পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। বাকিরা পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ পুলিশ পোস্টটি ধ্বংস করে দেন।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে নামাজ পড়া নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের বিতর্ক

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের ইবাদত ও ইসলামের বিধি বিধান পালনের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। একের পর এক ইস্যু তৈরি করে মুসলিমদের কোণঠাসা করা সহ মুসলিমদের গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছে তারা।

এবার ভারতের মধ্যপ্রদেশে একটি কলেজে আবার হিজাব পরে নামাজ আদায় করা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ড. হরিসিং গৌর সাগর ইউনিভার্সিটিতে হিজাব পরে শ্রেণিকক্ষের ভিতর একজন ছাত্রীকে নামাজ আদায়ের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এই বিতর্কের সূত্রপাত।

১৯ সেকেন্ডের ভিডিওটি হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয়। এ বিষয়টিকে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিদ্বেষে রুপ দেয়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হনুমান চালিসা পাঠের আয়োজন করে। এর কারণ একটাই, যেন মুসলিমদের নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায়। কিছুদিন পূর্বে তাদের কারণেই মুসলিম নারীদের হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী আদালত।

ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা দিয়েছে সন্ত্রাসী গ্রুপ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।
তাদের কথা আমলে নিয়ে এ জন্য ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে তিন দিনের মধ্যে

রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু যেসমস্ত উগ্র হিন্দুরা অনুমতি ছাড়া ভিডিও করে অশান্তি তৈরি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্ধারিত কোনো ড্রেস কোড নেই। শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক পোশাক পরে ক্লাসে যোগ দিতে বলা হয়েছে। আর মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধান করাই ধর্মীয় বিধান এবং অন্যতম নৈতিকত পোশাক, যা কোন মতেই কোন অপরাধ নয়!

এতদিন আফগানিস্তান বা মুসলিম রাষ্ট্র গুলির বোরকা বা হিজাব নিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করতো। মুসলিম নারীদের উপর নাকি জোর করে হিজাব চাপিয়ে দেওয়া হয়! আর যখন মুসলিম নারীরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে স্বেচ্ছায় হিজাব পরছেন, তখন তারা বাধা দিচ্ছে।

আসলে এগুলো সবই মিডিয়ার মিথ্যাচার। এখন ভারতীয় নারীরা হিজাব পরতে চায় কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া এখন আর মুসলিম নারীদের হিজাব পরার অধিকার নিয়ে কোন কথা বলছে না। বরং উল্টো মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Varsity in Madhya Pradesh probes student offering namaz on campus - https://tinyurl.com/5n735pfc

---

টিটিপির এক স্নাইপার অপারেশনেই পাকি-বাহিনীর ১১ সেনা সদস্য হতাহত

পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সিতে একটি সফল স্নাইপার অপারেশন পরিচালনা করছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যাতে ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, গত ২৯ মার্চ পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সিতে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একযোগে সফল স্নাইপার হামলার ঘটনা ঘটেছে। এটি অঞ্চলটির পাড়া-চিনার এলাকায় সেনাদর একটি টহল দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এই অভিযানে টিটিপির একাধিক স্নাইপার শুটাররা অংশ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই ডজনখানেক সৈন্যকে হত্যা ও আহত করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে জানান, মুজাহিদদের বরকতময় উক্ত স্নাইপার অভিযানে ৬ নাপাক সেনা নিহত এবং আরও ৫ নাপাক সেনা গুরুতর আহত হয়।

মুজাহিদদের এই বরকতময় হামলা ইনশাআল্লাহ্ ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

৩০শে মার্চ, ২০২২

হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদ করায় মুসলিমদের ভবন ভেঙ্গে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা

ভারতে কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী আদালত কিছুদিন আগে মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। যেহেতু পর্দা আল্লাহ তায়ালার বিধান, তাই হিন্দুত্ববাদীদের পর্দা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ করাটাই মুসলিমদের জন্য স্বভাবিক। কিন্তু কথিত গণতন্ত্রবাদীদের দেশ ভারতে এটাই মুসলিমদের জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে।

ভারতের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি এবং তার ভাইয়ের মালিকানাধীন উদুপি, জাইথুন এবং জারাতে দুটি হোটেল ছিল। “উদুপিতে মুসলিমসহ অন্যান্যদের লাইসেন্সবিহীন প্রায় ১৮ টি ভবন রয়েছে। কিন্তু যে সকল মুসলিম পর্দা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং হিজাব নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে কর্ণাটক বন্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের ভবনগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বুলডোজারসহ পুলিশের একটি বিশাল দল মুসলিম ব্যক্তির ভবনে থাকা হোটেলটি ধ্বংস করে দেয়। যার ফলে মুসলিম মালিকানাধীন ব্যক্তিরা বিপুল ক্ষয় ক্ষতির শিকার হয়েছেন। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি হওয়ার পর হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি, শুধু মুসলিম হওয়ার কারনেই।

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের কাছে যুগ যুগ ধরে এভাবেই জুলুম-নিপীড়ন আর বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন মুসলিমরা, তবেএর মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে চরম আকার ধারন করেছে। ইসলামিক চিন্তাবিদগণ তাই বলেছেন, এখনি সময় হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর।

তথ্যসূত্র:

----

1. “Revenge for protesting hijab ban”: SDPI leader’s hotel demolished by Karnataka authorities
- https://tinyurl.com/ysy34d4u

২৯শে মার্চ, ২০২২

অপবাদ ও গণপিটুনিতে মুসলিম যুবক খুনঃ অর্ধ মাসেও এড়িয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা শুরু করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর শহরে ৩২ বছর বয়সী মুসলিম রাজমিস্ত্রি শেখ পল্টুকে একদল উগ্র হিন্দু পিটিয়ে খুন করেছে।

খুনের ঘটনার প্রায় অর্ধমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। ঘটনার পর থেকেই শহরের মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী হলুদ মিডিয়াগুলো এ ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট করেনি। এমনকি অর্ধমাস পার হলেও এড়িয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

শেখ পল্টুর পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা জানায়, ১৫ মার্চ বেলা ১টার দিকে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কয়েক ঘণ্টা পর, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুসলিম সম্প্রদায়ের এক নেতা বলেছেন যে তিনি পল্টুর দেহ "মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত" দেখতে পেয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করে তিনি বলেন, “পুলিশ মামলাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পর শেখ পল্টুর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার সময় পুলিশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাকে দাফন করতে বলে, তাও শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে।

শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার আগে শেখ পল্টু তার বন্ধু রাজেশকে ফোন করেছিল। তিনি রাজেশকে বলেছিলেন যে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।

শেখ পল্টু রাজেশকে ফোনে বলেছিল, "দয়া করে এসে আমার জীবন বাঁচাও। তারা আমাকে বাজেভাবে মারধর করছে।" রাজেশ নিশ্চিত করেছেন যে পল্টুর আয়ের একমাত্র উৎস রাজমিস্ত্রির কাজ।

রাজেশ এটাও নিশ্চিত করেছে জে, "তিনি মোটেও চোর ছিলেন না।" অথচ এই মিথ্যা অভিযোগ তুলেই হিন্দুত্ববাদীরা তাকে খুন করেছে।

স্বামীর হত্যাকাণ্ডকে অযৌক্তিক ও অন্যায্য আখ্যা দিয়ে শেখ পল্টুর স্ত্রী আফসানা বেগম বলেছেন, “যারা তাকে কাছ থেকে চিনত তাদের কেউ বলতে পারবে না যে সে চোর ছিল। যারা হাসপাতালে তার লাশ দেখেছে তারা বলেছে তার মুখ বালিতে ভরা ছিল।" হিন্দুত্ববাদীরা অত্যন্ত কষ্ট দিয়ে শেখ পল্টুকে খুন করেছে।

এদিকে খুনি সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে মেদিনীপুরের মুসলিমরা। শুধু মুসলিম হওয়ায় তারা কখনোই বিচার পাবে না বলে মনে করছেন সচেসতন মহল। কেননা ইতিপূর্বেও এমন বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। তাদের এখনো কোন বিচার করেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

শেখ পল্টুর ১২ বছরের মেয়ে ও ছয় বছরের ছেলেসহ স্ত্রী আছে। তাদের আয় উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তিনি। তাকে হারিয়ে মুসলিম পরিবারটি এখন খুবই দুর্বিষহ সময় কাটাচ্ছেন।

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে বসবাসকারী মুসলিমদের জীবন এমনভাবেই দুর্বিষহ করে তুলেছে; হিন্দুত্ববাদের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলা ব্যতীত যার থেকে মুসলিমদের মুক্তি মিলবে না বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. 13 Days on, Midnapur Police Evasive on Breakthrough in Muslim Man's Lynching - https://tinyurl.com/4aa5nce2

ফটো রিপোর্ট | আশ-শাবাব পরিচালিত একটি মাদ্রাসার ৬০ জন ছাত্রকে কোরআন হিফয সনদ প্রদান

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত একটি মাদ্রাসার হিফয সমাপনী ছাত্রদের সনদ প্রদান করেছে।

আশ-শাবাবের শিক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে সোমালিয়ায় অগণিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছরই প্রথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করছেন হাজার হাজার ছাত্র।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত জিলব শহরের 'দারুল কুরআন মাদ্রাসার' হিফয বিভাগ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কোরআন হিফয সম্পন্ন করেছেন। যাদেরকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন হিফয সনদ প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে জিলব জেলার অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আশ-শাবাব প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং গোত্রিয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আশ-শাবাবের তত্বাবধানে পরিচালিত 'দারুল কুরআন মাদ্রাসা' থেকে স্নাতক হওয়া শিক্ষার্থীদের সমাপ্তির সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু ছবি দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/03/29/56375/

আফগানিস্তানে বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, ডয়েচ ভেলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ: তালিবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগান প্রশাসন দেশটিতে বিবিসি ও ভয়েস অফ আমেরিকা এবং চীনা সংবাদ মাধ্যমের সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসনের সম্প্রতি দেওয়া এক বিবৃতিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আফগানিস্তানে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা ৪টি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়ার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়েরর মুখপাত্র আবদুল হক হাম্মাদ বলেছেন, আফগানিস্তানে বিবিসি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই কারণে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো আফগানিস্তানে ভুয়া সংবাদ প্রচারে সবচাইতে বড় ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এসব বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রচার আফগান মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য হুমকি।

এছাড়া মার্কিন ও বৃটিশ এই সংস্থাগুলো দেশে গত ২০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের সময় মুজাহিদ ও আফগানদের বিষয়ে ভুয়া সংবাদ প্রচার করছে। তারা এসময় সরাসরি দখলদারদের পক্ষাবলম্বন করে সংবাদ তৈরি ও সম্প্রচার করেছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং ২০২১ সালে যখন তালিবান মুজাহিদরা ক্ষমতায় আসেন, তখন তাদের শত্রুতা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

গত ২৬ মার্চ শনিবার আফগান সরকার কর্তৃক এই নিষেধাজ্ঞা আসার পরের দিনই, অর্থাৎ রবিবার থেকেই তা কার্যকর করা হয়। সেই সাথে VOA এবং BBC এর সাথে অংশীদারিত্ব রেখে যেসমস্ত স্থানীয় টেলিভিশন এবং রেডিও তাদের প্রচারনা চালাত, এধরণের কয়েকটি মিডিয়া স্টেশনের সম্প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে 'ডয়েচ ভেলে' ও কমিউনিস্ট চীন ভিত্তিক 'চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক' (সিজিটিএন)-এর সম্প্রচারও বন্ধ করে দিয়েছেন আফগান সরকার।

এমনিভাবে স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলিকেও বিদেশী বিষয়বস্তু সম্প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এভাবেই আফগানিস্তানের নতুন তালিবান সরকার আফগানিস্তানের ভুমিকে একে একে সকল ধরণের কলুষ থেকে মুক্ত করছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

পুন্টল্যান্ড সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা : অফিসারসহ ২৫ সৈন্য হতাহত

সোমালিয়ার বারি অঞ্চলে পুন্টল্যান্ড সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিরোধ যোদ্ধারা একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ৬টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং কমপক্ষে **২৫** গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, গত ২৭ মার্চ রবিবার উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ার বারি রাজ্যের বোসাসো শহরে একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যা শহরটির 'আফ-উরুর' এলাকায় পুন্টল্যান্ড সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে চালানো হয়েছে। যেখানে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা সামরিক ঘাঁটিটি ঘিরে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন এবং সামরিক ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রায় দেড়ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর সামরিক ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ।

আশ-শাবাবের সহযোগী সংবাদ মিডিয়া নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদরা অভিযান চলাকালে **১০** পুন্টল্যান্ড সৈন্যকে হত্যা এবং আরও **১৫** এর বেশি সৈন্যকে গুরুতর আহত করতে সক্ষম হয়েছেন। যাদের মধ্যে মিউজ জিব্রিল, শাতি, এবং হায়র নামে পুন্টল্যান্ড সরকারের **৩** সিনিয়র কর্মকর্তারা সহ বেশ কয়েকজন অফিসারও রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান যে, তীব্র এই লড়াইয়ের সময় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা বিভিন্ন ভারী অস্ত্রের ব্যবহারও করেছে। যা সেক্যুলার তুরস্ক এবং আমেরিকাসহ বিভিন্ন ইসলামের শত্রু দেশগুলো এই যুদ্ধে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গাদ্দার সেনাদের দিয়েছিল। ফলে লড়াইয়ের শুরু থেকেই আশ-শাবাব যোদ্ধারা এসব অস্ত্রের দ্বারা নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করছিলেন।

বরকতময় এই যুদ্ধের সময় আশ-শাবাব মুজাহিদিন সোমালি সামরিক বাহিনীর কয়েকটি সাঁজোয়া যান, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন। সেই সাথে আশ-শাবাবের হাত থেকে বাঁচতে দখলদার সেনারা যে যানবাহনে পালাচ্ছিল, এরূপ ৬টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। এমনিভাবে অভিযান শেষে সামরিক বেসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে এবং ধ্বংস করে দেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

এভাবেই ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদেরকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পূর্ব আফ্রিকার সকল অঞ্চল থেকে নির্মূল করে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

সিরিয়ায় সেক্যুলার তুর্কি সামরিক বহরে হামলা : একাধিক সৈন্য হতাহত

উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পোর গ্রামীণ এলাকায় সশস্ত্র তুর্কি (টিএসকে) বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে দেশটির ২ এর বেশি সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

তুর্কিভাষী 'মেপা নিউজ' থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, গত ২৭ মার্চ রবিবার, সিরিয়ার আলেপ্পো সিটিতে একটি সামরিক কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা রাজ্যটির আতারিব শহরের কাছে সেক্যুলার তুরস্কের সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল।

সূত্র জানায় যে, উক্ত হামলায় কমপক্ষে ২ তুর্কি সৈন্য আহত হয়েছে। সূত্রটি এও নিশ্চিত করেছে যে, সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে কুখ্যাত নুসাইরি (শিয়া) বাশার আল-আসাদ সরকারের তৈরি একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল দিয়ে হামলাটি চালানো হয়েছে। তবে হামলাটি কারা চালিয়েছে তা এখানো স্পষ্ট না।

এদিকে, কুখ্যাত নুসাইরি সরকারের তৈরি এধরণের অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র এখনো বিভিন্ন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাছে মৌজুদ আছে বলে জানা যায়। যেসব অস্ত্রগুলো প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুর দিকে গনিমত হিসাবে লাভ করেছিলেন বিভিন্ন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলো।

হামলায় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া কনভয়ে সাঁজোয়া যানের কয়েকটি ছবি দেখুন:

https://alfirdaws.org/2022/03/29/56366/

২৭শে মার্চ, ২০২২

সোমালিয়া | শত্রু-শিবিরে আশ-শাবাবের হৃদয়প্রশান্তিকর ২টি ইস্তেশহাদী হামলায় হতাহত দেড় শতাধিক

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত ক্রুসেডারদের বৃহত্তম 'হালনি' সামরিক ঘাঁটিতে বরকতময় হামলার একদিন পরেই বাদাউইন শহরে পরপর দুটি ইস্তেশহাদী হামলা পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। সরকারের দাবি অনুযায়ী এতে **১৫৬** এরও বেশি ধর্মবিদ্বেষী গাদ্দার হতাহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা যায়, গত ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরের কিছুক্ষণ পর মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে ২টি শহীদি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের দুইজন জানবায মুজাহিদ। যা রাজ্যটির বাদাউইন শহরে দেশটির ধর্মত্যাগী সংসদ সদস্য, পশ্চিমাদের গোলাম রাজনীতিবিদ এবং সোমালি সামরিক বাহিনীগুলোর একডজনেরও বেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে টার্গেট করে চালানো হয়।

আশ-শাবাবের সহযোগী সংবাদ মিডিয়া সূত্রে আরো জানা গেছে, ঐদিন হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায মুজাহিদ প্রথমে গাড়ি ভর্তি বিস্ফোরক নিয়ে রাজ্যটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ "লামা গালাই" সামরিক ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েন। পরে ঘাঁটির অভ্যন্তরে সোমালি গাদ্দারদের একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে প্রথম ইস্তেশহাদী হামলাটি চালানো হয়। আশ-শাবাবের প্রথম ইস্তেশহাদী হামলাতেই সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের **৪৭** কর্মকর্তা নিহত এবং আরও **৯০** এরও বেশি কর্মকর্তা আহত হয়। যাদের মধ্যে সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা, নির্বাচনী প্রার্থী, সিনিয়র সেনা কমান্ডার এবং ধর্মত্যাগী সৈন্যরা রয়েছি।

সূত্র মতে হামলাটি এমন এক সময় চালানো হয়েছে, যখন গাদ্দার ও ধর্মত্যাগী সোমালি প্রশাসনের কর্মকর্তারা, প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল কুফরি গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে প্রচার করা। এবং সোমালিয়ার মত একটি ইসলামি ভূমিতে তা অনৈতিকতা ছড়িয়ে দেওয়া। সেই সাথে এই ভূমিতে এমন আইন প্রণয়ন করা যা মহান রবের আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এদিকে সোমালি প্রশাসনের সেনা সদস্যরা যখন প্রথম শহীদি হামলায় নিহত ও আহতদের উদ্ধার করছিল, ঠিক তখনই অন্য একজন মুজাহিদ ঘটনাস্থলে আরও একটি শক্তিশালী শহীদি হামলা চালান। ফলশ্রুতিতে সোমালি প্রশাসনের আরও অর্ধশতাধিক গাদ্দার নিহত ও আহত হয়।

এটি লক্ষণীয় যে, বরকতময় এই ২টি শহীদি হামলার পর রাজ্য প্রশাসনের প্রধান এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন যে, বাদাউইন শহরে আশ-শাবাবের জোড়া বোমা বিস্ফোরণে সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের কর্মকর্তা, ডেপুটি এবং রাজনীতিবিদ সহ **৪৮** জন নিহত এবং **১০৮** জন আহত হয়েছে।

বরকতময় এই হামলার বিষয়ে এক বিবৃতিতে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মুখপাত্র বলেন: "আল্লাহ'র ইচ্ছায় এই উম্মাহ'র বীর মুজাহিদিনরা - ইসলাম বিরোধী প্রতিটি শক্তি এবং পশ্চিমা ক্রুসেডারদেরকে প্রতিটি স্থানেই প্রতিহত করতে থাকবেন। এমনকি তাদের সবচাইতে সুরক্ষিত সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ঘাঁটিগুলিতে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করতে থাকবেন। সেই সাথে ইসলামী ভূমি এবং এর মুসলিম জনগণকে সমস্ত স্থানীয় এবং বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবে। আর একাজে আমাদেরকে কেউ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না ইনশাআল্লাহ।"

"এই ভূমিতে পশ্চিমা ক্রুসেডার, আফ্রিকান দখলদার বাহিনী এবং সোমালিয় ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল থাকবে না, ইনশাআল্লাহ্। কোন সুরক্ষা ব্যারিকেড বা দুর্গ তাদেরকে আমাদের হামলা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের লক্ষ্য সম্পর্কে বিবৃতিতে বলা হয়েছে - "হারাকাতুশ শাবাবের লক্ষ্য হল মুসলিম জাতির মঙ্গল কমানা করা এবং আল্লাহর আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। সেই সাথে মুসলিম দেশগুলোকে কাফির ও তাদের বিদ্বেষপূর্ণ এজেন্ডা থেকে মুক্ত করা।"

বুরকিনিয়ান সেনাবহরে আল-কায়েদার হামলা: ৩৭ সেনা নিহত, ৪টি গাড়িসহ প্রচুর গনিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয়ে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৩৭ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ মার্চ বুরকিনা ফাসোর 'নাপাদি' শহরে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে প্রথমে একে একে ২টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে কনভয়ের কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সাথে সেনারা এদিক সেদিক পালানোর চেষ্টা করে।

এদিকে পূর্ব থেকেই ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করতে প্রস্তুত থাকা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ (জেএনআইএম) যোদ্ধারা গাদ্দার সেনা সদস্যদের টার্গেট করে গুলি ছুড়তে শুরু করেন। ফলে সেখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তা অর্ধঘন্টারও কিছু সময় স্থায়ী হয়।

সূত্র মতে, জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর বীর মুজাহিদদের বরকতময় এই অভিযানে গাদ্দার বাহিনীর ৩৭ সেনা নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সেনা সদস্য আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ অভিযান শেষে সামরিক কনভয়টি থেকে ৪টি গাড়ি, ৩১টি মোটরসাইকেল, ১টি DShK, ৭টি PK, ২৬ AK, ৪টি RPG লঞ্চার, ৪টি মর্টার শেল এবং প্রচুর গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

হাসপাতালেও অভিযান : কাশ্মীর যেন এক মৃত্যুপুরী

উইলিয়াম ডব্লিউ বেকার এর গ্রন্থ "Kashmir, Happy Valley, Valley of Death থেকে অনূদিত। আমেরিকান এই লেখক ১৯৯৪ সালে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

ডাক্তারদের বাছাইকৃত তিনটি বড় হাসপাতালেই অভিযান চালায় ভারতীয় সেনারা। এই অভিযানগুলো হাসপাতালে ডাক্তারদের অবৈধ অস্ত্র রাখা এবং স্বাধীনতাকামীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগেই চালানো হয়। এই অভিযান চালানোর সময় হাসপাতালগুলি পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়। অভিযান চলাকালীন হাসপাতালের কর্মীদেরকে রোগীদের সেবা দান থেকে বিরত রাখা হয়। সকল কর্মীদের তাদের কোয়ার্টার এবং অফিসে আটকে রাখা হয়, যার দরুন হাসপাতালের গুরুতর রোগীদের অস্ত্রোপচার করার টেবিলেই মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

নিরাপত্তা অভিযান চালানোর নাম করে তারা (ভারতীয় সেনারা) প্রায়ই রোগীদের ওপরেও শারীরিক নির্যাতন চালাতো। ঠিক এমনই একটি ঘটনার ভুক্তভোগী ৪৫ বছর বয়সী মিস্ পারভীনা শেইখ, যিনি ছিলেন একজন ক্যান্সারের রোগী। তিনি এবং তাঁর সাথে অন্যান্য গুরুতর রোগীদের বেড ঘোরাতে থাকে তারা। এমনকি রোগীদের মনিটর, ইন্ট্রাভেনাস লাইন এবং ক্যাথেটারগুলিও শিরা থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে তারা রোগীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকে "অস্ত্রগুলি কোথায়?"। কিন্তু রোগীদের আর্তচিৎকারে ঢাকা পড়ে যায় তাদের হাসিগুলো।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী জনাব আব্দুল-রহিম বিপাকীয় অ্যাসিডোসিস এবং উচ্চ রক্তচাপের সাথে সাথে লিভার এবসেসের রোগেও ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন লাইফ সেভিং আই/ভি লাইনে। যখন তাঁকে বেড সহ বারবার ঘোরানো হচ্ছিলো তখন তাঁর আই/ভি লাইনটি ছিঁড়ে ফেলা হয়। প্রায় এক ঘন্টা তাঁর ওপর এমন নিপীড়ন চালায় ভারতীয় সেনারা। সে সময় কর্তব্যরত একজন চিকিৎসককে পুনরায় তাঁর আই/ভি লাইনটি চালু করতেও বাধা দেওয়া হয়। যার ফলে তিনি মারাত্মক কার্ডিয়াক এরেস্টের শিকার হন।

লেখক হাসপাতালের ছয়টি পরিবারের সাথে দেখা করেছিলাম যাদের কেউ না কেউ ভারতীয় সেনাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। তবে যেই অস্ত্র সংরক্ষণ এবং স্বাধীনতাকামীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে হাসপাতালগুলোতে অভিযান চালানো হয় তার কোন কিছুই সেখানে পাওয়া যায় নি। এমনকি ডাক্তাররা এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরাও কখনও কোন স্বাধীনতাকামীদের ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানে লুকিয়ে রাখে নি। 'সন্দেহভাজন মুজাহিদিনদের' তারা অস্ত্রোপচারের পরপরই ধরে নিয়ে যেত। কখনও কখনও তাদের অস্ত্রোপচার চলাকালীন অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের অনেকেই আর কখনও ফিরে আসে নি। যারা ফিরে এসেছিলো তারাও ছিলো প্রায় মৃত।

কাশ্মীরে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর হিংস্রতার সামান্য কিছু নমুনামাত্র এই ঘটনায় উঠে এসেছে। এমন শত-সহস্র ঘটনাই গত কয়েক দশক ধরে এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। আর সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ ব্যতীত হিন্দুত্ববাদীদের কবল থেকে কাশ্মীর তথা ভারতীয় মুসলিমদের মুক্তির আর ভিন্ন কোন উপায় নেই বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

অনুবাদক ও সংকলক : ওবায়দুল ইসলাম

তথ্যসূত্র : https://tinyurl.com/2rtb3c4k

‘দ্যা কাশ্মীর ফাইলস’এর প্রভাব | মন্দিরে লাউডস্পিকার লাগিয়ে মুসলিমদের ইবাদতে ব্যাঘাত তৈরীর আহ্ববান হিন্দুত্ববাদীদের

গোটা ভারতেই হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম গণহত্যার আয়োজন চলছে। হিন্দুত্ববাদীরা হোলি খেলার মত মুসলিমদের রক্ত খেলায় মেতে উঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বিশেষ করে সম্প্রতি মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যভিত্তিক ‘দ্যা কাশ্মীর ফাইলস’ ছবিটি ভারতজুড়ে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে দেশের মুসলমানদের উপর সহিংসতার উসকানি দেওয়ার বেশকিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের রাউতি শহরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের মন্দিরে লাউডস্পিকার বসিয়েছে যাতে যখনই মসজিদ থেকে মুসলিমদের নামাযের জন্য আযান দেওয়া হবে। তখনই তারা জোরে জোরে তাদের মন্ত্র বাজিয়ে নামাযে ব্যাঘাত তৈরী করবে। হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা ভিডিও বার্তায় সকল হিন্দুদেরকে মন্দিরে লাউডস্পিকার লাগিয়ে মুসলিমদের আযান ও নামায়ে সমস্যা তৈরী করার আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, উত্তর প্রদেশে হিন্দুত্ববাদী যুবা বাহিনীর জেলা সভাপতি আয়ুশ ত্যাগী, ভারতজুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং মসজিদ ধ্বংস করার আহ্বান জানায়। ভিডিও বার্তায় সে সকল হিন্দুদেরকে মন্দিরে লাউডস্পিকার লাগিয়ে নিতে বলেছে। সে মুসলিমদের মসজিদে ভেঙ্গে হিন্দুদের মন্দির বানানোর আহ্বান জানিয়েছে। সে আরো বলেছে, আমরা মুসলিদের হত্যা করে ভারতকে রাম রাজ্য বানাতে চাই।

এছাড়াও ‘দ্যা কাশ্মীর ফাইলস’ ছবিটি ভারতজুড়ে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে মুসলমানদের বাড়ি ঘরেও হামলা চালিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। হিন্দুত্ববাদীদের ‘দ্যা কাশ্মীর ফাইলস’ মুসলিম গণহত্যায় হিন্দুদের এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

আর মুসলিমরা নিজেরা শতধা বিভক্ত হয়ে নিজেদের শক্তি হ্রাস করেছে। ইসলামি বিশ্লেষকগণ তাই মত দিয়েছেন, ভারতীয় মুসলিমদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসীদের মোকাবেলা করা।

তথ্যসূত্র :

----

1. Hindutva thugs in the Indian town of Raoti purposely placed loudspeakers on their

temples so they can play their chants loudly whenever the adhan is made from the mosque for salah. - https://tinyurl.com/ydrkp85r

2. The Hindutva group, Yuva Vahini's district president in Uttar Pradesh, Ayush Tyagi, delivered this Islamophobic hate speech calling for violence against Muslims and mosques to be destroyed across India. - https://tinyurl.com/yr7as5jn

---

মালি | শত্রুদের ৭টি গাড়ি গনিমত লাভ, মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৭

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয়ে সফল অভিযান পরিচালনা করছেন জেএনআইএম মুজাহিদিন। এতে ৭ সেনা নিহত এবং আরও এক ডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ মার্চ মালির মোপ্তি রাজ্যে মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক কনভয় হামলার শিকার হয়েছে। যা বোনি এবং ডুয়েন্তাজা শহরের মধ্যবর্তি এলাকা হয়ে অতিক্রম কালে হামলার কবলে পড়ে। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ৭ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও এক ডজনেরও বেশি সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্রটি মতে, সামরিক কাফেলাটি যখন বোনি শহর ছেড়ে ডুয়েন্তাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনই রাস্তায় পুঁতে রাখা একটি আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর রাস্তার দুই ধারে পূর্ব থেকেই পাজিশন নিয়ে থাকা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম-এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা কাফেলায় অতর্কিত হামলা চালাতে শুরু করে। তারা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই অভিযানটি শেষ করে।

জেএনআইএম সূত্র মতে, এই অভিযানে তাদের কোন সহযোদ্ধা শহীদ কিংবা আহত হননি। বরং তারা নিরাপদে অভিযান শেষে ফেরার সময় ৭টি গাড়ি, ২১টি AK, ২টি DShK, ২টি RPG, ২টি PK, ১টি SAM এবং ১টি BRDM গনিমত অর্জন করেন।

কাশ্মীর | পুলিশের উপর স্বাধীনতাকামীদের অতর্কিত আক্রমণ, এসপিসহ নিহত ২

কাশ্মীরের বুদগাম জেলার চাতাবুগ এলাকায় স্বাধীনতাকামীদের অতর্কিত এক হামলার শিকার হয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বাহিনীর এক স্পেশাল পুলিশ অফিসার। এই হামলায় সে এবং তার ভাই নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক নিউজ মিডিয়াগুলোর রিপোর্ট হতে জানা যায়, গত ২৬শে মার্চ শনিবার চাতাবুগ এলাকায় উক্ত এসপিও এবং তার ভাইয়ের উপর হামলা চালান স্বাধীনতাকামীরা। হামলায় উভয়েই গুরুতর আহত হয়। এসময় তাদেরকে

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে উক্ত পুলিশ অফিসার (এসপিও) মারা যায়, আর তার প্রায় ১২ ঘন্টা পর মারা যায় এসপিওর ভাই।

উক্ত এসপিওর নাম ইশফাক আহমেদ এবং তার ভাইয়ের নাম উমর আহমেদ। মুসলিম হওয়া স্বত্তেও কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর প্রতিনিয়ত জুলুমকারী হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ইশফাক আহমেদ। এরপর সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্ভব সকল ধরণের পদক্ষেপ নিত তারা।

এদিকে অস্ত্র-সামরিক শক্তির দিক দিয়ে নাজুক অবস্থানে থাকা অসীম সাহসি কাশ্মীরি যুবকরা প্রতিনিয়ত সাধ্যমতো আঘাত হানছেন হিন্দুত্ববাদীদের অবস্থানে। অস্ত্রশস্ত্র নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যের উপর তাওয়াক্কুল করে অভিযানসমূহ পরিচালনা করছেন তারা।

২৬শে মার্চ, ২০২২

সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা : ১৩ বুরকিনিয়ান সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা যেনো কমছেই না। বরং আবারো প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ১৩ সেনা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ মার্চ সকালে বুরকিনা ফাঁসোর পূর্বাঞ্চলে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা। উক্ত হামলার ঘটনায় দেশটির ১৩ সেনা নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সেই সাথে হামলায় আরও অর্ধ ডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের বরকতময় এই অভিযানটি দেশের পূর্বাঞ্চলের নাটিয়াবিয়ানী এলাকার কাছে চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। হামলাটি ওই অঞ্চলে গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক কনভয়কে লক্ষ্য করে শুরু হয়েছিল। যেখানে বুর্কিনা ফাসো সেনা বাহিনীর উপর গুলি চালানোর মাধ্যমে লড়াইটি শুরু হয়েছিল।

সম্প্রতি বুরকিনা ফাঁসো ও এর দক্ষিন সীমান্তের ঘানা, টোগো, বেনিন ও নাইজার সীমান্তে আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হামলা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন এলাকা বিজয়ের ঘটনা ঘটছে। এর ফলে দ্রুতই হয়তো মালি থেকে শুরু করে নাইজেরিয়া পর্যন্ত সীমান্ত মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে - এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। আর এমনটা হলে নাইজেরিয়ার আনসারু মুজাহিদিনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারবেন কোন সীমান্ত বাধা ছাড়াই। ফলে অত্র অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলিমরা আরও শক্তিশালী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁরা।

পাকিস্তান | গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর টিটিপির সফল হামলায় ১৩ এর অধিক সেনা নিষ্ক্রিয়

পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান ও ওয়াজিরিস্তানের পৃথক দুটি স্থানে সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে ১২ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, গত ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ও ডেরা ইসমাইল খান জেলায় পরপর দুটি অভিযান চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। এরমধ্যে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে 'শাওয়াল' সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয় টিটিপির। যা কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে। এসময় টিটিপির দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধাদের হামলায় পরাজয়ের শিকার হয় পাকি-সেনারা। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৮ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। অপরদিকে এই অভিযানে টিটিপির সকল মুজাহিদই নিরাপদ ছিলেন।

এদিন টিটিপির মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান ডেরা ইসমাইল খান জেলার 'দারাবান' নামক এলাকায়। যেখানে দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীকে টার্গেট করে গেরিলা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ১ পুলিশ সদস্য নিহত এবং অন্য ১ পুলিশ সদস্য আহত হয়।

অপরদিকে গত ২৫ মার্চ শুক্রবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন সীমান্তে আরও একটি সফল অভিযান চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যা ঐদিন বিকাল ৪টা নাগাদ এলাকায় অবস্থিত সেনাদের একটি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়। এতে ৩ শত্রু সেনা নিহত হয় এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বরকতময় অভিযানগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আর গাদ্দার সেনা প্রশাসনের উপর টিটিপি'র এই হামলা বৃদ্ধিকে ইসলামি বিশ্লেষকগণ অত্র অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য জুলুম থেকে মুক্তির আশু সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন।

মোগাদিশুতে ক্রুসেডার জোটের সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার দুর্দান্ত অভিযান: ৩২ দখলদার খতম

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে ক্রুসেডার AMISOM জোট বাহিনীর বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটিতে কয়েক ঘন্টার একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এতে ৩২ ক্রুসেডার সহ বহু সংখ্যক সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ মার্চ বুধবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি শক্তিশালী অভিযান চালায় প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যা রাজধানীতে অবস্থিত ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট 'AMISOM' এর সর্ববৃহৎ হেলিনি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়। এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল।

হেলিনি ঘাঁটিটি সোমালিয়ায় দখলদারদের বৃহত্তম সামরিক ঘাঁটি। এর মধ্যে রয়েছে:

- ক্রুসেডার আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং ইতালীয় দূতাবাস সহ পশ্চিমা দূতাবাসগুলি।

- CIA, MI6 এবং মোসাদ সহ বেশ কয়েকটি গুপ্তচর সংস্থার সদর দপ্তর।

- সোমালিয়ার বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ কারাগার। যা সিআইএ দ্বারা পরিচালিত।

- জাতিসংঘের অফিস এবং অন্যান্য পশ্চিমা সংস্থা।

- আফ্রিকান ক্রুসেডার কমান্ড বেস (AMISOM)।

- সোমালিয়ায় সিআইএ নজরদারি এবং ড্রোন অপারেশনের জন্য মার্কিন কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।

আর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লক্ষ্য করেই ঐদিন সকাল থেকে অভিযান চালাতে শুরু করেন। অভিযান ঐদিন দুপুরের বেশ কিছু সময় পরেও জারি ছিল।

আশ-শাবাবের সহযোগী সংবাদ মিডিয়া জানায় যে, মুজাহিদগণ হামলার প্রথম দিকেই হেলেনি ঘাঁটির কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন। এসময় ঘাঁটিটির প্রধান গেটে পাহারারত আফ্রিকান বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা করার মাধ্যমে বরকতময় এই অভিযানটি শুরু করেন বীর মুজাহিদরা। ঘাঁটিতে ঢুকার পরেই আশ-শাবাব যোদ্ধাদের হামলার প্রধান টার্গেটে পরিণত হয় জাতিসংঘ ও আমিসোম জোটের সদর দপ্তর, পশ্চিমা দূতাবাস এবং বিদেশী কূটনীতিকদের আবাসস্থলগুলো।

গুরুত্বপূর্ণ এসব স্থাপনাগুলোতে বোমা বিস্ফোরণের পাশাপাশি মুজাহিদগণ টার্গেট করে করেও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যা করেন। হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধাদের এমন দুর্দান্ত অভিযানের ফলে ৪ জন উর্ধ্বতন পশ্চিমা কর্মকর্তা এবং ১৩ জন আফ্রিকান ক্রুসেডার নিহত হয়। এই অপারেশনে দখলদার আফ্রিকান জোটের আরও ১৫ ক্রুসেডার আহত হয়। এছাড়াও উক্ত অভিযানে ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীরও বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এরপর হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা পশ্চিমা দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক মিশনের সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে আফ্রিকান বাহিনী এবং সরকারী মিলিশিয়াদের অবস্থানে হামলা চালাতে শুরু করেন।

হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদদের তীব্র এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় বাহির থেকে হেলেনি সামরিক ঘাঁটি থেকে কেবল ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠতে দেখা যায়।

অভিযানের সময় হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘাঁটির ভিতরে অবস্থিত দখলদারদের বেশ কয়েকটি সদর দপ্তর পুড়িয়ে দেয়। এরপর শুরু হয় ঘাঁটি থেকে পলায়নপর পশ্চিমা ও আফ্রিকান জোটের কর্মকর্তা এবং সেনাদের নির্মূল করার অভিযান। মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে বিদেশি দখলদার ও আঞ্চলিক গাদ্দারদের টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকেন।

ঘাঁটিতে অভিযান চলাকালীন সময়ে দখলদার ও গাদ্দার বাহিনীর সদস্যরা বেশ কয়েকবার ঘাঁটিটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারই মুজাহিদদের প্রবল অভিযানের মুখে কুফ্ফার বাহিনীর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুজাহিদরা নিশ্চিত করেছেন যে, তাঁরা ঐদিন যোহরের সালাতের আগে আফ্রিকান জোট বাহিনী এবং সরকারী মিলিশিয়াদের পরপর ৪ টি আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেই সাথে তখনও পর্যন্ত কোন মুজাহিদ হতাহত ছাড়াই তারা ঘাঁটিতে নামাজ আদায় করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের বরকতময় এই অভিযানটি শুরু করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর, রাজধানী মোগাদিশুর সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা হেলেন ঘাঁটির পাশে অবস্থিত মোগাদিশু বিমানবন্দরে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব বরকতময় এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানায় যে, আশ-শাবাবের বীর যোদ্ধারা মুসলিম দেশগুলি থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশনা মেনেই সিদ্ধান্তমূলক এই আক্রমণটি চালিয়েছেন। দলটির মুখপাত্র আরও জানান, সমগ্র সোমালিয়া ক্রুসেডারদের কবল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এধরণের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাবেন।

২৫শে মার্চ, ২০২২

হিজাব-নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করায় মুসলিম ব্যবসায়িদের বয়কটের আহ্বান বিজেপি মন্ত্রীর

"প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। বিজ্ঞানের ছাত্রর জানে এটা, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত। যদি কেউ দেশের আইন ভঙ্গ করে, তাহলে সেটার প্রতিক্রিয়া আসবেই। দুই মাস আগেও কেউ এটা ভাবেনি যে, হাইকোর্টে অর্ডার (হিজাব নিসিদ্ধের) আসবে আর মুসলমানরা সেটাকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে সেটার বিরধিতা করবে, রাজ্যে ধর্মঘট ডাকবে। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এমন ধর্মঘট আগেও করেছে তারা। আমরা কখনো শুনিনি যে, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করা হয়, এটা আবার কি?" - এমনই আক্রমণাত্মক আর অবজ্ঞায় মিশ্রিত ছিল তার ভাষা।

এভাবেই মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কট করার আহ্বান জানানোর সাফাই গাচ্ছিল কর্ণাটকের বিজেপি'র শিক্ষামন্ত্রী। হিন্দুত্ববাদী আদালতের 'হিজাব নিষিদ্ধের' রায়ের প্রতিবাদে মুসলিমরা রাজ্যে ধর্মঘট ডাকার কারণে মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কটএর আহ্বান জানিয়েছে এই উগ্র মন্ত্রী।

হিজাব ইস্যুকে কেন্দ্র করে যখন মুসলিমরা এই ইসলামবিদ্বেষী ও হিজাববিরোধী রায়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তখন এই আহ্বানকে মুসলিমদেরকে আরও কোণঠাসা করার এবং সারা ভারত জুড়ে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যা শুরুরর প্রস্তুতি হিসেবে দেখছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

কারণ হিন্দুত্ববাদীরা ভালো করেই জানে যে, ইসলামের বিধি-বিধানের বিপক্ষে আইন জারি করলে মুসলিমরা প্রতিবাদ করবেই। আর সেই সুযোগে ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষকে আরও উস্কে দিয়ে সাধারণ হিন্দুদেরকেও ব্যাপক মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নে শামিল করা যাবে।

আর এই পালে আরও জোর হাওয়া লাগিয়েছে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া হিন্দু পণ্ডিতদের গণহত্যার বানোয়াট কাহিনীনির্ভর সিনেমা 'দ্যা কাশ্মীর ফাইলস'। হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে এই সিনেমার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার।

সব মিলিয়ে ভারতের সার্বিক পরিস্থিতিকে এখন মুসলিমদের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক বলে অভিহিত করেছেন বিশ্লেষকগণ। তাই মুসলিমদের এখন নিজেদের জান-মালের হেফাজত ও নিজেদের প্রতিরক্ষার ফিকির জোরেশোরে করা উচিৎ বলে মত অধিকাংশ বিশ্লেষকের।

তথ্যসূত্র :

1. BJP education minister in Karnataka calls for a boycott of Muslim owned businesses to punish Muslim women protesting state wide hijab ban - https://tinyurl.com/4ptkfzxv

---

'দ্যা কাশ্মীর ফাইলস'এর প্রভাব : ভারতে হোটেল রুম পেতেও বৈষম্যের স্বীকার কাশ্মীরি মুসলিমদের

দখলদার ভারতীয়দের কাছে যুগ যুগ ধরেই জুলুম-নিপীড়ন আর বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে কাশ্মীরি মুসলিমরা। তবে সম্প্রতি মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যভিত্তিক 'দ্যা কাশ্মীর ফাইলস' ছবিটি ভারতজুড়ে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে গোটা ভারতই যেন মুসলিম গণহত্যার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। আর সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কাশ্মীরি মুসলিমদের অবস্থা আরও নাজেহাল।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, এক কাশ্মীরি যুবককে তার অনলাইনে আগে থেকে বুক করা হোটেলরুমে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, তার বুকিং বাতিল করা হচ্ছে।

ঐ যুবক বার বার জিজ্ঞেস করার পরেও তার বুকিং বাতিল করার কারন জানাচ্ছিল না দিল্লীর ঐ হোটেল কর্তৃপক্ষ। তবে কারণ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে মুসলিম এবং সে কাশ্মীরি।

অনেক বার অনুরোধ করার পর ঐ হোটেলের রিসিপশনিস্ট হোটেল মালিকের কাছে ফোন দিয়ে তাকে জানায় যে, পুলিশ-প্রশাসন থেকে নিষেধ করা হয়েছে কোন কাশ্মীরি মুসলিমকে হোটেল রুম দিতে।

এই ঘটনায়, ভারতজুড়ে মুসলিমবিরোধী গণহত্যার আবহ তৈরির কাজ যে সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছে- সেটা আবারো প্রমাণিত হল।

যুগযুগ ধরে মুখোশধারী হিন্দুত্ববাদীদের কথিত অসাম্প্রদায়িকতার ধোঁকায় পরে মুসলিমরা নিজেরা শতধা বিভক্ত হয়ে নিজেদের শক্তি হ্রাস করেছে। আর এই সুযোগে উগ্র হিন্দুরা ভারতজুড়ে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে, যা ইতিমধ্যে সল্প পরিসরে শুরুও হয়ে গেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

বোদ্ধামহল তাই মনে করছেন, মুসলিমদের সাত-পাঁচ না ভেবে এখন নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেদের প্রতিরক্ষার ফিকির করা উচিৎ।

তথ্যসূত্র:

1. Impact of Hindutva propaganda movie The Kashmir Files. A delhi based hotel denied accommodation to a Kashmiri man - https://tinyurl.com/3yybxt65

২৪শে মার্চ, ২০২২

'দ্যা কাশ্মীর ফাইলসের' প্রভাব : মুসলিম নারীদের ধর্ষণ ও গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ইউটিউবার

ভারতে ক্রমবর্ধমান ইসলামফোবিয়া এবং অস্থিরতা দিনদিন তীব্র আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে দ্য কাশ্মীর ফাইলস মুভিটি মুক্তির পর থেকে, দেশের মুসলমানদের উপর সহিংসতার উসকানি দেওয়ার বেশকিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

এক হিন্দুত্ববাদী ইউটিউবার জাফরানে মুখোশ পরে, ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পন্ডিতদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে। ভিডিওতে থাকা লোকটি (যার নাম অজানা) বিশেষভাবে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য একটি ইউটিউব চ্যানেল চালায়।

সে বলেছে "আমরা বারবার রক্তাক্ত হতে চাই না। আমরা চাই না তাদের জন্য আবারও কাদঁতে। তাই আমরা মুসলিমদের ছোট থেকে বয়স্ক সবাইকে মেরে ফেলব। আমরা যদি ছোটদের ছেড়ে দেই তাহলে তারা জানতে চাইবে কে তাদের বাবাকে হত্যা করেছে। তারা হিংসাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং প্রতিশোধ নিতে চাইবে," টুইটারে প্রকাশিত তার একটি ভিডিওতে এভাবেই মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে সে।

সে আরো বলেছে "আমরা হিন্দুরা বারবার রক্তপাত চাই না। আমরা নিরাপদে এবং শান্তিতে থাকতে চাই। তাই আমাদের সেনাবাহিনী একযোগে তাদের হত্যা করবে এবং শেষ করবে। আপনি যদি একজন হিন্দু হন এবং কাশ্মীরি পন্ডিতদের (মৃত্যুর) প্রতিশোধ নিতে চান, তাহলে যদি আপনি একজন মুসলমানকেও চেনেন, তাহলে তাদের কষ্ট দিন । তাদের ব্যবহার করুন এবং অসুবিধায় তাদের পরিত্যাগ করুন। কোনো ধরনের গোলকধাঁধায় তাদের ছেড়ে দিন। তাদের ব্যবহার করুন (আপনার সুবিধার জন্য)। তাদের এত কষ্ট দিন যে তারা কাঁদে, তাদের যন্ত্রণা দিন। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করুন যা তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আমরা তাদের ছেড়ে দেব না এবং তাদের দেশে থাকতে দেব না।"

সে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলে "আপনার মস্তিষ্ক ব্যবহার করুন এবং এটি বিচক্ষণতার সাথে করুন। কারণ প্রশাসন (আইন) জানতে পারলে তারা আপনাকে লোক দেখানোর জন্য হলেও আটক করতে পারে। এটিকে এখনো এখন একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই মুসলিম নিধনের কাজটি করতে হবে অতি গোপনে।"

হিন্দুত্ববাদী লোকটি মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতাকে উস্কে দেয় এবং তাদের ধর্ষণের হুমকি দেয়।

সে বলেছে, "যদি আমার ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি মুসলিমদের ছয় মাসের বাচ্চাদের মেরে ভাগ করে পিতামাতার হাতে তুলে দিতাম। আমার ক্ষমতা নেই। আমার সুযোগ হলেই তোমাদের মা, বোন, দাদী, খালা এবং অন্যদের ধর্ষণ করব," লোকটি হিন্দিতে মুসলিম মহিলাদের প্রতি যৌনতামূলক গালাগালি ও করেছে।

জাফরান কালারের মুখোস পরিহিত গুণ্ডা যে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে উসকানি দিয়েছে। সে ইনস্টাগ্রামে একটি আইডি চালায় চালায়। যা সে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করতে ব্যবহার করে। লোকটি মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতাকে উস্কে দেয় এবং তাদের ধর্ষণের হুমকি দেয়।

জাফরান-পরিহিত লোকটি যে রঙিন মুখোশ দিয়ে তার পুরো মুখ ঢেকে রেখেছে, অন্য একটি ভিডিওতে, কর্ণাটক হিজাব পরিধান করা নিয়েও ইসলাম বিদ্বেষী মত প্রকাশ করেছে।

হিন্দুত্ববাদীদের আর তর সইছে না তারা চাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব মুসলিম গণহত্যা শুরু করে দিতে চাচ্ছে। এর জন্য তারা প্রকাশ্যে একেরপর মুসলিম বিদ্বেষী কাজ করে যাচ্ছে। আর হিন্দুত্ববাদী থিংকট্যাংকরা তাই ভুয়া তথ্যনির্ভর কাশ্মীর ফাইলস ছবিটি মুক্তি দেওয়ার জন্য এমন সময়কেই বেছে নিলেন, যখন এটা মুসলিমদের প্রতি জিঘাংসাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উস্কে দিতে এবং গণহত্যার ক্ষেত্রকে চূড়ান্ত রূপ দিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. Calls for Murder of Muslims 'Heard' in Viral Video of Former BJP MLA's Rally in UP https://tinyurl.com/2p8p6n7a

---

উত্তরপ্রদেশ গরুর মাংস বহনের সন্দেহে মুসলিম চালককে হিন্দু সন্ত্রাসীদের মারধর

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা কথিত গো-রক্ষার নামে অসংখ্য মুসলিমকে পিটিয়ে হতাহত করেছে। এই বর্বরোচিত কাজ বর্তমানে গোটা ভারত জুড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

গত রবিবার রাতে উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলায় একদল হিন্দুত্ববাদী গ্রামবাসীরা একজন মুসলিম চালককে তার পিক-আপ ভ্যানে গরুর মাংস বহন এবং গরু পাচার করার অজুহাতে নির্মমভাবে পিটায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, আমির নামের একজন মুসলিম ড্রাইভারকে দুই থেকে তিনজন লোক বেল্ট দিয়ে মারধর করছে। তিনি তাদের থামানোর জন্য কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ করছেন। আমির জেলার নগর পঞ্চায়েত গোবর্ধনের একটি গ্রাম পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসাবে পশুর মৃতদেহ পরিবহন করছিলেন।

আমিরের গাড়ির ভিতরে কোনও গরু বা গরুর মাংস পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়েই একজন মুসলিমের উপর হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালিয়েছে। আর যদি সত্যিই গারিতে গরুর মানশ বা এজাতীয় কিছু পাওয়া যেত, তাহলে তারা ঐ মুসলিমের সাথে কি আচরণ করতো, তা অতীতেও বহুবার দেখা গেছে।

উগ্র হিন্দুরা মূলত মুসলিমদের প্রতি তাদের আজন্ম লালিত জিঘাংসা পূরণের জন্যই এই গো-রক্ষার ইস্যু সামনে আনছে। কারণ তারা জানে গোরক্ষা এমন একটা অস্ত্র, যার অজুহাতে মুসলিমদের পিটিয়ে খুন করলেও কোন বিচার হবে না। পাওয়া যাবে রাষ্ট্রীয় সমর্থন।

আর এ পর্যন্ত যতজন মুসলিমকে হিন্দুত্ববাদীরা পিটিয়ে হতাহত করেছে, সেসব ঘটনার বিচার এখনো হয়নি, আর হওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

তাই হিন্দুত্ববাদী আদালতের বিচারের মিথ্যে আশায় না থেকে উলামায়ে কেরাম মুসলিমদেরকে নিজেদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্যা সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1. Uttar Pradesh: Muslim driver beaten up by cow vigilantes on suspicion of carrying

beef
https://tinyurl.com/2xfvfnpm

২৩শে মার্চ, ২০২২

ঘানা সীমান্তে মুজাহিদদের হামলায় ৫ সেনা নিহত, আহত আরও অনেক গাদ্দার

বুরকিনা ফাঁসোর দক্ষিণে ঘানা সীমান্তের কাছে সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এই হামলায় ৫ সেনা নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানা সীমান্তের কাছে একটি অতর্কিত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যা সীমান্তের টেনকোডোগোর এলাকার কাছে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

হামলাটি বুরকিনা ফাঁসো সেনাবাহিনীর ৩১ তম পদাতিক কমান্ডো রেজিমেন্টের গাদ্দার সৈন্যদের বহনকারী কনভয় টার্গেট করে একটি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদিন কর্তৃক সড়কে রাখা বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হলে সেনাবাহিনীর একটি সামরিক যান ধ্বংস এবং অন্য ২টি যান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসময় কনভয়টিতে থাকা ৫ সেনা নিহত হয়, একই সাথে আহত হয় আরও অসংখ্য গাদ্দার সেনা।

জানা যায় যে, হতাহত সৈন্যদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাও রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন বর্তমানে এই অঞ্চলে তাদের অভিযানের মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। দলটি বৃহত্তর পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে একটি ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠার জন্য বছর পর বছর ধরে বহুজাতিক কুফফার জোটগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে আসছেন।

দিল্লিতে ১৬টি মসজিদে জুমার নামাজ বন্ধ করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

গত শুক্রবার ১৮ই মার্চ মুসলমানদের জন্য একটি বরকতময় দিন ছিল। কারণ দিনটি ছিল জুমা,ও শব-ই-বরাত। সাপ্তাহিক জামাতে জুমার নামাজের জন্য স্থানীয়ভাবে পঞ্চশীল এনক্লেভ পুরানী মসজিদ নামে পরিচিত লাল গুম্বাদে আগত মুসলমানদের দিল্লি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অফিসাররা নামাজ পড়তে বাধা দেয়।

৫০০ বছরের পুরনো মসজিদটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) এর অধীনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আখ্যায়িত করেছে।

লাল গুম্বাদ মসজিদের ইমাম ৫০ বছর বয়সী নিয়াজ আহমেদ বলেন, "আমি ১৯৮০ সাল থেকে এখানে বসবাস করছি এবং ২০০০ সাল থেকে এই মসজিদে ইমামতি শুরু করেছি। এরকম কিছু আগে কখনো ঘটেনি। গত চল্লিশ বছরে প্রথমবারের মতো জুমার নামাজ বন্ধ করা হয়েছে," এ বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পুলিশ এর জন্য কোনো কারণ জানায়নি।

"আমি ভেবেছিলাম যে হিন্দুদের হোলির কারণেই হয়তো তারা এমনটা করছে। আমি তাদের বলেছি যে, এখানকার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ এবং উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। প্রতি পাঁচ বছর বা তার পরে হোলি এবং জুমা একই দিনে পড়ে, তবে এর আগে কখনও জুমা বন্ধ করা হয়নি। তবুও তারা আমার কোন কথাই শোনেনি।"

লাল গুম্বাদ মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে মাদরাসা জিনাতুল কুরআনের ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্র বলেন, "আমরা নামাজ পড়তে এসেছি কিন্তু পুলিশ আমাদের মসজিদে ঢুকতে দেয়নি। তারা আমাদের অন্য কোথাও যেতে বলেছে।"

পঞ্চশীল এনক্লেভের বাসিন্দা দানিশ জানিয়েছেন, একজন সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) এবং আরও ৪-৫ জন হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কর্মকর্তা মসজিদের গেট ধরে রেখেছে। তারা এসে নামাজীদের (যারা নামাজ পড়ে) বলেছিল যে, তারা নির্দেশ দিয়েছে যে মসজিদে জুমার নামাজ হবে না। দানিশ আরো জানিয়েছেন "আমি ছোটবেলা থেকেই এই মসজিদে নামাজের জন্য আসতাম। সেদিন এখানে নামায না পড়তে বলার পর কোথাও জুমার নামাজ পড়ার জায়গা পেলাম না।"

ইমাম নিয়াজ আহমেদের মতে, পুলিশ তাদের ১৮ মার্চ জুমার নামাজ অন্য জায়গায় পড়তে বলে। তিনি অভিযোগ করেন যে, মসজিদে জুমার নামাজের অনুমতি না দেওয়ার কারণ জানিয়ে পুলিশ তাকে কোন লিখিত আদেশও দেখায়নি। আহমদ সাহেব মৌখিকভাবে কারণ জানতে চাইলেও পুলিশ কোন উত্তর দেয়নি।

এদিকে, হাউজ খাস এলাকার মসজিদ যা নিলি মসজিদ নামে পরিচিত, সেখানেও ১৮ মার্চ জুমার নামাজ পড়ার জন্য পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

নিলি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ খালিদ বলেছেন, এটি নজিরবিহীন ঘটনা। "আমি পুলিশ অফিসারকে জুমার নামাজের অনুমতি না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে বলে যে ১৬টি মসজিদ রয়েছে যেখানে জুমার নামাজের অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি তখন তার কাছে তালিকা এবং আদেশের অনুলিপি চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করে।

মোহাম্মদ খালিদ মনে করেন, হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন গুরগাঁওতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করছে। এজন্যই তারা শুক্রবারের জুমা নামাযে বাধা দিচ্ছে। তিনি জানান, নিলি মসজিদ থেকে প্রায় ৯০০ মিটার দূরে মোহাম্মদী মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা নাশুদ্দিন মাহমুদ তুঘলকের শাসনামলে মাল্লু খান কর্তৃক নির্মিত চার মিনার মসজিদ সম্পর্কেও খোঁজখবর নেয়। উভয় মসজিদেই এখন হিন্দুত্ববাদীরা নামাজ নিষিদ্ধ করেছে।

এই এলাকার বসবাসরত যে সকল মুসলমান মসজিদে নামাজ পড়েন, তারা সেখানে জুমার নামাজের অনুমতি না দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের সিদ্ধান্তে খুবই অসন্তুষ্ট। আর সামনে আরো বড় কিছু হওয়ার আতঙ্কে আছেন তারা।

এআইএমআইএম দিল্লি রাজ্যের সভাপতি কালিমুল হাফিজ বলেছেন, "মুসলমানদের জুমার জামাতে নামাজ পড়তে বাধা দেওয়া কেবল আমাদের মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ নয় বরং স্পষ্ট নিপীড়ন।" তিনি আরো বলেছেন, "দিল্লির ১৬টি মসজিদে জুমার নামাজ বন্ধ করার নির্দেশ কে দিয়েছে, তার জবাব দিল্লি পুলিশকে দিতে হবে। এটা কি অমিত শাহ নাকি অরবিন্দ কেজরিওয়াল।"

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের ধর্মীয় বিধি বিধান পালনে এখন প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করছে। কিছুদিন আগেই গুরগাওয়ে জুমার নামাযে হিন্দুরা বাধা দিয়েছিল। পরে এটা নিয়ে আদালতে গেলে হিন্দুত্ববাদী আলালত হিন্দুদের পক্ষেই রায় দেয়। এমনিভাবে হিজাব ইস্যুকে আলালতের মাধ্যমে নিষেধাধাজ্ঞা জারি করিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। অন্যায়ভাবে একেরপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি হতে দেখলেও, মুসলিমদের যেন মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা আর নিজেদের মাঝে মতনৈক্য করেই দুর্বল হয়ে গেছে। তাই বিচক্ষণ আলেমগণ দুনিয়ার মোহ ছেড়ে মুসলিমদেরকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা শক্তি অর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslims allege Delhi Police stopped Friday prayer in 16 mosques https://tinyurl.com/yc82d3cv

---

ইয়েমেনে আল-কায়েদার দুর্দান্ত অপারেশনে কুখ্যাত মিলিশিয়া নেতাসহ ১৪ এর অধিক গাদ্দার সেনা নিহত

ইয়েমেনে আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর (AQAP) বীর যোদ্ধাদের পরিচালিত হামলার শিকার হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত-সমর্থিত গাদ্দার বাহিনী। এতে এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের জাঞ্জিবার শহরে একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র জানবায মুজাহিদিন। হামলাটি সংযুক্ত আরব আমিরাত-সমর্থিত দক্ষিণ ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের সামরিক বাহিনীর নেতা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল লাতিফ আল-সায়িদকে বহনকারী একটি সামরিক কনভয়কে টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

গাদ্দার বাহিনীর কনভয়টি ধ্বংস করতে এবং সেনাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে মুজাহিদগণ প্রথমে একটি গাড়ি বোমা দ্বারা কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটান। এতে গাদ্দার মিলিশিয়াদের কয়েকটি গাড়ি ধ্বংস ও সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও কয়েকটি। এরপর সেখানে অপেক্ষমাণ ২ জন ইনগিমাসী মুজাহিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া বাকি গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে হামলা চালাতে শুরু করেন।

হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে আল-কায়েদার সহযোগী সংবাদ মিডিয়া 'আল-মালাহিম'। সংবাদ সূত্রটিতে বলা হয় যে, বীর মুজাহিদদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ অভিযানে গাদ্দার বাহিনীর ১৪ সেনা নিহত হয়েছে। একই সাথে গোলাম এই বাহিনীটির নেতা সাইয়িদ সহ আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়। যাদের মাঝে ঘটনাস্থলেই ৪ সেনার অবস্থা গুরুতর ছিল বলে জানা যায়।

কুখ্যাত মিলিশিয়া নেতা সাঈদ এই অঞ্চলে হকের ঝান্ডাবাহী আল-কায়েদার বীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আক্রমণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের গাদ্দার সরকার সাঈদের কুখ্যাত মিলিশিয়া গ্রুপটিকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবধরনের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে কুখ্যাত এই মিলিশিয়া নেতা এর আগেও মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। তখন সে মুজাহিদদের হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও একটি চোখ এবং একটি হাত হারায়।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ সম্প্রতি ইয়েমেন, বিশেষ করে ইয়েমেনের দক্ষিণ অংশে নিজেদের কার্যকারিতা এবং প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

গণহত্যার প্রস্তুতি | "যখন মুসলমানদের হত্যা করব, তখন তারা রাম রাম বলে চিৎকার করবে।"

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের গণহত্যার প্রকাশ্য স্লোগান দিচ্ছে। মুসলিমদের কেটে কেটে হত্যা করার সময় রাম রাম বলে চিৎকার করবে বলে মিছিল করেছে।
১৯ মার্চ, ২০২২-এ, জেলায় ডুমারিয়াগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং আয়োজিত একটি সমাবেশের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। কুখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্যের কারণেই হিন্দুত্ববাদী রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং বেশি প্রসিদ্ধ।

ভিডিওতে সিংকে ডুমারিয়াগঞ্জে একটি প্রশস্ত রাস্তার কয়েকশ হিন্দুত্ববাদী লোকের সমাবেশের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

তাছাড়াও ভিডিওতে জোরে মিউজিকের মধ্যে মুসলিম বিরোধী স্লোগান এবং মুসলমানদের হত্যার আহ্বান শোনা যায়। তারা বলছে "যাব কাটে কাটে যায়েঙ্গে, তাব রাম রাম চিল্লায়েঙ্গে," যার সহজ সরল অনুবাদ হলো- "যখন (মুসলমানদের) হত্যা করা হবে, তখন তারা রাম রাম বলে চিৎকার করবে।"

১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ ফেসবুকে- আপলোড করা একটি লাইভে এই সিংকেই বলতে শোনা যায়, "আমি বিধায়ক হওয়ার পর থেকে তাদের (মুসলিমরা) মাথার টুপি পরা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনারা যদি আমাকে আবার ভোট দেন, তাহলে তারা তিলক পরতে বাধ্য হবে।

সিং মৌখিকভাবে যারা তাকে ভোট দিবে না তাদের গালাগালি করেছিল। যারা বিজেপিকে ভোট দেবে না এবং তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করেছিল।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদী নেতারা সামনের সারিতে থেকে সকল হিন্দুদের একত্রিত করে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে। উলামায়ে কেরাম তাই উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করর আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Calls for Murder of Muslims 'Heard' in Viral Video of Former BJP MLA's Rally in UP https://tinyurl.com/fk4ex37m

---

বাজোরে পাক-তালিবানের হামলায় ৮ পাকি সেনা নিহত, সামরিক ট্রাক ধ্বংস

পাকিস্তানের বাজাউর এজেন্সিতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর হামলার জবাবে টিটিপির পাল্টা আঘাতে ৮ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য।

বিবরণ অনুযায়ী, গতকাল ২২ মার্চ মঙ্গলবার সকালে বাজোর এজেন্সির চারমাং সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যেখানে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে দেশটির সেনাবাহিনী।

এদিকে গাদ্দার সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন টিটিপির মুজাহিদগণ। ফলে সীমান্ত অঞ্চলটিতে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়। যা কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, সেনাবাহিনীর গাড়িবহর উক্ত এলাকাটিতে ঢুকার চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ গাড়িবহর টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। এতে সেনবাহিনীর অস্ত্র বোঝাই একটি ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলায় শরিয়তের দুশমন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮ সেনা নিহত হয়। এই হামলায় আহত হয় আরও অসংখ্য গাদ্দার পাকি সেনা।

বাজোরে মুজাহিদদের সাথে উক্ত সংঘর্ষে নিহত গাদ্দার সেনা সদস্যদের নাম প্রকাশ করেছে 'আইএসপিআর'। যাদের মাঝে রয়েছে কর্নেল পদমর্যাদার এক সেনা কমান্ডার, আরো রয়েছে পুলিশের উচ্চপদস্থ এক অফিসার।

ধারণা করা হচ্ছে নিহতদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। কেননা হামলায় আহত অনেক সেনার অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে।

মালি | সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদার সফল হামলা: ৯ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ২ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মার্চ মালির বোনি অঞ্চলে একটি hamlar ঘটনা ঘটেছে। যা অঞ্চলটিতে অবস্থিত মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

সূত্রমতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম এর বীর যোদ্ধারা সফল এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন। তাঁরা প্রথমে সেনাদের ছত্রভঙ্গ করতে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে কয়েক দফা রকেট ও বোমা দ্বারা হামলা চালান। এরপর সামরিক ঘাঁটি ঘিরে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ঘাঁটিতে অবস্থানরত সেনাদের টার্গেট করে চতুর্থদিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকেন। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় মালিয়ান সেনাবাহিনী ২টি হামলার বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। যেখানে সেনাবাহিনী বোনি সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলায় ২ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে বলে দাবি করে।

এদিকে আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রগুলোর জানিয়েছে যে, বোনিতে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় নিহত সেনাদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

https://e.top4top.io/p_227359kfs0.png

বাজোরে পাক-তালিবানের হামলায় ৮ পাকি সেনা নিহত, সামরিক ট্রাক ধ্বংস

পাকিস্তানের বাজাউর এজেন্সিতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর হামলার জবাবে টিটিপির পাল্টা আঘাতে ৮ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ২২ মার্চ মঙ্গলবার সকালে বাজোর এজেন্সির চারমাং সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। যেখানে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে দেশটির সেনাবাহিনী।

এদিকে গাদ্দার সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন টিটিপির মুজাহিদগণ। ফলে সীমান্ত অঞ্চলটিতে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়। যা কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, সেনাবাহিনীর গাড়িবহর উক্ত এলাকাটিতে ঢুকার চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ গাড়িবহর টার্গেট করে তীব্র হামলা চালান। এতে সেনবাহিনীর অস্ত্র বোঝাই একটি ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলায় শরিয়তের দুশমন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮ সেনা নিহত হয়। এই হামলায় আহত হয় আরও অসংখ্য গাদ্দার পাকি সেনা।

বাজোরে মুজাহিদদের সাথে উক্ত সংঘর্ষে নিহত গাদ্দার সেনা সদস্যদের নাম প্রকাশ করেছে 'আইএসপিআর'। যাদের মাঝে রয়েছে সেনা কমান্ডার কর্নেল ইশতিয়াক ও পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার কামরান। ধারণা করা হচ্ছে নিহতদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। কেননা হামলায় আহত অনেক সেনার অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে।

মালি | সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদার সফল হামলা: ৯ এরও বেশি সেনা সদস্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে দুর্দান্ত একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ২ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ মার্চ মালির বোনি অঞ্চলে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যা অঞ্চলটিতে অবস্থিত মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। সূত্রমতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম এর বীর যোদ্ধারা সফল এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন। তাঁরা প্রথমে সেনাদের ছত্রভঙ্গ করতে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে কয়েক দফা রকেট ও বোমা দ্বারা হামলা চালান। এরপর সামরিক ঘাঁটি ঘিরে আল-কায়েদা যোদ্ধারা ঘাঁটিতে অবস্থানরত সেনাদের টার্গেট করে চতুর্থদিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকেন। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় মালিয়ান সেনাবাহিনী ২টি হামলার বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। যেখানে সেনাবাহিনী বোনি সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলায় ২ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে বলে দাবি করে।

এদিকে আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রগুলোর জানিয়েছে যে, বোনিতে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় নিহত সেনাদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

২২শে মার্চ, ২০২২

নাট-বল্টু কোটি টাকা কেজি : চোরদের দুর্নীতি আর সিস্টেম কতকাল সইবে জাতি?

পুকুরচুরি বললেও ভুল হবে, এটা যেন সাগর চুরি। এদেশের সরকারি প্রকল্পগুলো অবশ্য এমনই লুটপাট আর দুর্নীতির যজ্ঞে পরিণত হয়েছে। রূপপুরের বালিশ কাণ্ড আর লাখ টাকার পর্দার কাহিনীও খুব পুরানো হয়ে যায়নি। এর মধ্যেই সামনে আসলো শাহজালাল সার কারখানায় কোটি টাকা কেজি দরে লোহা আর স্টিলের নাট-বল্টু কেনার এই দুর্নীতির মহাযজ্ঞ।

সরকার মালিকানাধীন শাহজালাল সার কারখানার জন্য নাট-বল্টু আনা হয়েছে আমেরিকা থেকে। সেই নাট-বল্টু আবার সরবরাহ করেছে মালয়েশিয়ান কোম্পানি। তবে লোহা বা স্টিলের এক কেজি নাটের দাম ১ কোটি টাকা। বল্টুর দাম তার অর্ধেক, প্রতি কেজি ৫০ লাখ টাকা। কেনাকাটার এই মচ্ছব হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা সিলেটের শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডে (এসএফসিএল)।

এই তালিকায় আরও আছে এক্সপেন্ডার হুইল। রাবার ও লোহায় তৈরি ছোট আকারের এই ঘূর্ণমান চাকার কেজি পড়েছে ১ কোটি টাকার বেশি। আধা কেজি ওজনের একটি লোহার স্প্রিংয়ের দাম ১৬ লাখ টাকা। এ রকম অস্বাভাবিক দাম দিতে গিয়ে ২৪৩ কেজি ওজনের এই চালানের খরচ পড়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি চালানটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস নেওয়া হয়।

কারখানার জন্য কেন আমেরিকান নাট-বল্টু কিনতে হবে? জানতে চাইলে এসএফসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। বাণিজ্যিক বিভাগ এটি করে।' তিনি বাণিজ্য বিভাগের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন!

আশ্চর্যজনক কথা অবশ্যই, কারখানার এম.ডি জানেন না যে তার কারখানায় কোন জিনিস কি দরে কেনা হয়েছে। চুরির ভাগ সম্পর্কে সে যদি নাও যেনে থাকে, তবে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন অযোগ্য এম.ডি'র কি করে নিজ দায়িত্বে বহাল থাকে?

তার উপরে কারখানায় শুধু চা-নাস্তা খাওয়ায় খরচ হয়েছে সোয়া কোটি টাকা!

আর এসএফসিএলের বাণিজ্যিক বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার সেরনিয়াবাদ রেজাউল বারী একটি দৈনিক পত্রিকাকে বলেছে, 'এই কারখানার যন্ত্রপাতি যে দেশের, নিয়ম অনুসারে সেখান থেকেই খুচরা যন্ত্রাংশ কিনতে হবে। সে কারণে আমেরিকান যন্ত্রের জন্য আমেরিকার নির্ধারিত সেই কোম্পানি থেকেই খুচরা যন্ত্রাংশ কেনা হয়েছে। তা ছাড়া এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, আর দাম যা-ই হোক, মানি লন্ডারিংয়ের কোনো সুযোগ নেই।' এভাবেই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নের জবাব দিল সে।

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুল্কায়নের জন্য আমদানি চালানের তথ্য চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে দাখিলের পর অস্বাভাবিক দাম দেখে সন্দেহ করেন কর্মকর্তারা। এরপর চালানটি এক মাস আটকে রাখা হয় বন্দর জেটিতে। পরে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, কাগজপত্রে পণ্যের যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, পণ্য আছে তার কম। আবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এক পণ্যের, আনা হয়েছে আরেকটি। এ নিয়ে শুল্ক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার কারখানা কর্তৃপক্ষের অন্তত তিন দফায় বৈঠক করতে হয়েছে। সাধারণ কোনো আমদানিকারক এটা করলে ২০০ শতাংশ জরিমানা করা হতো; কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে পার পেয়ে গেছে।

কি প্রকাশ্য নির্লজ্জতা! এতো বড় চুরি ধরা পড়ার পরেও তাদেরকে কোন জরিমানা বা আইনি পদক্ষেপ না নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হল, শুধু মাত্র এই কারণে যে, তারা সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই কি না দেশের সিস্টেম, আর এই হল সিস্টেমের রক্ষককেরা!

আর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার ফখরুল আলম তো নির্লিপ্তভাবেই বললেন, 'পণ্যের দামে অসংগতি হলে সেটার দায় আমদানিকারকের। আমরা উপযুক্ত শুল্ক আদায় করেই পণ্য খালাস দিয়েছি।' তার এই জবাবে এই কাজে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়েও সন্দেহ জাগে না কি?

তাদের কেনা জিনিশপত্রের চালান ও মূল্যতালিকা দেখলেই ধারণা করা যায় যে, এরা চুরির ক্ষেত্রে এরা কতটা প্রকাশ্য নির্লজ্জতার আশ্রয় নিচ্ছে -

~ সাড়ে পাঁচ কেজির লোহা ও রাবারের এক্সপেন্ডার হুইল সাড়ে ২৩ কোটি টাকা।

~ আধা কেজি ওজনের লোহার স্প্রিংয়ের দাম ১৬ লাখ টাকা।

~ লোহা বা স্টিলের এক কেজি নাটের দাম ১ কোটি টাকা।

~ বল্টুর দাম প্রতি কেজি ৫০ লাখ টাকা।

~ রাবার ও লোহায় তৈরি ছোট আকারের এক্সপেন্ডার হুইলের কেজি পড়েছে ১ কোটি টাকার বেশি।

~ ঘোষণার তুলনায় ২২৩ কেজি ৫৮ গ্রাম পণ্য কম পাওয়া যায়।

~ আধা কেজি ওজনের স্পিং ওয়াশারের মূল্য ধরা হয় ৮ লাখ টাকারও বেশি।

চালানে মোট ১৯ ধরনের পণ্য আছে বলা হলেও বিল দাখিল করা হয়েছে ৭ ধরনের পণ্যের।

এরই হচ্ছে আমাদের দেশ,সরকার ও প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, এরা এভাবেই সাধারণ মুসলিমদের সম্পদ লুটে-পুটে খাচ্ছে। আর অন্যদিকে নিজের দু'বেলার দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মুসলিমরা।

এভাবেই এরা যুগ যুগ ধরে শুষে চলেছে এদেশের মুসলিমদের। নিজেরা দুর্নীতি আর ক্ষমতা ধরে রাখতে করছে পুকুরচুরি। আর এদেশের শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা সহ সামরিক খাতকে পর্যন্ত তুলে দিচ্ছে বিদেশীদের হাতে, নিজেদের এই ভোগ-বিলাসিতা আর অন্ধকার জীবনকে নির্বিঘ্ন করতে।

ইসলামি বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, এদেশের আপামর মুসলিমকে তাই এখন ভাবতে হবে যে, এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণভার আর কতকাল এই দুর্নীতিবাজদের হাতে আর এদের ও এদের প্রভুদের তৈরি করা নষ্ট সিস্টেমএর হাতে। এদেরকে আর এদের অন্ধকার সিস্টেমকে উৎখাত না করলে যে এদেশের মুসলিমদের সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি মিলবে না - একথাও তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বারবার।

প্রতিবেদক : আব্দুল্লাহ বিন নজর

তথ্যসূত্র :

১। নাট-বল্টুর কেজি কোটি টাকা https://tinyurl.com/3yy6zwp4

ইয়েমেনে আল-কায়েদার প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে পিছু হটেছে সন্ত্রাসী হুথি মিলিশিয়ারা

ইয়েমেনে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে হামলার চেষ্টা চালতে গিয়ে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ছে সন্ত্রাসী হুথি (শিয়া) মিলিশিয়ারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ শাউওয়াল শুক্রবার ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশের আল-মাইফা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে সন্ত্রাসী হুথি মিলিশিয়ারা। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাটির উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ।

ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া মিলিশিয়া হুথিদের অগ্রসরের সংবাদ পেয়েই এলাকটির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেন মুজাহিদগণ। ফলে এই অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকারী কুখ্যাত হুথি মিলিশিয়ারা অঞ্চলটির তুফাইল বাধের কাছাকাছি আসলেই মুজাহিদদের তীব্র হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া 'আল-মালাহিম' নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের উক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে বহু সংখ্যক হুথি মিলিশিয়া নিহত এবং আহত হয়েছে। সেই সাথে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পরাজয় আর হতাশার গ্লাণি নিয়েই হাউথিরা পিছু হটেছে।

এভাবেই একের পর এক শত্রুদের হামলা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে আরব উপদ্বীপে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করে রেখেছেন একিউএপি মুজাহিদিন।

বিশেষ প্রতিবেদন || এবার ক্যালিফোর্নিয়া প্যানেলে ভারতীয় মুসলিমদের আসন্ন গণহত্যার সতর্কবার্তা

হিন্দুত্ববাদীদের কারণে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়েছে, যা ১৯৫০ সালের পর থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এভাবেই গত ১২ মার্চ বার্কলে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অঙ্গনা চ্যাটার্জি মুসলমানদের নির্মূলের সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

চ্যাটার্জি আসন্ন ভারতীয় মুসলিম গণহত্যা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামোফোবিয়ার বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো প্যানেলে বক্তৃতা দেন। ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অধীনে মুসলিমদের গণহত্যার আসন্ন হুমকির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ছয়জন বিশেষজ্ঞ যোগ দেন। আলোচনা শোনার জন্য প্রায় ২০০ জন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।।

হিউস্টন ইউনিভার্সিটির ডঃ সামিনা সেলিম বলেন, "আমি একরকম অনুভব করেছি যে ভারতে যা ছিল তা নিয়ে গর্ব করা যেত। মনোযোগ দিন: আমি বললাম ভারতে যা ছিল। আজ ভারতে যা হচ্ছে তা নিয়ে আমি গর্বিত নই। দুঃখের বিষয়, কারণ আমি কীভাবে এমন একটি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি যেখানে মুসলিম মেয়েরা এবং মুসলিম মহিলাদের মাথার আবরণ খুলে ফেলা হয়, যা তাদের পোশাকের অংশ। রাস্তার মাঝখানে তাদের হিজাব খুলে ফেলা হয়। আমি এই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি না যেখানে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা হয়, হত্যা করা হয় এবং জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সেই ভারত নিয়ে আমি গর্বিত নই।"

"মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় পর থেকে মুসলিমদের উপর সহিংসতা, অপমান এবং লিঞ্চিংয়ের ঘটনা বহুগুণে বেড়ে গেছে"- বলে উল্লেখ করেছেন সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রোহিত চোপড়া।

আর ডক্টর চ্যাটার্জির মতে, "হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক নীলনকশা যা ইঙ্গিত দেয়, তা হলো, ভারতে মুসলমানদের নির্মূল অভিযান ব্যাপক আকার ধারণ করবে।"

বক্তারা ভারতে কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়ার প্রতীক হিসেবে কর্ণাটকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিজাব পরার উপর সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা (যা ১৫ মার্চ রাজ্যের হাইকোর্ট রায় দেয়) তুলে ধরেন।

ডঃ সেলিম এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন - "এই হিজাব নিষেধাজ্ঞা এই গণহত্যার ভাষার আরেকটি সিক্যুয়াল মাত্র। হিজাব নিষিদ্ধের সাথে মুসলিম বিরোধী হিস্টিরিয়া এখন সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে।"

ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির ডক্টর খালেদ বেদউন উল্লেখ করেছেন, "ভারতে ইসলামোফোবিয়া এত মারাত্মক যে, একজন মুসলিম মহিলা কীভাবে পোশাক পরতে পারে এবং পোশাক পরতে পারে না- তাও তারা ঠিক করে দিচ্ছে। অথচ, ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র দাবি করে সারা বিশ্বে কুচকাওয়াজ করছে, আর আমরা জানি যে, কোনো গণতন্ত্রের ভিত্তি কি? আপনি উপযুক্ত মনে আপনার ধর্ম পালন করার ক্ষমতা বা একটি একক ধর্ম দাবি না করার ক্ষমতা। তাহলে কেন মুসলিম নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে?

"যখন তালেবানরা শরিয়তের বিধি নিষেধের কারণে বেপর্দা হয়ে নারী ও মেয়েদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধা দিত, তখন পশ্চিমা বিশ্ব থেকে তোলপাড় হয়েছিল," বলেছেন ডঃ সেলিম। "নারীবাদীরা এখন কোথায়? কোথায় পশ্চিমা মিডিয়া? ভারতে যখন মুসলিম নারীদের সাথে এমন চলছে তখন এই নীরবতা কেন?"

ডঃ সেলিম আরও বলেছেন, "ভারত ষড়যন্ত্র তত্ত্বের একটি কঠিন ইনকিউবেটর হয়ে উঠেছে, যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব রেডিওগুলোতে রুয়ান্ডায় তুতসিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রচার করেছিল, যার ফলে প্রায় এক মিলিয়ন তুতসিকে হত্যা করেছিল। একই ধরনের হাস্যকর এবং বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ভারতে এখন বেশ কিছুদিন ধরে বিকাশ লাভ করছে। এই তত্ত্ব এবং মিথ্যা প্রচার ভারতীয় মিডিয়া দ্বারা ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছে, রাষ্ট্র দ্বারা বা অন্যভাবে সমর্থন করা হয়েছে।"

ডক্টর চোপড়া সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "সোশ্যাল মিডিয়া শুধুমাত্র এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে মুসলিম-বিরোধী সহিংসতা এবং মুসলিম বিরোধী মনোভাব উস্কে দেওয়ার জন্য ফেসবুক, টুইটার এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।"

"ফেসবুক মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যায় তাদের ভূমিকা স্বীকার করেছে, তারা শ্রীলঙ্কায় মুসলিম বিরোধী সহিংসতায় তাদের ভূমিকা স্বীকার করেছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তারা হিন্দু অধিকারভুক্ত লোকদের নিয়োগ করেছে, এবং যখন সরকার পিছনে ঠেলে দিয়েছে, তারা একরকম লাইনে পড়ে গেছে। এটি টুইটারের সাথে একই... ভারতের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদী সরকারের চাপে আবারও ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ পুরোপুরি আপোষহীন। ফেসবুক ও টুইটার উভয়ের হাতেই রক্ত।"

আরেকজন বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন, "আরএসএস হল বিশ্বের প্রাচীনতম, বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ফ্যাসিবাদী আন্দোলন। আরএসএস আজ মূল, আপনি একটি ছায়া সরকার বলতে পারেন, অথবা আপনি বলতে পারেন যে এটি সরকার কারণ ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি আসলে আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা। এটি ১৯৮০ সালে আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং আরএসএস মূলত বিজেপির স্ট্রিংগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং টানে। তাই আরএসএস আজ মূলত ভারতের সরকার।"

উল্লেখ্য যে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (আরএসএস-এর ধর্মীয় শাখা), এবং বজরং দল (ভিএইচপি-এর যুব শাখা) সম্মিলিতভাবে মোট সম্ভবত ১৫ মিলিয়ন সন্ত্রাসী সদস্য আছে।

ভারতের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এটি এখন গণহত্যার অন্যতম, দাবি করেন বক্তারা। এখানে করেছেন ড. চোপড়া উল্লেক করেছেন, "গণহত্যায় প্ররোচনা দেওয়াও অপরাধ। 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে যখন এটি প্রমাণ করা যেতে পারে যে একটি রাষ্ট্র বা অ-রাষ্ট্রীয় নেতারা এ কাজে নিয়োজিত থাকে। তাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে সহিংসতা বা তাদের নির্মূল করার জন্য।"

ইতিপূর্বেও অনেক বিশ্লেষক ভারতের মুসলিম গণহত্যা বিষয়ে সতর্ক করেছেন। কিন্তু দুঃখ্যজনক হলেও সত্য হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করার জন্য তরবারি শান দিলেও মুসলিরা একেবারেই গাফেল। তাই উলামায়ে কেরাম অবচেতনতার ঘুম ভেংঙ্গে বর্মান বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার আহ্ববান জানিয়েছেন।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

----

1. The Erasure: California Panel Claims Indian Muslims Face Impending Genocide https://tinyurl.com/2s468uew

---

শত্রুসেনার গাড়িবহরে আল-কায়েদার হামলা: ১৬ বুরকিনিয়ান সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর পূর্বাঞ্চলে দেশটির সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এতে ১৬ গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেশের পূর্বাঞ্চলের নাটিয়াবিয়ানী বসতির কাছে গত ২০ মার্চ বরকতময় এই হামলার ঘটনা ঘটে। সূত্রটি জানায় যে, অঞ্চলটিতে টহলরত সেনাবাহিনীর একটি গাড়িবহর টার্গেট করে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরে পাশেই পজিশন নিয়ে থাকা সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালাতে থাকেন।

জানা যায় যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। এতে ক্রুসেডারদের গোলাম বুরকিনা ফাঁসোর সামরিক বাহিনীর ১৬ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে। এই হামলায় আরও বহু সংখ্যক সেনা সদস্য আহত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই অঞ্চলে হামলা বাড়িয়েছে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। বর্তমানে এই অঞ্চলে দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছেন। যারা বৃহত্তর পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে একটি ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠার জন্য বছর পর বছর বহুজাতিক দখলদার বাহিনী ও আঞ্চলিক গাদ্দার ও ক্রুসেডার সেনা বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে আসছেন।

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের হয়ে যুদ্ধরত একজন মার্কিন নাগরিককে ধরতে মরিয়া পেন্টাগন

সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের একজন সক্রিয় কমান্ডারকে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে উক্ত কমান্ডারের মাথার মূল্য নির্ধারণ করেছে **$৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি অনুযায়ী, আশ-শাবাবের উক্ত কমান্ডারের নাম 'জিহাদ সেরওয়ান মুস্তাফা'। যিনি একাধারে একজন মার্কিন নাগরিকও। কমান্ডার মুস্তাফাকে ধরতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে, তা মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের একজন বিদেশী যোদ্ধার মাথার মূল্য।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের টুইটার পোস্টে, কমান্ডার মোস্তফাকে "সোমালিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকায় পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে বরকতময় হামলা পরিচালনার জন্য দায়ী বলা হয়েছে। সেই সাথে তাকে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের একজন উর্ধতন নেতা" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

জানা যায় যে, কমান্ডার সেরওয়ান মোস্তফা- আহমেদ গুর, আবু আনোয়ার আল মুহাজির এবং আবু আবদুল্লাহ আল মুহাজির নামেও পরিচিত।

মার্কিন অ্যাটর্নি রবার্ট ক্রুয়ার এই বিষয়ে একটি বিবৃতিতে বলেছে, "আমরা বিবাদীকে বিদেশী "সন্ত্রাসী" সংগঠনের হয়ে লড়াই করার জন্য সর্বোচ্চ স্তরের মার্কিন নাগরিক বলে মনে করি।"

কমান্ডার সেরওয়ান মোস্তফার সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

কমান্ডার মুস্তাফার বাবা, যিনি ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন কুর্দি বংশোদ্ভূত। আর এভাবেই মুস্তফা হয়ে উঠেন একজন মার্কিন নাগরিক। মুস্তফা 'সান দিয়েগোতে' অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। জানা যায় যে, তিনি কিশোর বয়স থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামী নাগরিক সংগঠনের সাথে সক্রিয় ছিলেন।

কমান্ডার মুস্তফা ২০০৫ সালে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় যান। আর সেখানেই আল-কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন মুস্তফা। এরপর আল-কায়েদার অনুগত পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের সাথে যোগ দিতে তিনি সোমালিয়ায় হিজরত করেন।

কমান্ডার মুস্তফা ২০০৬ সাল থেকে আল-শাবাবের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেন বলে জানা যায়। বর্তমানে তিনি হারাকাতুশ শাবাবের বিদেশী যোদ্ধাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলির যোদ্ধারা প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে প্রতিরোধ বাহিনীর সমস্ত কলাকৌশল রপ্ত করছেন। একই সাথে কমান্ডার মুস্তফা আশ-শাবাবের মিডিয়া এবং সামরিক প্রশিক্ষকের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।

২০১৩ সালে প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোস্তফার মাথার জন্য **$৫ মিলিয়ন ডলার** পুরস্কার ঘোষণা করে। নতুন করে; সেটি আবারো ঘোষণা করল সন্ত্রাসী এই দেশটির পররাষ্ট্র দফতর।

সেখানে দাবি করা হয় যে, কমান্ডার সেরওয়ান মুস্তাফা এখনও প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন বলে জানা গেছে।

হিজাবের নীচে খারাপ মানুষ থাকে, নেকাব পরলে ভূতের মত লাগে:হিন্দুত্ববাদী অধ্যক্ষ সুনীল চন্দ্র দাস

ভারতে হিজাব বিতর্কের পরেই বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দুত্ববাদীদের দালাল হিন্দুরা মুসলিমদের বোরকা নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুরু করেছে।তারই ধারাবাহিকতায় এবার বোরকা নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র।

সে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাদেশ্বর ইউনিয়নের নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক। ২০২২ সালের এসএসসি শিক্ষার্থী হিজাব পড়ে যাওয়ায় কলেজের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র বোরকা ও হিজাব নিয়ে কটুক্তি করেছে।

১৫/০৩/২২ তারিখ দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা বোরকা এবং হিজাব পরে স্কুলে যাওয়ায় সুনিল স্যার ছাত্রীদের নির্দেশ দেয় তা খুলে ফেলতে।

বোরকা না খোলায় এক পর্যায়ে রেগে নিজের হাতে টেনে হিচড়ে বোরখা খোলতে শুরু করে। আর অশ্রাব্য গালাগালি করে বলতে থাকে বোরকা বা হিজাব পরলে ভুতের মত লাগে। নেকাবের নিচে খারাপ মানুষ থাকে।

এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিন্দার ঝড় বইছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত বিষয় উদঘাটন করে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বক্তব্য না পাওয়া গেলেও তার সহপাঠীরা এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা অধ্যক্ষের বিচার দাবি করছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিষ্ঠানের সাবেক এক শিক্ষার্থী বলেন, এ ঘটনাকে একটি প্রভাবশালী মহল ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ভিকটিম ছাত্রীর অভিভাবককে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘটনাটি গোপনে দফারফা করার চেষ্টা করছে। এমন হলে এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটবে কিন্তু এটির সুষ্ঠু তদন্ত বা প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে দোষীকে আইনের আওতায় আনলে এমন ঘটনা আর ঘটবে না।

এটা ভারেতের কোন ঘটনা নয় বাংলাদেশের ঘটনা। বর্তমানে চলমান ঘটনাগুলো থেকে বুঝা যায় হিন্দুত্ববাদীদের আস্ফালন এদেশেও কতটা বেড়েছে। তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে এবং এদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করে এখনি তাদের হিন্দুত্ববাদী বিষ দাত ভেঙ্গে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

১। হিজাবের নীচে খারাপ মানুষ থাকে, নেকাব পরলে ভূতের মত লাগে: অধ্যক্ষ – https://tinyurl.com/yh24n5k6

২। সহপাঠীর ভিডিও প্রতিবাদ: - https://fb.watch/bSJw5r-BWv/

২১শে মার্চ, ২০২২

হিন্দু 'সংখ্যালঘু' এস.আই ধর্ষণ করল মুসলিম ভ্যানচালককে : কে তবে সংখ্যালঘু?

ভারতীয় উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে লম্পট হিন্দুরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করছে, যার সঠিক সংখ্যা নিরুপন করাই ভার। মুসলিম নারীদের প্রতি তাদের কুদৃষ্টি নিক্ষেপের পাশাপাশি তারা মুসলিম পুরুষদেরকেও ধর্ষণ করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য।

তবে এতদিন শুধু কাশ্মীর কিংবা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা মুসলিম যুবক ধর্ষণের কথা শোনা গেলেও, এখন তারা ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশেও এই বিকৃত চর্চা শুরু করে দিয়েছে।

রংপুরের পীরগাছা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই)হিন্দু স্বপন কুমার রায় একাধিক মুসলিম ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ধর্ষণের করেছে। শুক্রবার (১৮ মার্চ) সকালে ওই এসআইয়ের ভাড়া বাড়ি থেকে আরও একজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

এর আগে বুধবার রাতে উপজেলার কলেজপাড়া সংলগ্ন ঐ হিন্দু এসআই'এর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পরে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এসআই স্বপন রায়ের বাড়ি নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায়। ২০ দিন আগে তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী ডেলিভারির জন্য গ্রামের বাড়িতে গেছে। এই সুযোগে পীরগাছার কলেজ রোডে স্বর্ণব্যবসায়ী রিপন রায়ের ভাড়া বাড়িতে ঐ স্বপন রায় বিভিন্ন বয়সী পুরুষদের হুমকি দিয়ে আনত এবং তাদের ধর্ষণ করত। এ ঘটনায় উপজেলাজুড়ে তোলপাড় চলছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ভ্যানচালকের স্ত্রী জানান, 'আমার সহজ-সরল স্বামীকে ভাড়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে তার সর্বনাশ করেছে পুলিশ স্বপন চন্দ্র। আমার স্বামী তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনোভাবেই সে ছাড় দেয় নাই। আমি এর উপযুক্ত বিচার চাই।'

ওই ভ্যানচালকের ছেলে জানান, 'পুলিশ আমার বৃদ্ধ বাবার ওপর যেভাবে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তা কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না। পুলিশ বলে সে যেন কোনোভাবেই পার না পায়। তাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি।'

তবে শুক্রবার দুপুরে ওই পুলিশ কর্মকর্তার প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরেস চন্দ্র। সে জানিয়েছে পীরগাছা সদর ইউনিয়নের শুকানপুকুর গ্রামের দুই ব্যক্তি মৌখিকভাবে উপপরিদর্শক (এসআই) স্বপন কুমারের বিরুদ্ধে তাদের ধর্ষণ করেছে বলে প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে একজন ভ্যানচালক। তার বয়স ৫০। তাকে অসুস্থ অবস্থায় ভ্যানে করে রাতেই থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। অন্যজন নৈশপ্রহরী। তার বয়স (৫৫)।

প্রিয় পাঠক খেয়াল করুন, কোন মিডিয়া কিন্তু ধর্ষণের শিকার ঐ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করছে না, কারণ সে মুসলিম।

আর এই ঘটনার মতো হিন্দুত্ববাদী উগ্র হিন্দুদের যেকোনো উদ্ধত আচরণকে শুধু ঢেকে রখা হয় আর প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সাধারণ হিন্দুরা নবীজি (সাঃ) কে নিয়ে কটূক্তি করলে আইডি হ্যাক হওয়ার গল্প শুনানো হয়। তারপর জনরোষ থেকে বাঁচাতে তাদেরকে পুলিশ হেফাজত কর নিয়ে যায়, যেন কয়েক দিন পরেই তারা জামিনে বের হয়ে যেতে পারে।

আর হিন্দু পুলিশের কুকর্ম ঢাকতে তাকে বড়জোর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়, এর বেশি কিছুইনা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পুলিশের বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ার হার আশংকাজনক। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে বিভিন্ন অপকর্মের।

কথিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনের খড়্গ চালানোর আগে পুলিশের ওপর চালানো প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। তারা বলেন, আগে পুলিশকে অপরাধমুক্তের চরিত্র অর্জন করতে হবে।

হিন্দুরা মুসলিম পুরুষকে ধর্ষণের মত অপরাধ করেও পাড় পেয়ে যাবে। আর আলেমরা নিজের বিবাহিত বউকে নিয়ে ঘুরতে গেলেও তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর হবে।

এটাই হিন্দুত্ববাদীদের এদেশীয় দালালদের নোংরা চরিত্র। হিন্দুদের বেলায় সাত খুন মাফ। আর মুসলিরা অপরাধ না করেও জেলে বন্দি। এথেকেই বুঝা যায় যে, এদেশে হিন্দুত্ববাদী ভারত ও তার দোসরদের প্রভাব কতোটা বেশি, আর সরকার ও প্রশাসন তাদের প্রতি কতটা নতজানু।

আর এখন তো পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, কোন সাধারণ হিন্দু বা কোন হিন্দু অফিসার কোন অপরাধ করলে যার কাছে বিচার চাইতে হবে, সেও দেখা যায় একজন হিন্দু। সরকার-প্রশাসন সর্বত্রই এদের দাপট আর প্রভাব।

আর এর পরেও কি না এই উগ্র হিন্দুদের মিডিয়া প্রচার করে 'অসহায় সংখ্যালঘু' হিসেবে। অথচ এই ৮% হিন্দুর ষড়যন্ত্র আর দাপটে এদেশের শতকরা ৯০% মুসলিমের নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছে।

তাহলে এখন এই প্রশ্ন করাই যায়, যে, এদেশে প্রকৃত সংখ্যালঘু আসলে কারা.?

এমন পরিস্থিতির তুলনা কেবল হিন্দুত্ববাদী দখলদারিত্বে পিষ্ট কাশ্মীরের অবস্থার সাথেই হতে পারে বলে মনে করেন চিন্তাশীল উলামায়ে কেরাম ও বিশ্লেষকগণ। এই ভূখণ্ডকে কাশ্মীর বানানোর সকল আয়োজন হিন্দুত্ববাদীরা ও তাদের এদেশীয় দোসরেরা মিলে সম্পন্ন করে ফেলেছে বলেও মনে করেন তাঁরা। মুসলিমদেরকে তাই বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ফিকির করতে বলেছেন হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম, নতুবা তাদের সামনে অপেক্ষা করছে এক রক্তলাল ভবিষ্যৎ।

লিখেছেন : **আব্দুল্লাহ বিন নজর**

তথ্যসূত্র:

১।https://tinyurl.com/56c4uk62
২। https://tinyurl.com/45jfvpe8

পাক-তালিবানের অসাধারণ অভিযানে ৯ এরও বেশি নাপাক সেনা নিহত

পাকিস্তানের পেশওয়ার এবং উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যার একটিতেই ৮ গাদ্দার সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, আজ ২০ মার্চ রবিবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে একটি বড় ধরণের সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদিন। যা অঞ্চলটির স্পিন ওয়াম সীমান্তে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনীর (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী জানান, মুজাহিদিনরা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন পাকিস্তানি গাদ্দার সৈন্যদের টার্গেট করে উক্ত অতর্কিত সফল অভিযানটি চলিয়েছেন। যাতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনী থেকে প্রচুর সংখ্যাক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

এর একদিন আগে (১৯/৩/২২) দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানেও একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেটি ওয়াজিরিস্তানের 'ওয়ানা' এলাকায় চালানো হয়েছে। যেখানে মুজাহিদদের গুলির আঘাতে ১ নাপাক সেনা গুরুতর আহত হয়।

একইদিন পেশোয়ারে গাদ্দার এফসি ফোর্সের উপরও হামলা চালান টিটিপির জানবায মুজাহিদিন। এই হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে টিটিপির মুখপাত্র জানান, মুজাহিদিনরা একটি রকেট লঞ্চার দিয়ে পেশোয়ারের হায়তাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের কাছে গাদ্দার ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালান। তিনি বলেন যে, হামলায় বেশ কিছু এফসি সদস্য নিহত ও আহত হওয়ার তথ্য রয়েছে, তবে তিনি হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানান নি।

মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে আরও যোগ করেন যে, মুজাহিদদের উক্ত রকেট লঞ্চার হামলার পর গাদ্দার এফসি ফোর্সের সদস্যরা সামরিক পোস্টটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মুজাহিদদের সাম্প্রতিক এই অভিযানগুলোকে গাদ্দার পাকি আর্মি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের শুরু বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকগণ, যা উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ফল বয়ে আনবে বলে মনে করেন তারা।

জাকুরা ও টেংপোরা গণহত্যা : ৩২ বছর পরেও ন্যায়বিচার পায়নি কাশ্মীরী ভুক্তভোগি মুসলিমরা

১৯৯০ সালের ১ মার্চ, ভারতীয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের জাকোরা এবং টেংপোরা বাইপাসে গণহত্যা চালায়, যাতে যথাক্রমে ২৬ এবং ২১ জন মুসলিমকে খুন করা হয়। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর গণহত্যার শিকার হওয়া কাশ্মীরী মুসলিম পরিবারগুলো এখনও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় দিন গুণছে। আর অপরাধীদের বিচারের দাবিতে তাদের বার বার আহ্বানকে উপেক্ষা করে চলেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

জাকোরাতে সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে কাশ্মীরের বিরোধের সমাধান চেয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা। এর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের জন্য কথিত জাতিসংঘের সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের অফিসের দিকে যাওয়ার সময় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী। একই ভাবে, ভারতীয় সেনাবাহিনী টেঙ্গোরা বাইপাসের কাছে দুটি বাসকে লক্ষ্যবস্তু করে পাঁচ মহিলাসহ ২১ নিরস্ত্র কাশ্মীরিকে হত্যা করেছে। ১৯৯০ সালে, আইআইওজেকে-তে চারটি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, যার বেশিরভাগই শ্রীনগরে কাশ্মীরি মুসলমানদের টার্গেট করে সংঘটিত হয়।

১৯৯০ সালের ২১শে জানুয়ারী প্রথম গণহত্যাটি গাওকাদাল সেতুতে ঘটে, যেখানে ৫০ জনেরও বেশি কাশ্মীরি মুসলিম বিক্ষোভকারীকে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯০ সালের ২৫ জানুয়ারী হান্দওয়ারায়, যেখানে কমপক্ষে নয়জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ১৯৯০-এর

২১ মে হাওয়াল হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যখন কাশ্মীরের মিরওয়াইজ, মৌলভি ফারুকের জানাজা মিছিলে আধা-সামরিক বাহিনী গুলি চালায়, ৪৫ জনেরও বেশি শোকাহত ব্যক্তিকে হত্যা করে।

এশিয়াওয়াচ এবং ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটসের একটি প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে, কাশ্মীরে ১৯৯০ সাল থেকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। প্রথমদিকের ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ছানাপোরা শ্রীনগরে গণধর্ষণ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৯০ সালের জানুয়ারির পর ভারতীয় সৈন্যরা প্রায়শই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। ভুক্তভোগীদের বেশির ভাগই কাশ্মীরি মুসলিম মহিলা।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল টেংপোরা এবং জাকুরা গণহত্যার বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপের জন্য একটি আবেদন করেছে; তবে কারও বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনও বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর ইস্যুটিকে কেবল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলার ইস্যু হিসেবে দেখছে। ২০১৬ সাল থেকে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নিরস্ত্র কাশ্মীরি যুবকদের বিরুদ্ধে পেলেট বন্দুক ব্যবহার করে। এ জঘন্য অস্ত্রকে টিকে "অ-মারাত্মক অস্ত্র" বলে অভিহিত করে হিন্দুত্ববাদী ভারত।

এই তথাকথিত অ-প্রাণঘাতী অস্ত্র ১০ হাজার ২৯৪ জনকে শুধু আহত করেনি বরং ১৪৭ জন যুবক তাদের বাকি জীবনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে প্রায় ২১৫ জন যুবক। হিন্দুত্ববাদী মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে অসহায় কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবুও মানবতার বুলি আউড়ানো বিশ্বসংস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিন্দুত্ববাদীদের উপর হস্তক্ষেপ করে নি। অন্যদের জন্য মানবতা উতলে উঠলেও মুসলিমদের উপর হামলা হলে তাদের মানবতা থমকে যায়।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা শুরু করল, তখন থেকেই বিশ্ববাসী ইউক্রেনের জনগণের বীরত্ব ও সহনশীলতাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করছে। বিশ্বের বেশির ভাগ রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিককে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বাধ্য করেছে। ইউক্রেনের ‘প্রতিরোধ যোদ্ধা’দের প্রতি তাঁরা সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্বসম্প্রদায়ের বড় একটা অংশের ভণ্ডামিও প্রকাশ পেয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে বিশ্বসম্প্রদায় মুসলিমদের প্রতি ভণ্ডামি করে আসছে। ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর মুসলিমরা বুঝতে পারলো তাদের উপর যেসব ভয়ানক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে, তা রুখে দেওয়ার মতো আন্তর্জাতিক আইন আছে। শুধু কাগজে-কলমের আইন নয়, সেটা কার্যকরও হয়। যখন কেউ অন্য কোনো দেশে আগ্রাসন চালায়, তখন অন্য দেশগুলোর কিছু করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা দুই-ই থাকে। আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে খুব দ্রুত নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকর করা যায়। তবে তা মুসলিমদের জন্য নয়। কারণ ইতিপূর্বেও কাশ্মীরসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে হামলা চালানো হয়েছে তখন এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিশ্ব মোড়লরা আজকে সবক দিচ্ছে, দখলদারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ‘সন্ত্রাসবাদ’ নয়, সেটা ন্যায়সংগত অধিকার।

তাহলে কি দোষ করেছে কাশ্মীরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের যুবকরা। যাদেরকে সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। কারণ একটাই তারা মুসলিম।

গত কয়েক দিন সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভরে উঠছে ইউক্রেনের জনগণের 'বীরত্ব ও প্রতিরোধ'-এর গল্পে। রাশিয়ার ট্যাংকবহরের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে কীভাবে সেনারা ব্রিজ উড়িয়ে দিচ্ছে, হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছে, তা-ই দিয়ে কীভাবে বেসামরিক নাগরিকেরা সশস্ত্র যানবাহনে হামলা চালাচ্ছে, সাধারণ মানুষ কীভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং পরিখা খুঁড়ছে—এসব বীরত্বপূর্ণ কাহিনি প্রচার করছে। পক্ষান্তরে ইউক্রেনের ব্যতিত মুসলিমগুলে যেমন কাশ্মীর কিংবা ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলে ট্যাগ করা হচ্ছে।

রাশিয়ার সৈন্যদের আক্রমণ করার জন্য ইউক্রেনের মানুষ যে মলোটোভ বোমা বানাচ্ছে, সেটাও খুব ইতিবাচকভাবে তুলে ধরছে সংবাদমাধ্যম। ইউক্রেনের মানুষ রাশিয়ার দখলদারির বিরুদ্ধে এটা করলে বলা হয় বীরত্ব। আর মুসলিমরা সেটা করলে হবে সন্ত্রাস। আর কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া এসকল গণহত্যাকে ভুলিয়ে দেওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন দ্রুততার সাথে করে ফেলে পশ্চিমা-জায়নিস্ট-হিন্দুত্ববাদী ঐক্যজোট।

বিশ্বব্যাপী ইসলামবিরোধী শত্রুদের- বিশেষ করে জায়নবাদী ইহুদী এবং হিন্দুত্ববাদীদের সামরিক আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলার এখনই উপযুক্ত সময়। এখন পশ্চিমের সব শক্তিশালী রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং এমনকি ইসরায়েলের শাসকেরা প্রকাশ্যে স্বীকার করছে, আগ্রাসন ও দখলদারি খারাপ। প্রতিরোধের অধিকার শুধু বৈধ নয়, সম্মানজনকও। তাদের প্রোপাগান্ডায় আর তাই নিপীড়িত মুসলিমদের ভুলে থাকলে চলবে না।

লিখেছেন: মাহমুদ উল্লাহ্

তথ্যসূত্র:

১। জাকুরা ও টেংপোরা গণহত্যা : ৩২ বছর পরেও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় কাশ্মীরের ভুক্তভোগি পরিবারগুলো
https://tinyurl.com/yc53zfzr

ইসলাম ও হিজাবের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার উগ্র হিন্দু শিক্ষকের

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের উদ্ধত আচরণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ৯২% মুসলিমের দেশে ইসলামি বিধি বিধানের উপর প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করছে ইসলামবিদ্বেষী ভারতীয় দালাল সরকার ও তাদের তাবেদার প্রশাসন। একদিকে আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) গালি দিচ্ছে, আহলে বাইত তথা নবী পরিবাবের পূত পবিত্র ব্যক্তিবর্গদের নিয়েও কটুক্তি করছে। আবার ইসলামের বিধি-বিধানের উপরেও নানান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ঘাপটি মেরে থাকা হিন্দুত্ববাদীদের দালালরা।

ভারতে হিজাব বিতর্কের পরেই বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দুত্ববাদীেদের দালাল হিন্দুরা মুসলিমদের বোরকা নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুরু করেছে।তারই ধারাবাহিকতায় এবার বোরকা নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র।

সে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাদেশ্বর ইউনিয়নের নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক।
২০২২ সালের এসএসসি শিক্ষার্থী হিজাব পড়ে যাওয়ায় কলেজের প্রধান শিক্ষক সুনীল চন্দ্র বোরকা ও হিজাব নিয়ে কটুক্তি করেছে।

১৫/০৩/২২ তারিখ দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা বোরকা এবং হিজাব পরে স্কুলে যাওয়ায় সুনিল স্যার ছাত্রীদের নির্দেশ দেয়। বোরকা না খোলায় এক পর্যায়ে রেগে নিজের হাতে টেনে হিচড়ে বোরখা খোলতে শুরু করে। আর অশ্রাব্য গালাগালি করে বলতে থাকে বোরকা বা হিজাব পরলে ভুতের মত লাগে। নেকাবের নিচে খারাপ মানুষ থাকে।

এটা ভারেতের কোন ঘটনা নয় বাংলাদেশের ঘটনা। বর্তমানে চলমান ঘটনাগুলো থেকে বুঝা যায় হিন্দুত্ববাদীদের আস্ফালন কত বেড়ে গেছে। তাই এখনি তাদের হিন্দুত্ববাদী বিষ দাত ভেঙ্গে দিতে মুসলিম জন সাধারণকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. https://tinyurl.com/56yta2sa

2. https://tinyurl.com/r7aujn58

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখে কর্ণাটক উৎসবে মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। সামাজিকভাবে বয়কট করে দূর্বল বানিয়ে দিচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখে, ভারতের কর্ণাটকের একটি ঐতিহাসিক উৎসবের আয়োজকরা মুসলিম দোকানদারদের ব্যবসা করতে নিষেধ করেছে।

শিবমোগায় কোটে মারিকাম্বা যাত্রার আয়োজক কমিটি ভারতীয় জনতা পার্টি, বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবিতে নতি স্বীকার করেছে যে, উৎসবের সময় কোনো মুসলমানকে তার ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। কমিটিটি এখন একটি হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীকে টেন্ডার বরাদ্দ করেছে। কোটে মারিকাম্বা উৎসব দুই বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে উৎসবে যোগদানকারী ভক্তদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মুসলিম

ব্যবসায়ীরা স্টল স্থাপনের চেষ্টা করলে, হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা একটি হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং স্টল স্থাপন থেকে বিরত রাখে।

১৯ মার্চ, কমিটি, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির সাথে একটি বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ হিসেবে দেখানো যেন উতৎসবটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। কমিটি এত বছর কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি।" হঠাৎ এ বছর মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম নিধনের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নও করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা এখনো নিজেদের মাঝে মতানৈক্য নিয়ে পড়ে আছে; আবার কেউ কেউ দিচ্ছে সরকারের আনুগত্য আর অসাম্প্রদায়িকতার সবক। তাই চিন্তাশীল উলামায়ে কেরাম মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াঁনোর আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

------

1. Under Pressure from Hindutva Groups, Karnataka Festival Bans Muslim Traders
https://tinyurl.com/ye24tusa
2. 'Police Complicit': Shivamogga Muslims Recount Carnage After Bajrang Dal Man's Murder
https://tinyurl.com/57k6599w

বানোয়াট তথ্যচিত্র 'কাশ্মীর ফাইলস' দেখে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নারীদের ধর্ষণ ও গণহত্যা চালানোর আহ্বান

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা বানোয়াট তথ্যচিত্র দিয়ে মুসলিম গণহত্যার আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রতক্ষ মদদে ইতিহাস বিকৃত করে বানানো হয়েছে কাশ্মীর ফাইলস নামে একটি ছবি।

"দ্য কাশ্মীর ফাইলস" বিকৃত ইতিহাসভিত্তিক অনুমান নির্ভর একটি সিনেমা। ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী সন্ত্রাসী আরএসএসের নিজস্ব লোক। অনুপম খের ও মিঠুনও বিজেপির ঘরের লোক। এই ছবি নিয়ে হিন্দুত্ববাদী মোদী বেজায় উৎসাহী। বিজেপি শাসিত বহু রাজ্যে ছবিটি শুল্কমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপকহারে প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানো হচ্ছে বিজেপি'র ইসলামবিদ্বেষী এজেন্ডা বাস্তবায়নে। এর উদ্দেশ্য একটা মুসলিম বিরোধী ন্যারেটিভ কাজে লাগানো।

এ সিনেমায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর অত্যাচারের গাল গল্প সাজানো হয়েছে। এবং যা হয়েছে তার কারণও তুলে ধরা হয়নি। এছাড়া কাশ্মীরি মুসলিম জনতার উপর হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী চেপে গেছে ছবির পরিচালক। শুধু দেখানো হয়েছে মুসলিমরা কাশ্মীরী পন্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য করেছে। এছাড়াও

এমন কিছু দৃশ্য রয়েছে যার মাধ্যমে হিন্দুদের সস্তা আবেগকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। হয়েছেও তাই। বেশ কয়েকটি সিনেমা হলে, সিনেমা চলাকালীন মুসলিম বিদ্বেষী হিংসাত্মক স্লোগান উঠেছে।

সিনেমাটি দেখার সময় হিন্দুত্ববাদীদের দেওয়া কিছু মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল এমন :

- মুসলিম মেয়েদের ধর্ষণ করার স্লোগান উঠেছে।

- মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের গর্ভ থেকে হিন্দু বাচ্চা পয়দা করার আওয়াজ তোলা হয়।

- মুসলিমদের গুলি করে হত্যা করার গর্জন শোনা যায়।

- মুসলিমদের থেকে সতর্ক থাকার জন্য হিন্দুদের সাবধান করা হয়।

- মুসলিমদের উপর নিধনযজ্ঞ চালানোর জন্য হিন্দুদের হাতে হাতে অস্ত্র তুলে দিতে রাষ্ট্রকে আবেদন জানানো হয়।
- শাহরুখ-আমীর-সালমান মুর্দাবাদ সহ তাদের সিনেমা বয়কটের ডাক দেওয়া হয়।

বিশেষজ্ঞ মহল বলছেন যে, হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় মদদে প্রোমোটেড সিনেমাটির আসল উদ্দেশ্য যে মুসলিম গণহত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি করা, তা উপলব্ধির জন্য রকেট সায়েন্স জানার প্রয়োজন নেই। এরা জানে সাধারণ মানুষ তেমন একটা লেখাপড়া করে না। ফলে বানোয়াট নিবন্ধ লিখে সেই প্রচারটা হবে না, যেটা একটা সিনেমাতে সম্ভব। তাই ট্যাঁরা এমনটি করেছে।

হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেই ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ নামক এই মুসলিম বিদ্বেষমূলক ছবিটির সাফল্য কামনা করেছে। মুভিটিতে যে ৬৫০ জন কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, এই পরিসংখ্যান কোথা থেকে এল- তার কোনও স্পষ্ট জবাব কেউই দিতে পারেনি। হিন্দু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দেখানো হয়েছে কাশ্মীরের আসল ভূমিপুত্র হিসেবে, আর কাশ্মীরি মুসলিমরা হচ্ছেন বহিরাগত - এই ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

কাশ্মীরে এখনও হাজার হাজার মুসলিম যুবক নিরুদ্দেশ রয়েছে। তাদের মা, বোন ও স্ত্রীরা জানতে চান, তাদের সন্তান বা স্বামী বেঁচে আছে না নিহত হয়েছে। হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন বা মানবাধিকার সংস্থাগুলি এই প্রশ্নে বার বার কাশ্মীর প্রশাসন ও ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছে, সঠিক জবাব তুলে ধরতে। কিন্তু সরকার এই বিষয়ে নিরুত্তর।

কাশ্মীরে যে এক লক্ষেরও বেশি তরুণকে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী খুন করেছে। তাদের পরিবারের জন্য কারও কোনও সহানুভূতি নেই। তাদের নিয়ে ছবি বানানো হলে নির্ঘাত দেশদ্রোহী মামলা দায়ের হবে। এমনিতেই কাশ্মীরি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইউপিপিএ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে মুভি বানালে তার ফলে যে কি হবে তা বুঝতে অসুবিধা হওয়া কথা নয়।

ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সিনেমাহলের ভিতরে এবং বাইরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অনেক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীরা গণহত্যা চালিয়েছে। কাশ্মীরেও কয়েক যুগ ধরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী হত্যাজ্ঞ চালিয়ে আসছে। হতাহত মুসলিমদের নিয়ে তো কেউ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সিনেমা বানায়নি। কারণ একটাই তারা মুসলিম। তাদের কথা মুখে আনাও মোদির দেশে অপরাধ।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

----

1. Genocidal slogans raised at Kashmir Files screening https://tinyurl.com/2p8m6es8

২০শে মার্চ, ২০২২

আফগানিস্তানে তেরঙা পতাকা, মিউজিক, বিদেশি সিরিয়াল ও পশ্চিমা পোশাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করল তালিবান সরকার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা বা আমিরুল মুমিনিন মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ্) এর অফিস থেকে নতুন একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে ,কালো, লাল ও সবুজ রঙের যেই তেরঙা পতাকাটি আছে, যা সাবেক কাবুলের পুতুল প্রশাসন ব্যবহার করত, তা আর ব্যবহার করা যাবে না। সরকারি অফিস আদলতে শুধু তাওহিদের সাদা পতাকাই ব্যবহার করা হবে।

গত বছরের ১৫ আগস্টে রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহন করে তালিবান সরকার। এরপর থেকে তালেবানরা পুরানো তেরঙা পতাকা ব্যবহারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। যদিও কিছু কিছু স্থানে পতাকা লাগানো নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তথাপিও তখন তালিবান সরকার কঠোর কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয় নি। তবে এবার তালিবান সরকারের সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ থেকেই এই বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আসলো। যদিও তালিবান প্রশাসন সরকারি সকল অফিসিয়াল অফিসেই পূর্ব থেকেই সাদা তাওহিদ পতাকা ব্যবহার করে আসছে।

এদিকে নতুন এই বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, জাতীয় বেতার ও টেলিভিশন কর্পোরেশনের সম্প্রচারে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের পরিবর্তে ইসলামি সঙ্গীত ব্যবহার করতে হবে। এই সাথে হাইবাতুল্লাহ আহুন্দজাদ (হাফিজাহুল্লাহ্) এর অফিস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, টেলিভিশন উপস্থাপকদের পশ্চিমা ধাঁচের পোশাকের পরিবর্তে জাতীয় পোশাকে পর্দার সাথে উপস্থিত হতে হবে।

এই মাসেই তালিবান সরকার দেশীয় টেলিভিশনগুলোকে এই নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশি কোনো সিরিয়াল এবং নাটকসহ এরূপ কোন কিছুই সম্প্রচার করতে পারবে না, যেগুলো অশ্লীলতার প্রচার করে। তালিবানদের এই নির্দেশ না মানায় কয়েকজন মিডিয়া পরিচালককেও কিছুদিন পূর্বে গ্রেফতার করেছে দেশটির গোয়েন্দা বিভাগ ।

গুজরাট ও কর্ণাটকে হিন্দুত্ববাদীদের বই ভগবত গীতা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা: পড়তে হবে মুসলিমদেরও!

গুজরাটে ভগবত গীতা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জিতু ভাঘানি। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষেই এই নীতি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে গুজরাট সরকার। গুজরাটে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলে পাঠ্যসূচিতে শ্রীমদভগবত গীতা চালু করার কথা ঘোষণা করার পর পরই কর্ণাটকও স্কুলের সিলেবাসে গীতা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। গুজরাটের মতোই কর্ণাটকেও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকার রয়েছে।

কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী বিসি নাগেশ বলেছে, শ্রীমদভগবত গীতা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হিসাবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হবে। শুধু হিন্দুদের জন্য নয়।হিন্দুত্বাদীদের এই ভগবদ্গীতা মুসলিমদের জন্যও আবশ্যক করা হবে বলে জানায় সে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছে শুধু শ্রীমদভগবত গীতা নয় যা কিছু শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে তা প্রবর্তন করা হবে, যেমন ভগবত গীতা, রামায়ণ বা মহাভারতের মত সব কিছু।
এদিকে, সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হিজাব সহ ধর্মীয় পোশাক পরতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কর্ণাটকের হাই কোর্ট। মুসলিম বিদ্বেষী এই রায়ের পরেই আবার পাঠ্যবইয়ে গীতা নিয়ে আসার বিষয়টি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
বিশ্লেষকগণ প্রশ্ন তুলেছেন, ভারত যদি কথিত বৃহত গণতন্ত্রের দেশেই হয় তাহলে মুসলিমদের হিজাবসহ বিভিন্ন বিধি বিধানে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কেন? আবার সিলেবাসে হিন্দুদের ধর্মীয় বই অন্তর্ভুক্ত করে তা মুসলিমদের পড়তে বাধ্য করা হবে কেন? এটা যদি হিন্দুদের ধর্মীয় বই না হয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ আল কোরআন হত তাহলে কি হিন্দুত্ববাদীরা তা মেনে নিত ?

তথ্যসূত্র:

1|Gujarat: English mandatory from Class 1, and Gita for Classes 6-12 https://tinyurl.com/yz3yjvep

সোমালিয়া | ক্রুসেডার আমিসোম (AMISOM) বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা: ১৮ সেনা নিহত

সোমালিয়ায় দখলদার আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন ইন সোমালিয়া বা AMISOM এর বাহিনীকে লক্ষ্য করে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। ২০ মার্চ চালানো এই হামলাগুলোর ফলে কমপক্ষে ১৬ ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুজাহিদগণ তাঁদের প্রথম হামলাটি চালান শাবেলি রাজ্যে। যেখানে ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন-এর বুরুন্ডিয়ান এর টহলরত সৈন্যরা মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়। পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া 'শাহাদাহ এজেন্সি' নিশ্চিত করেছে যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের উক্ত বরকতময় হামলায় ৬ বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে, এই হামলায় আহত হয়েছে আরও ২ সৈন্য।

একই তারিখে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাঁদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান দক্ষিণ সোমালিয়ার জিযু রাজ্যে। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় ক্রুসেডার কেনিয়ান সৈন্যরা ।

মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ এই হামলায় কেনিয়ার ১০ ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে, একই সাথে আরও অসংখ্য সৈন্য আহত হয়েছে। হামলায় নিহত সৈন্যদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা রয়েছে বলে জানা যায়।

বর্তমানে, সোমালিয়ায় আনুমানিক 'বিশ হাজার' দখলদার AMISOM বাহিনীর সৈন্য রয়েছে। ক্রুসেডার AMISOM বাহিনীর সমর্থন সত্ত্বেও, মোগাদিশু সরকারী বাহিনী শুধুমাত্র দেশের দক্ষিণ অংশেই সক্রিয় রয়েছে। যেখানে এই বাহিনী শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ও সীমাবদ্ধ এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। দেশের বাকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই রয়েছে হারাকাতুশ শাবাবের কর্তৃত্ব। যেখানে তাঁরা একটি অঘোষিত ইসলামি ইমারত পরিচালনা করছেন।

আশ-শাবাবের সফল হামলায় ১৭ সোমালি গাদ্দার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।
আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ১৭ মার্চ শুক্রবার সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। অভিযানের শুরুতেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা দেশটির সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একে একে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এরপর তাঁরা সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালাতে থাকেন। আর তাতেই পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারি বাহিনীর ১১ সেনা নিহত হয় এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

এই হামলার একদিন পর সোমালিয়ার বে ও আফজাউয়ী শহরে ২টি পৃথক অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যেগুলোতে এক অফিসারসহ ৬ গাদ্দার সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা যায়। একই সাথে সেনাদের কয়েকটি মোটরসাইকেলও পুড়িয়ে দেন আশ-শাবাবের মুজাহিদগণ।

আবারো ফেসবুকে মুহাম্মাদ (ﷺ) নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের কটুক্তি: প্রতিবাদ করায় মুসলিমদের উপর পুলিশের হামলা

কিছুদিন পর পরই হিন্দুত্ববাদী উগ্র সন্ত্রাসীরা আল্লাহর রাসূল ﷺ নিয়ে কটুক্তি করে মুসলিমদের কলিজায় আঘাত দেয়। পরে শোনায় দালাল প্রশাসনের মাধ্যমে সাজানো আইডি হ্যাকের গল্প। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে একটি পোস্ট দেয় নারায়ন সাহা। এই পোস্টকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শনিবার (১৯ মার্চ) দুপুরের দিকে রূপসা উপজেলার রাজাপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রতিবাদে বিক্ষোভ করলে পুলিশ নির্বিচারে মুসলিমদের উপর লাঠিচার্জ করে। একজন নিরপরাধ বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ মুসলিমকে পুলিশ পা দিয়ে চেপে মারধর করে।

এদিকে, হিন্দু যুবক 'নারায়ন সাহা'কে বাঁচাতে তাকে দালাল পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রূপসা উপজেলার রাজাপুর পোড়া মাঠ এলাকার বাসিন্দা নারায়ন সাহা তার ফেসবুক আইডি থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে একটি পোষ্ট করে। এ বিষয়টি প্রচার হলে শনিবার জোহরের নামাজের পর স্থানীয় রাজাপুর মসজিদের মুসল্লিরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এ খবর পেয়ে স্থানীয় আইচগাতি ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মুসল্লিদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে আলী হোসেন সরদার (৬৫) নামে এক বৃদ্ধসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। এতে মুসল্লিরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা স্থানীয় ভ্রাতৃ যুব সংঘ' নামক একটি ক্লাবের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।

স্থানীয় রাজাপুর শাহী জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতী জুনায়েদ আহমদসহ স্থানীয় কয়েকটি মসজিদের ইমাম ও ইমাম পরিষদের নেতারাও এ সময় প্রশাসনের কাছে দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দাবি করে জনতাকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেয়।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে রাজাপুর ২নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ অহিদুজ্জামান মিন্টু বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ঘটনা শোনার পর স্থানীয় মুসল্লিরা উত্তেজিত হন। বিষয়টি তারা পুলিশকে অবহিত করেন। তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন।

জেলা পুলিশ সুপার মাহবুব হাসান হিন্দু সাহার পক্ষ নিয়ে কোনো ধরণের তদন্ত না করেই বলে দিয়েছে, 'এই নারায়ন সাহা'র পক্ষে এ ধরণের পোষ্ট দেওয়া সম্ভব না'। এ ঘটনার আগেও অনেক হিন্দু এমন ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। কিন্তু প্রশাসন বারবার আইডি হ্যাকের গল্প শুনিয়েছে। শুধু তাই নয় হিন্দুত্ববাদীদের দালাল প্রশাসন

হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে তাওহিদী নবীপ্রেমী মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছে। ৯০% মুসলিমের দেশে নবীকে কটুক্তিকারীদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর অধিকার তাদের কে দিয়েছে- এমন প্রশ্ন অনেকের মনেই।

তথ্যসূত্র:

১। খুলনায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত https://tinyurl.com/yvj4dcmd

২। ভিডিও লিংক: https://tinyurl.com/2f4fafuy

১৯শে মার্চ, ২০২২

আশ-শাবাবের বোমা হামলায় সেক্যুলার তুরস্কের ৪ দখলদার আহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দখলদার বিদেশিদের বহনকারী একটি গাড়িতে বোমা হামলার ঘটনায় ৪ তুর্কি কর্মকর্তা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানা যায় যে, গত ১৭ মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হামলার শিকারে পরিণত হওয়া গাড়িটি তখন বিদেশি দখলদারদের বহন করছিল বলে জানা যায়। এতে ৪ দখলদার কর্মকর্তা আহত হয়। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে আহত দখলদার কর্মকর্তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে জানা যায় যে, রাজধানীর রাস্তার ধারে উক্ত বোমা বিস্ফোরণের শিকার গাড়িটিতে সেক্যুলার তুরস্কের কয়েকজন কর্মকর্তা অবস্থান করছিল। গাড়িটি যখন রাজধানীর হিডেন জেলা অতিক্রম করছিল তখনই উক্ত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখর পূর্ব আফ্রিকায় পশ্চিমাদের গোলাম ও গাদ্দার লোকগুলো ক্ষমতা দখলের জন্য দ্বন্দ্ব করে যাচ্ছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছে যে, এই হামলাটি দখলদার বিদেশীদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে ছিল। হামলাটি মুজাহিদগণ পরিকল্পনা অনুসারে চালিয়েছেন বলে জানা যায়।

আবারো জেএনআইএম'এর হামলার শিকার জাতিসংঘের ব্লু-হেলমেটধারী সেনারা: হতাহত ১০

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘের দখলদার ব্লু-হেলমেটধারী সেনাদের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এতে ৪ সেনা নিহত এবং আরও ৬ সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার, মালির কিদাল রাজ্যে টেসালিট শহরের কাছে একটি ইম্প্রোভাইজড ডিভাইসের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যেটি আল-কায়েদার সহযোগী শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন কর্তৃক চালানো হয়েছে বলা জানা গেছে। এতে দখলদার বাহিনীর ৪ ব্লু-হেলমেটধারি সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

অঞ্চলটিতে জাতিসংঘের 'মিনুসমার' প্রধান ব্লু-হেলমেটধারি সেনাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই হামলার নিন্দা জানিয়ে হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

এর আগে, অর্থাৎ গত ৭ মার্চ দেশটির মোপ্তি রাজ্যে ব্লু-হেলমেটধারি দখলদার বাহিনীর উপর আরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। জাতিসংঘ প্রাথমিকভাবে উক্ত হামলায় ২ মিসরীয় সেনা নিহত এবং অন্য ৪ সেনা আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে। আহতদেরকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সর্বশেষ গত ১৭ মার্চ জাতিসংঘ উক্ত হামলায় হতাহতদের বিষয়টি আপডেট করে জানিয়েছে যে, হামলায় আহত ৪ সেনার মধ্যে আরও ২ সেনা গতকাল চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেছে।

মনে রাখা উচিত যে, দখলদার জাতিসংঘ মিশনের ব্লু-হেলমেটধারি সেনারা এই অঞ্চলে নিয়মিত আল-কায়েদা বীর যোদ্ধাদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | শুধু মুসলিমরা চলাচল করায় বন্ধ করে দেয়া হলো শতবর্ষী পুরাতন সড়ক

গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের দাদরি জেলার নাই আবাদি এলাকায় একটি সড়ককে ইট-সিমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। সম্প্রতি সোশ্যাল মেদিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিও থেকে এই খবর জানা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্যমতে, নাই আবাদি এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বন্ধ করে দেয়া সড়কটি দিয়ে মুসলিমরাই বেশি চলাচল করেন। সড়কটি নাই আবাদি এলাকাকে সরাসরি দাদরি জেলায় মূল বাজার এবং রেলওয়ে রোডের সাথে সংযুক্ত করে। রোডটি থাকাতে মুসলিম পিতামাতা তাদের সন্তানদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারতেন, কেননা সড়কটিতে দূর্ঘটনা কম হতো।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সড়কটি এবার প্রথম বন্ধ করা হয়েছে - ব্যাপারটি এমন নয়। এর আগেও অনেকবার সড়কটিকে বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এবার সড়কটিকে বন্ধ করে দেবার সময় মুসলিমদেরকে তাদের বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

তিনি আরো জানান, সড়কটি অন্তত ১০০ বছর আগে প্রাক্তন সমাজবাদী পার্টির এমএলএ মাহিনদার সিং ভাটির নিজস্ব জমির উপর নির্মাণ করা হয়েছিল। তার ছেলে কংগ্রেস এর এমএলএ সামির ভাটিই সড়কটি বন্ধ করে দেবার পিছনে মূল হোতা বলে মনে করছেন এলাকাবাসী, যদিও সামির ভাটি নিউজ রিপোর্টারদের কাছে এই কথা অস্বীকার করেছে।

আরেক বাসিন্দা জানান, সড়কটিতে দেয়াল তুলে শাটার লাগানো হয়েছে। এটিকে দেখে এখন মনে হবে যেন এখানে কোনোদিন রাস্তাই ছিল না। দেয়ালের সামনে সারাক্ষণ পুলিশ পাহারা দেয় যাতে করে কেউ দেয়াল ভাঙতে না পারে।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, দেয়ালটি ইচ্ছাকৃতভাবে সড়কের ঠিক এমন জায়গায় বানানো হয়েছে যাতে এলাকার মসজিদ দেয়ালের অপর পার্শ্বে পড়ে। এতে করে মুসল্লীদের সালাত আদায় করতে অনেক দূর ঘুরে এসে মসজিদে প্রবেশ করতে হচ্ছে। একই ভাবে এলাকার একটিমাত্র ঔষধের দোকানও দেয়ালের কারণে এলাকা থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, দেয়াল তৈরি করার পর নাই আবাদি এলাকার সব হিন্দু খুশিতে মেতে উঠেছে। দেয়াল তৈরি উপলক্ষ্যে তারা মিষ্টি বিতরণ করেছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এমনকি তাদের অনেকে বলেছে, “অবশেষে রাস্তাটি থেকে 'আবর্জনা' অপসারিত হলো" - অর্থাৎ মুসলিমদের আবর্জনার সাথে তুলনা করছে ভারতের উগ্র হিন্দুরা।

১৮ই মার্চ, ২০২২

মাশরুফ সুলতান : কাশ্মীরি ছাত্রদের টার্গেট কিলিং মিশনের এক টুকরো বাস্তবতা

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে ছাত্ররা হচ্ছে ভারতীয় সেনাদের অন্যতম টার্গেট। কারণ তারা জানে যে, আজ হোক কিংবা কাল, এই মেধাবি ছাত্ররা একে একে সকলেই হিন্দুত্ববাদীদের পড়িয়ে দেওয়া কথিত 'অসাম্প্রদায়িকতার' ছেলে ভুলানো চশমা একেবারে খুলে ফেলবে। তখন তাঁরা বাস্তবতাকে একবারে নিরপেক্ষে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে; আর তখন তারা সকলেই হয়তো কাশ্মীরকে মুক্ত করতে দখলদার ভারতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করবে।

কাশ্মীরি ছাত্রদের টার্গেট কিলিং করার একটি ঘটনা ঘটেছিলো ২০ বছর বয়সী এক যুবকের সাথে। সেদিন দুপুরে সে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাক তখন তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের হাতে ছিলো মেশিন গান। ট্রাকটি তাঁর সামনে থামানো হয় এবং সেনারা তাঁকে তাদের দিকে তাকানোর নির্দেশ দেয়। ছেলেটি তাদের দিকে তাকাতেই তাঁর গলা বরাবর গুলি করে দেয় সেনারা। পরে তাঁকে সেখানে রেখেই চলে যায় তারা।

স্থানীয়রা তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানের একজন ডাক্তার ছেলেটির ব্যপারে বিবৃতি দেয় এমন যে 'বুলেটটি যুবকের শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী ভেদ করে অবশেষে তার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে'। সুদর্শন সেই কাশ্মীরি যুবকটি কথা বলতে অক্ষম ছিলো। ডাক্তারটি সেই একটি বুলেটের প্রভাব বর্ণনা করতে থাকে- " ছেলেটি খেতে পারে না, শ্বাস নিতে পারে না, এমনকি নড়াচড়াও করতে পারে না এবং সে এখন শুধুই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ।" ছেলেটির পরিণতির ব্যপারে সেই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর উত্তর ছিলো- "সে খুব দ্রুতই মারা যাবে"। দুর্ভাগ্যবশত, সেই নিষ্পাপ ছেলেটি তার কয়েক দিন পরেই মারা যায়।

উনিশ বছর বয়সী (তৎকালীন বয়স) মাশরুফ সুলতান তাঁর শরীরের ক্ষত দেখানোর জন্য নিজের শার্ট খুলে রাখে। তাঁর শরীরে ছিলো দশটি বুলেটের আঘাত এবং সেই সাথে বৈদ্যুতিক শকের ক্ষত। ডাক্তারি রিপোর্টে বলা হয় যে তাঁর ডান উরু, বাম উরু, উভয় হাত, ঘাড়, বুক ও মাথায় গুলির আঘাত লেগেছে। এরপরেও তিনি বেঁচে গেছেন। এবং সেটা অবশ্যই তাদের জন্য লজ্জাজনক- যারা এমনটি তাঁর সাথে করেছে।

তিনি ছিলেন ভীত। কারণ তিনি মনে করছিলেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা হয়তো তাদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে আবার আসবে। সুলতানের গল্প কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কৌশল সম্পর্কে অনেক কিছুরই ইঙ্গিত দেয়।

কিন্তু ভারতীয় সেনাদের অফিশিয়াল বিবৃতি ছিলো ভিন্ন। তাদের বিবৃতি ছিলো যে, সুলতান ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিই সুলতানের শরীরের ক্ষত চিহ্নগুলো দেখে বলতে পারবে যে, সেটি কোন ক্রসফায়ার ছিলো না। বরং সেটি ছিলো একটি অমানবিক নির্যাতন।

সুলতানের ভাষ্য ছিলো যে, তাঁকে বিএসএফের লোকেরা একটি গাছের সাথে বেঁধে তাঁর ওপর গুলি চালায়। তিনি বলেন, তাঁকে যখনই জীবিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিলো, তখনই তাঁর ওপর গুলি চালানো হচ্ছিলো এবং তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তারা এমন গুলি চালাতে থাকে। "আমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য একজন অফিসার আমার মুখে হাত রাখে। আমি নিঃশ্বাস ধরে রাখি। তখন আমি আধা সচেতন ছিলাম"- বলছিলেন সুলতান।

ডাক্তার বলছিলেন যে ইতোমধ্যেই তাঁর চারটি অপারেশন করা হয়েছে এবং আরও দুটি অপারেশন বাকী আছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয় যার কারণে তাঁর উরু ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তাঁর হাঁটুতে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। যার দরুন তিনি এখন হাঁটতে পারছেন না। তাঁর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেন যে তিনি 'সারাজীবনের জন্য পঙ্গু' হয়ে গিয়েছেন।

তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের একজন ছাত্র। কিন্তু সেনারা তাঁকে বাস থেকে নামানোর সময় 'জঙ্গি' ট্যাগ দেয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে আলাদা জায়গায় নিয়ে যায়। কারণ শ্রীনগর থেকে ফেরার সময় তাঁকে জঙ্গি সন্দেহ করা হয়। যদিও তাঁকে "বিড়ালরা" (কাশ্মীরে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হয়ে কাজ করে যারা তাদের ইংরেজীতে 'ক্যাট্স' নামে ডাকা হয়) জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করেনি। তাদেরকে 'বিড়াল' নামে অভিহিত করা হয় কারণ তাদের সারা শরীর ঢাকা থাকে এবং শুধু তাদের দুই চোখ দেখা যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং বর্তমানে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে কর্মরত মুফতি বাহাউদ্দিন ফারুকী বলেন যে- "এই বিড়ালদের হাতে জীবন এবং মৃত্যুর শক্তি আছে" (আস্তাগফিরুল্লাহ্)। তিনি আরও বলেন, "সে শুধুমাত্র তার আঙ্গুলের ইশারায় যাকে ইচ্ছা তাকেই গ্রেপ্তার কিংবা হত্যা করাতে পারে"। এই 'বিড়ালরা' সাধারণত হুমকি কিংবা নির্যাতনের কারণে এমন তথ্যদানকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। তবে এও সত্যি যে, তাদের কিছু কিছু টাকার জন্যেও কাজ করে।

সুলতানের জীবন বদলে যায় চিরতরে। বাস থেকে নামানোর কয়েক ঘন্টা পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলতান বলেন, “সেই কক্ষের উপরে একটি বড় দড়ি ঝুলানো ছিলো। একটি বড় রোলার ছিলো, যেটি সাধারণত মানুষের শরীরের ওপর চালানো হয়। এবং কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের কাছে মুসলিমদের নির্যাতনের জন্য এটি খুবই 'জনপ্রিয়' একটি জিনিস। আরো ছিলো একটি যন্ত্র- যা বৈদ্যুতিক শকের জন্য ব্যবহৃত হতো। সুলতান বলেন যে, খোলা তারগুলি তাঁর লিঙ্গ এবং দুই পায়ের বড় আঙ্গুলের সাথে সংযুক্ত ছিল, আর তাঁর উপর ক্রমাগত পানি নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো।

সুলতান বলেন- "আমাকে তিনবার শক দেওয়া হয়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার নাক-মুখ থেকে রক্ত বের হতে থাকে। তারা লাঠি দিয়ে আমার হাঁটুতে মারতে থাকে"। নির্যাতনের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক ব্যবহৃত একটি ভবনের বাইরে নিয়ে তাঁকে গুলি করা হয়।

সেই ৯০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত, কাশ্মীরের কোন যুবকই নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) হাত থেকে নিরাপদ নয়। যার কারণে তাদের অনেকেই কাশ্মীরের পাকিস্তান অংশে শরণার্থী শিবিরে বাস করে।

তাই, শিশু থেকে বৃদ্ধ- আজ কাশ্মীর ভ্যালীতে বসবাসকারী সকলেরই অভিপ্রায় "আজাদি", "একটি স্বাধীন কাশ্মীর"।

ক্রিস্টোফার থমাসের প্রবন্ধ থেকে

দ্যা টাইমস, লন্ডন, ১০ আগস্ট, ১৯৯৩

অনুবাদক : আবু উবায়দা

এবার আশ-শাবাবকে রুখতে মোগাদিশু সরকারকে সামরিক সহায়তা দিল চীন

কমিউনিস্ট চীনা সরকার মোগাদিশুর গাদ্দার সরকারকে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করার জন্য সামরিক সহায়তা প্রদান করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চীন মোগাদিশু প্রশাসনের কাছে সামরিক যান, অ্যাম্বুলেন্স, পানির ট্যাঙ্কার, মাইন ডিটেক্টর এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। এগুলো জাহাজে করে মোগাদিশু বন্দরে পাঠানো হয়েছে।

ইসলামের ও মুসলিমের শত্রু উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সহায়তা গ্রহণ করেছে গাদ্দার সোমালি সরকার।

তাছাড়াও, পূর্ব আফ্রিকায় চীনের বিশেষ দূত জুই বিং গত ১৭ মার্চ সোমালিয়া সফর করেছে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব আফ্রিকায় চীনের কার্যক্রম সম্প্রতি গতি পেয়েছে। মনে করা হয় যে, চীন পুরো হর্ন অফ আফ্রিকা জুড়ে তার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে চলেছে।

গত ২০২১ সালের জানুয়ারিতে সোমালিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করার পরে, সেক্যুলার তুরস্কও এই অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা শুরু করেছে।

অন্যদিকে, এই অঞ্চলে আশ-শাবাবের পুনরুত্থান এবং চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়ায় পুনরায় তাদের সেনা মোতায়েন করার কথা ভাবছে।

তবে উম্মাহর এই শত্রুদের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাকে পাশে সরিয়ে আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাঁদের দ্বীন কায়েমের মহান কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

বামিয়ান প্রদেশ থেকে ৬ মাসে তালিবান সরকারের রাজস্ব ১৬২ মিলিয়ন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার দেশটির বামিয়ান রাজ্যের কয়োটি বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লা খনি চালু করেছেন। এসবের মধ্যে শুধু "দোয়াব মিখোজারিন" কয়লা খনি থেকেই গত ছয় মাসে ৭৬ মিলিয়ন রাজস্ব আয় করেছে সরকার।

বামিয়ানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন যে, গত ছয় মাসে বামিয়ান প্রদেশের কাহমার্দ জেলার 'দুয়াব মিখাজরিন' কয়লা খনি থেকে ইমারাতে ইসলামিয়ার তালিবান সরকারের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন আফগানি যোগ করা হয়েছে।

বামিয়ান প্রদেশের গভর্নরের মুখপাত্র সবুর সিগানি বলেছেন, এই কয়লা খনিটি ছাড়াও গত ৬ মাসে জেলাটির আরও বেশ কয়েকটি খনি থেকে রাজস্ব এসেছে। সিগানির মতে, এই খনিগুলি থেকে উচ্চ-টন কয়লা খনন করা হচ্ছে। এরমাধ্যমে শুধু তালেবান সরকার রাজস্বই পাচ্ছে না, বরং শত শত লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে এখানে।

'সাবাহ নিউজ' সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তালিবান সরকার গত ছয় মাসে, শুধু বামিয়ান প্রদেশ থেকেই মোট ১৬২ মিলিয়ন আফগানি সংগ্রহ করেছে।

এছাড়াও মোস্টফিট দ্বারা ৬৬,৭০০ এর বেশি আফগানি এবং কৃষি বিভাগ থেকে ১৯,৪০০,০০০ আফগানি রাজস্ব সংগ্রহ করেছে সরকার।

উল্লেখ্য যে, বামিয়ানের কাহমর্দ জেলার 'দোয়াব মিখোজরিন' কয়লা খনিটি পূর্ববর্তী পুতুল সরকারের আমলে বহু বছর ধরে বন্ধ ছিল। কিন্তু তালিবান ক্ষমতায় আসার পর এই শীতে খনিটিতে আবারও খনন কাজ শুরু হয়েছে।

এভাবেই একে একে নতুন-পুরানো সকল আর্থিক প্রকল্পগুলো চালু করে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করে চলেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার প্রশাসন। বিশ্লেষকরা তাই আশা করছেন, বিশ্ববাসীর ধারণার অনেক আগেই হয়তো তাবিলান সরকার আফগানিস্তানকে আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক - সকল দিক থেকেই শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ্।

গণহত্যার প্রস্তুতি | অযোধ্যায় হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের কর্মীদের ৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির

ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। নতুন নতুন শাখা খুলে কর্মী সংগ্রহ করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলগুলো। মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতে দলগুলো নিজেদের কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজও বেগবান করেছে।

অযোধ্যায় ১২ মার্চ থেকে বজরং দলের ২৭৫ কর্মীদেরকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের উপর হামলা চালানো, আত্মরক্ষা এবং মার্শাল আর্টে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি শিবির চালু করেছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বজরং দল।

বজরং দলের কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের, এবং বিশেষ করে যুবকদের তাদের দলে ভিড়াতে ও আকৃষ্ট করতে এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এদিকে গুজরাটে বজরং দল গত ২০ বছরে সবচেয়ে বড় নিয়োগ অভিযান পরিচালনা করছে, যেখানে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী প্রায় ২,৬০০ জন পুরুষ গত ১৩/০৩/২২ রবিবার উগ্র হিন্দুদের এই সন্ত্রাসী সংগঠনটিতে যোগদান করে।

পরে সবরকাঁথার হিম্মতনগরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা "ত্রিশূলা দীক্ষা" নামে মুসলিম হত্যার প্রশিক্ষণ নেয়। সেখানে তারা ত্রিশূল আকৃতির ছুরি নিয়ে শপথ নেয় যে, ভারতকে "হিন্দু রাষ্ট্র বানানো এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য" লড়াই করবে।

বজরং দলের আহ্বায়ক সোহান সিং সোলাঙ্কি বলেছে, ক্যাডেটদের সব ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা ধূসর রঙের ট্র্যাক স্যুট পরবে এবং শার্টের পিছনে বজরং দলের লোগো থাকবে।

হিন্দুত্ববাদীরা প্রকাশ্যে মুসলিমদের হত্যার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নেওয়া তো দুরের কথা, হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে কথিত সমান অধিকারের দাবি তুলে প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করতে পারছে। মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ভুলে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bajrang Dal Starts 5-day Training Camp For 275 Volunteers In Ayodhya - https://tinyurl.com/mrmb629t

2. Bajrang Dal's biggest recruitment drive in Gujarat in 20 yrs brings 2,600 new recruits - https://tinyurl.com/3vrjtj2b

3. Plans to open one lakh shakhas by 2025: RSS - https://tinyurl.com/49v69wdu

4. Over 60,000 RSS Shakhas Running Across India at Present - https://tinyurl.com/5hf8dvyf

---

সোমালিল্যান্ডের প্রভাবশালী আলেমের আশ-শাবাবে যোগদান, চিন্তায় ইসলামের শত্রুরা

সোমালিয়ার উত্তরে স্বায়ত্তশাসিত সোমালিল্যান্ড অঞ্চলের অন্যতম প্রভাবশালী আলেম শেখ আদান সুনে আশ-শাবাবে যোগ দিয়েছেন।

সোমালিল্যান্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দেওয়া বিবৃতি অনুসারে জানা গেছে যে, শেখ আদান সুনে, যাকে বেশ কয়েকদিন ধরে "নিখোঁজ" হিসাবে দেখানো হয়েছিল, তিনি উত্তরাঞ্চল ছেড়ে সোমালিয়ার দক্ষিণে চলে গেছেন।

বলা হয়েছে যে, বর্তমানে তিনি আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত জিলিব অঞ্চলে বসবাস করছেন। শেখ আদান এখন জিলিব অঞ্চলের প্রখ্যাত আলেম শাইখ আবদুর রহমান ওয়াসিমের সাথে অবস্থান করেছেন। এখানে শেখ আদান তার পরিবারের সাথে বসতি স্থাপন করেছেন।

সরকারি রিপোর্টে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোমালিল্যান্ড থেকে শেখ আদানকে সরিয়ে দিয়ে, কারা তাকে আশ-শাবাবের সাথে মিলিত হতে সহায়তা করেছে, তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য একটি তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা যায় যে, আশ-শাবাবের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে শেখ আদান সোমালিল্যান্ড অঞ্চলের সবচাইতে প্রভাবশালী একজন আলেম ছিলেন। যার দ্বীনি মজলিশগুলোতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হতো। তিনি যুবকদের তাওহীদের উপর একত্রিত করতেন এবং ইসলামি শরিয়াহ্'র গুরুত্ব বুঝাতেন। ফলে যুবকদের বড় একটি অংশের মাঝেই তাঁর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তিনি যুবকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানেও উৎসাহিত করতেন।

আর একারণে তিনি যুবকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো অভিযোগের সম্মুখীন হন। এবং সরকার তাকে ২০১৯ সালে বন্দী করে। কিন্তু তাঁর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সমর্থনের ফলে তাকে বেশি দিন বন্দী করে রাখা যায়নি। ফলে ঐবছর সরকার শেখ আদানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

সম্প্রতি শেখ আদান হাফিজাহুল্লাহ্'র আশ-শাবাবে যোগদান সোমালিল্যান্ড ও সোমালি সরকার জন্য মরণ কামড় হয়ে দাড়িয়েছে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, শেখ আদান হাফিজাহুল্লাহ্'র আশ-শাবাবে যোগদান সোমালিল্যান্ড ও সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের প্রভাব আরও কয়েকগুণ বাড়াতে পারে। কেননা সোমালিল্যান্ডে তাঁর হাজার হাজার ছাত্র ও পুরো সোমালিয়া জুড়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দ।

এভাবেই আল্লাহ্র ইচ্ছায়, মুজাহিদদের কৌশলের কাচে পরাজিত হয় ইসলামের সত্রুরা, এমনটাই বলেছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

১৭ই মার্চ, ২০২২

মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নে ১লাখ শাখা খুলবে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস

ভারতে মুসলিমদের উপর গণহত্যার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। যদিও এখনো ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। হিন্দুত্ববাদীদের প্লান দেখে বিশ্লেষকগণ বলছেন, ২০২৫ সালের মাঝেই হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম গণহত্যার চুড়ান্ত রুপ প্রকাশ পাবে।

গত শুক্রবার গুজরাটের আহমেদাবাদের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার তিন দিনের বৈঠক হয়েছে।

সেখানে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং সরকারী দলীয় লোকসহ সারা দেশ থেকে প্রায় ১,২০০ জন প্রধান প্রধান নেতা বা পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে আরএসএস সারা ভারতে প্রায় ৬০ হাজারের অধিক শাখা চালায়। "যারা এই শাখাগুলোতে যোগদান করে তাদের ৬১ শতাংশই স্কুল বা কলেজ ছাত্র। এর মাধ্যমে বুঝা যায় আরএসএস সন্ত্রাসীরা যুবকদের টার্গেট করেই কাজ করছে। ফলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী যুবকদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। দেশের মোট ২,৩০৩ টি শহরের মধ্যে শতাংশে শাখা রয়েছে।

"দেশে ৫৯,০০০ মণ্ডল রয়েছে। প্রতিটি মন্ডল ১২ গ্রাম নিয়ে গঠিত। আগামী দুই বছরে, আরএসএস তার ভিত্তি প্রসারিত করার চেষ্টা করবে এবং সমস্ত মন্ডলে শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করব। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা একটি অর্জন করার পরিকল্পনা করছি।"

বিজ্ঞ বিশ্লেষকগণ বলছেন, তাদের অর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়ন করা।

শাখার মাধ্যমে আরএসএস-এ আসা ছাড়াও, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক উগ্র সংগঠনের ওয়েবসাইটে পরিচালিত "আরএসএসে যোগ দিন" প্রচারণার মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে আরএসএস-এ যোগ দিচ্ছে।

আরএসএস-এ আসা লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের হত্যা করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সকল বয়সের হিন্দুদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে প্রশিক্ষিত করে তুলছে তারা।

ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনী মুসলিদের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ১ লাখ শাখা পূর্ণ হলেই ব্যাপক আকারে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানো হবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Plans to open one lakh shakhas by 2025: RSS https://tinyurl.com/49v69wdu

2. Over 60,000 RSS Shakhas Running Across India at Present https://tinyurl.com/5hf8dvyf

---

ইসরাইল ছাড়ো, নয়তো সম্পর্ক: বিয়ে সংক্রান্ত মুসলিমবিদ্বেষী আইন নবায়ন

ইসরাইলি দখলদারদের কারণে নিজ দেশেই আজ পরাধীন ফিলিস্তিনের মুসলিমরা। ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ভূমি দখল করে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছে ইহুদী সন্ত্রাসীরা। আর সেখানেই কিনা বসবাসের অনুমতি নেই পশ্চিমতীর ও গাজার মুসলিম ফিলিস্তিনিদের।

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ইসরাইলি নাগরিকদেরকে বিয়ে করে এক সময় সেখানে থাকার সুবিধা ও নাগরিকত্ব পেতেন তারা। তবে ২০০৩ সালে বিতর্কিত আইনে তা আটকে দেয় ইসরাইল।

বিয়ে নিয়ে ইসরাইলের বর্ণবাদী আইন নবায়ন হয়েছে দেশটির কথিত পার্লামেন্টে। ওই আইনে পশ্চিমতীর বা গাজা থেকে বিয়ে করে ফিলিস্তিনিদের আনতে পারবে না আরব বংশোদ্ভূত মুসলিম নাগরিকরা। ২০০৩ সাল থেকে এ আইন বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। বিতর্কিত এ আইনের মূল বক্তব্য ইসরাইল ছাড়ো, নয় তো সম্পর্ক। উদ্দেশ্য, বিতাড়িত মুসলিমরা ফিলিস্তিনিরা যাতে নিজ ভূখণ্ডে ফিরতে না পারে।

আইনটি তখন অস্থায়ীভাবে পাস হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছর নবায়ন করা হচ্ছে এই আইন। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারও আইনটি নবায়ন হয়েছে। ১২০ সদস্যের ইসরাইলি পার্লামেন্টে পক্ষে ভোট ৪৫টি, বিপক্ষে ১৫, ভোট দেয়নি ৬০ আইনপ্রণেতা।

ইসরাইলের জনসংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ। ২০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত। তারা পশ্চিমতীর বা গাজার ফিলিস্তিনিদের বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীকে আনতে পারেন না। এখন তাদের ইসরাইল ছাড়তে হবে, নয়তো সম্পর্ক! সিরিয়া, লেবানন, জর্ডানের ক্ষেত্রেও তাই। তাদের শত্রু রাষ্ট্র ভাবে ইসরাইল। গাজা, পশ্চিমতীর থেকে কাউকে আনলে 'রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসবিরোধী' কথিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ইসরাইলি আইনজীবী খালেদ জাবারকা বলেন, এ ধরনের আইন সরকারের সঙ্গে পার্লামেন্টকেও বর্ণাবাদী বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহাল রাখার জন্যই এ আইন। আরবদের অস্তিত্বে আঘাতই এ আইনের লক্ষ্য।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে প্রাণ বাঁচাতে যারা পালিয়েছেন বা যাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, পশ্চিম তীর, গাজাসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া ওই ব্যক্তিরা যাতে ফিরতে না পারেন, বিয়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে না পারেন- সেই জন্যই এ আইন।

বিশ্বের কথিত মানবতাবাদীরা অমুসলিমদের জন্য কাজ করলেও, ফিলিস্তিনি মুসলিদের বেলায় তারা বেমালুম নীরব। হলুদ মিডিয়াগুলো এব্যাপারে মুখে কুলুপ লাগিয়ে রেখেছে। তাদের ভন্ডামী ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে বিশ্ববাসীর কাছে আবারো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনবাসীকে তাই নিজেদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। ফিলিস্তিনি বিয়ে নিয়ে ইসরাইলের বর্ণবাদী আইন নবায়ন https://tinyurl.com/yc2sc25b
২। ভিডিও লিংক: https://tinyurl.com/2p8pdyf4

বুরকিনা ফাঁসো | সামরিক বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলায় হতাহত ২১, বন্দী ৮

বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলে সামরিক বাহিনীকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে **১৩** সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত **১৩** মার্চ রবিবার বুর্কিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলে একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। এতে ক্রুসেডারদের সহায়তাকারী বুর্কিনা ফাঁসোর **১৩** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **৮** সেনা আহত হয়। সেই সাথে অপর **৮** সেনাকে বন্দী করে নিয়ে যান প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রটি এটিও রেকর্ড করেছে যে, মুজাহিদগণ তাদের বরকতময় উক্ত সফল অভিযানটি উত্তরাঞ্চলিয় তাপারকো শহরের একটি খনির কাছে পরিচালনা করছেন। যেখানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সশস্ত্র কনভয় টহল দিচ্ছিল। হামলায় আহত ৮ সেনাকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই অঞ্চলে প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা'এ মুজাহিদদের অভিযান বেড়েছে। আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনও এই অঞ্চলে বর্তমানে সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে। যারা আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটি শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

লরার পাশবিক গণধর্ষণ : কাশ্মীরি মুসলিম নারীদের অসহায়ত্বের আয়না

১৯৯০ সালের ৭ই অক্টোবর। লাদাখ সফর শেষে লরা জেন ল্যাম্বি শ্রীনগরে এসেছিলো নিজের তিন বান্ধবীর সাথে। তারা অবস্থান করছিলেন ডাল লেকের একটি তীরে রাখা হাউজবোটে। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে সামনে তার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে।

১৯৬৬ সালে জন্ম নেওয়া ২৪ বছর বয়সী মিস লরা জেন ল্যাম্বি ছিল একজন কানাডিয়ান। সে ছিল কৃষি বিজ্ঞানের একজন ছাত্রী। **১১**ই অক্টোবর শ্রীনগরের বুলেভার্ডে বেড়াতে আসে সে। কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে যায়। সেন্টুর হোটেলের কাছে তিনজন স্থানীয় কাশ্মীরি যুবকের সাথে কথা বলছিলো লরা। কাশ্মীরে কি ঘটছে না ঘটছে সেই সম্পর্কে যুবকদের জিজ্ঞাসা করছিলো সে। ঠিক তখনই একটি সাদা মারুতি গাড়ি আসে তার সামনে। সেই গাড়িতে আরোহন করছিলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এমএসজি) নিরাপত্তা কর্মীরা। অটোমেটিক রাইফেল (স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র) দ্বারা সজ্জিত ছিলো তারা এবং সেই সাথে তারা বহন করছিলো ওয়াকিটকিও। আরোহনকারীদের একজন লম্বা-পাতলা নিরাপত্তা কর্মী লরাকে স্থানীয় মুসলিম যুবকদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে। সেই সাথে লরাকে বলে- ***"এরা সবাই (মুসলিমরা) খুবই ভয়ানক সন্ত্রাসী। এরা (মুসলিমরা) নির্জন কোন স্থানে নিয়ে আপনার শ্লীলতাহানিও করতে পারে।"***

নিরাপত্তা কর্মীরা লরার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে লরা জানায় যে সে একজন 'কানাডিয়ান'। এ কথা শুনে নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে বলে "আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে" এবং এই বলে তারা লরাকে গাড়ীতে তুলে নেয়। কিন্তু থানায় যাবার বদলে তাকে তারা নিয়ে যায় ওবেরয় প্যালেস হোটেলে নামক একটি হোটেলে।

হোটেলের বার বন্ধ থাকায় তারা সেখানে নিজেদের বোতলে থাকা মদ খেতে থাকে। নিরাপত্তা কর্মীরা লরাকে মদ খাবার আমন্ত্রণ জানালে সে তা নাকচ করে দেয়। লরাকে তখন তার হাউজবোটে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয় তারা। আর সেই সাথে *'কাশ্মীরি জঙ্গিরা তাকে যে কোন জায়গায় হত্যা করতে পারে'* বলে ভয় দেখায় তারা।

তখন তারা লরার পার্সটি তারা ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাকে চশমা শাহির কাছের একটি বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন ছিলো ১২ই অক্টোবর রাত ১টা।

নিরাপত্তা কর্মীদের একজন লরাকে তার পোশাক খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু লরা সে নির্দেশ অমান্য করে। এরপর লরার পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং তাকে মাটিতে ফেলে গণধর্ষণ করা হয়। খোলা আকাশের নিচে অসহায় লরার আর্তনাদ শোনার মতো কেউ ছিলো না। তবে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরেই রাজভবনে অবস্থান করছিলো স্টেট গভর্নর গিরিশ সাক্সেনা, যে তখন ঘুমিয়ে ছিলো। যার কারণে নিরাপত্তা কর্মীরা লরাকে পাশের আরেকটি বাগানে নিয়ে যায়, যেখানে অসহায় লরার ওপর পাঁচজন নিরাপত্তা কর্মী নির্মম গণধর্ষণ চালাতে থাকে। অবশেষে লরা তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আধো-চেতন লরাকে এরপর রাস্তার একটি ধারে ফেলে দেওয়া হয়। ঠিক সেই জায়গা থেকে কিছুটা দূরে তাকে ফেলা হয়, যেখান থেকে আগের দিন সন্ধ্যায় তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিলো। স্থানীয়রা তাকে দেখার পর নেহেরু পার্কের একটি থানায় নিয়ে যায়। সেখানে 'রণবীর দণ্ডবিধির' ৩৬৬ ও ৩৭৬ ধারায় প্রথম তথ্য প্রতিবেদন নং ৯০/৪০ এর অধীনে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তারা লরাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য যেতে বললে তাকে শ্রীনগরের 'লাল ডেড মহিলা হাসপাতালে' নেওয়া হয়। একজন পুরুষ ডাক্তার লরার পরীক্ষা করতে আসলে লরা চেঁচিয়ে উঠে এবং বলে- "তোমরা সমস্ত ভারতীয় পুরুষরা হলে খচ্চর। আমাকে পরীক্ষা করার অনুমতি আমি তোমাকে দেবো না। এরপর দুইজন মহিলা ডাক্তার তার পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করার পর তার জরায়ুতে কিছু মৃত শুক্রাণু পাওয়া যায়। সেই সাথে তার উরুতে, বাহুতে এবং স্তনে আঁচড়ের দাগ ছিলো, যা এই কথা প্রমাণিত করে যে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের লরা জেন ল্যাম্বি সেই রাতের ঘটনার বিবরণ দেয় এবং বলে যে তাকে কতটা নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিলো। বিষয়টি এরপর রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আনা হয়। সেই সাথে নয়াদিল্লীতে অবস্থিত কানাডিয়ান হাই কমিশন দ্বারা বিষয়টি ভারতের তৎকালীন সরকারের কাছেও তুলে ধরা হয়। রাজ্য পুলিশ এরপর সেই নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। এরপর চৌষট্টি জন নিরাপত্তা রক্ষীর একটি ব্যাচ লরার সামনে প্যারেড করে এবং সেখান থেকে দুইজনকে লরা সনাক্ত করে যারা ঘটনার পর নিজেদের দাড়ি কেটে ফেলে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ লরাকে তাদের হেফাযতে রাখে এবং ১৩ই অক্টোবর তাকে রাজ্যের গভর্নরের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে তাকে আশ্বাস দেওয়া হয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার। কানাডিয়ান সরকারের চাপে পড়ে রাজ্য কর্তৃপক্ষ তখন এতটাই দ্রুততার সাথে অপরাধীদের পাকড়াও এবং শাস্তি দেওয়ার কাজটি সম্পাদন করে যে, এটি এখনও একটি রেকর্ড হয়ে আছে।

মূলত কানাডিয়ান নারী লরার গণধর্ষণের ঘটনাটি হয়ে উঠে কাশ্মীরের ধর্ষিতা মুসলিম নারীদের অসহায়ত্ব পরিমাপের একটি স্কেল। এই ঘটনা থেকে এটা প্রমাণ করে দেয় যে, দখলদার ভারতীয় নরপশুগুলো যদি একজন কানাডিয়ান নারীর সাথে এমন আচরণ করতে পারে নির্দ্বিধায়, তাহলে একজন মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে তারা কতোটা হিংস্র হতে পারে!

এখানেই পার্থক্য একজন বিদেশী নারীর এবং একজন কাশ্মীরি মুসলিম নারীর ধর্ষণের ঘটনায়। মুসলিম নারীদের ধর্ষণের ঘটনাকে অভিহিত করা হয় শুধুমাত্র একটি **'অভিযোগ'** হিসেবে।

সময়ের স্রোতে তাই অদেখা রয়ে যায় কাশ্মীরের অসহায় মুসলিম নারীদের সেই অশ্রুগুলি।

অনুবাদক : **আবু উবায়দা**

মূল সূত্র :

https://tinyurl.com/2zxvv5dm

১৬ই মার্চ, ২০২২

কাশ্মীর | প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অসম সব লড়াইয়ে ৩২৭ এরও বেশি ভারতীয় সেনা নাস্তানাবুদ

ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরে দখলদার হিন্দুত্ববাদী ভারতের হিংস্র চেহারা বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধরে অবলোকন করে আসছে। কিন্তু এর সমাধানের জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি কথিত বিশ্ব নেতারা। বিপরীতে তারা সর্বদাই নীরব ভূমিকা পালন করে গেছে। আর হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে নিজেদের সুসম্পর্ক মজবুত করেই গেছে।

ফলে কাশ্মীরি যুবকরা বুঝতে পারেছেন যে, তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য কোন অঞ্চলিক দেশ বা কথিত বিশ্ব নেতারা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না। তাই তাঁরা নিজেরাই হাতে অস্ত্র তুলে নিতে শুরু করেছেন। যুক্ত হচ্ছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা সহ আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনীগুলোতে। অবতীর্ণ হচ্ছেন দখলদার ভারতীয় বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে। যার মাধমে তাঁরা নিজেরাও শহীদ হচ্ছেন এবং অসংখ্য দখলদার ভারতীয় সেনাকেও হত্যা করছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় কাশ্মীরে বিগত ২ বছরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন সময় হওয়া লড়াইয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ১০৪ দখলদার সেনা নিহত এবং আরও ২২৩ বর্বর সেনা আহত হয়েছে।

গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এমনটিই উল্লেখ করেছে দেশটির উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যদিও উগ্র হিন্দু সেনা ও প্রশাসন নিহত হওয়ার প্রকৃত সংখ্যাটা আরও কয়েক গুণ বেশি বলেই মনে করা হয়।

দখলদার দেশটির মিনিস্টার অফ স্টেট 'নিত্যানন্দ রায়' এক বিজেপি সাংসদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে বলে, শুধু **২০২০ সালেই** সহিংসতায় কাশ্মীরে ৬২ জনের প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ১০৬ জন। নিত্যানন্দ রায়'এর দাবি অনুযায়ী উক্ত বছরেই কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর **৪২** দখলদার নিহত এবং আরও **১১৭** দখলদার আহত হয়েছে। এরপর গত ২০২১ সালে কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই অসম লড়াইয়ে নিহত ও আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন দখলদার ভারতীয় সেনা। যা ২০২০ সালে হতাহত সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। সরকারি হিসাব মতে, **২০২১ সালে** প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে লড়াইয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর **৬২** দখলদার সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে ঐবছর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় আহত হয় আরও **১০৬** দখলদার।

হতাহতের এই পরিসংখ্যান তো শুধু দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি দাবি মাত্র। যার দ্বারা তারা নিজেদের বিশাল ক্ষয়ক্ষতিকে আড়াল করতে চাচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মাঝে এই ধারণা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অসম লড়াইয়ে দখলদার বাহিনীর ঘোষিত পরিসংখ্যান থেকে হতাহতের সঠিক সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। কেননা সেখানে দখলদার ভারতীয় বাহিনীর মেজর, কর্নেল এমনকি ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার অফিসার নিহত হওয়ার সংবাদ দালাল মিডিয়াতেই প্রচার হয়েছে। তাই বাস্তব সংখ্যাটা যে ঢের বেশি, সেটা সহজেই অনুমেয়।

যাইহোক! কাশ্মীরে চলমান এই লড়াইয়ে একদিকে রয়েছেন অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের সামরিক সজ্জায় সজ্জিত, কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সদ্য প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়া দুঃসাহসী কাশ্মীরি যুবকরা। অন্যদিকে রয়েছে পারমাণবিক শক্তিধর ভারতের উন্নত ও সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুলিশ, সিআরপিএফ, আর্মি ও অন্যান্য ইউনিটের সেনারা। সামরিক খাতে এই বিশাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে এত বেশি প্রাণহানি ভারতের জন্য সত্যিই লজ্জাজনক।

বিস্লেশক্রা বলছেন, এই সেনা হতাহতের ঘটনা একদিকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য অঘোষিত বিজয়, কিংবাবলা যায় আসন্ন বিজয়ের হাতছানি। আর অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদারদের জন্য পরিতাপের বিষয় এবং পতনের ইঙ্গিত!

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

পাক-তালিবানের অসাধারণ হামলায় এক ডজনেরও বেশি পাকি সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও চিত্রালে সফল দু’টি হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যার একটিতেই **৫** গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ১৪ মার্চ সোমবার, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারারোগা সীমান্তে একটি মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যা উক্ত অঞ্চলের সারকাই এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানের গাদ্দার এফসি ফোর্সের একটি গাড়িতে সফলভাবে আঘাত করে। এতে **২** গাদ্দার এফসি সদস্য নিহত এবং আরও **৩** এফসি সদস্য আহত হয়।

এর একদিন পরে অর্থাৎ গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার দেশটির চিত্রাল জেলায় পরপর **দু'টি** বোমা বিস্ফোরণ ঘটান ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সূত্র মতে, হামলাটি ঐদিন সকালে চিত্রাল জেলার দারা শো এলাকায় চালানো হয়েছে। যেখানে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নকে টার্গেট করে প্রথমে একটি মাইন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ফলে পদাতিক ব্যাটালিয়নের বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য নিহত হয়।

পরে হামলায় নিহত সৈন্যদের বহন করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সামরিক বাহিনীর আরও একটি কাফেলা। প্রতিরোধ যোদ্ধারা নতুন এই সামরিক কাফেলাটিকেও নিজেদের টার্গেটে পরিণত করেন। ফলে মুহূর্তেই সেখানে আরও একবার মাইন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, এতে এবারও বেশ কিছু সেনা নিহত ও আহত হয়।

কিছু বেসামরিক সূত্র মতে হামলায় নিহত সেনা সংখ্যা **১৪** ছাড়িয়ে যাবে।

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে উভয় হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তবে চিত্রালে মুজাহিদদের হামলায় কত সেনা নিহত হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি তিনি।

তবে ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, টিটিপি মুজাহিদিন যে পাকিস্তান অঞ্চলকে ইসলামি শাসনের ছায়াতলে আনতে বদ্ধপরিকর, সাম্প্রতিক হামলার তীব্রতা ও ব্যপকতা বৃদ্ধির ঘটনা সেই প্রতিজ্ঞারই প্রমাণ বহন করে।

মধ্যপ্রদেশে মুসলিমদের ঐতিহাসিক স্থান ভাঙচুর, জাফরান রংয়ের প্রলেপ

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।। তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্য মুছে ফেলা। সেই লক্ষ্যেই তারা একরপর এক ইসলিামিক স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে।

১৩ই মার্চ, রবিবার ভোরে মধ্যপ্রদেশের নর্মদাপুরম শহরের কাছে একটি মুসলিম ঐতিহাসিক স্থাপনায় ভাংচুর করেছে এবং সেখানে জাফরান রং লাগিয়ে দিয়েছে। তারা সাধারণত হিন্দুদেরে স্থাপনা থেকে মুসলিদেরগুলো পৃথক করতেই এমনটা করে থাকে।

দিল্লির মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার সময়েও দেখা গেছে যে, হামলার আগে উগ্র হিন্দুরা মুসলিদের দোকানগুলোতে জাফরান রং লাগিয়ে দিয়েছিল। হামলার পরে দেখা গেছে দুইপাশে হিন্দুদের দোকান অক্ষত রয়েছে। আর মাঝখানের মুসলিম দোকানটিতে লটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে।

স্থাপনার তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল সাত্তার বলেছেন, যে রবিবার সকাল ৬ টায় স্থানীয়রা তাকে জানায় যে স্থাপনাটির মিনার, গম্বুজ, এবং প্রবেশপথে জাফরান রঙ করা হয়েছে। এর কাঠের দরজা ভেঙে ফেলেছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Muslim shrine vandalised, painted saffron in Madhya Pradesh https://tinyurl.com/5n96vxc4

সোমালিয়া | সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার অসাধারণ হামলায় ১০ এর বেশি সেনা নিহত, একটি সামরিক কনভয় জব্দ

সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে ১০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

শাহাদাহ এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৪ মার্চ মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ সোমালিয়ার যুবা রাজ্যে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন শাবাব মুজাহিদিন। যেটি রাজ্যটির কিসমায়ো শহরে অবস্থিত সোমালি সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়ে।

সূত্র মতে, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা সামরিক ঘাঁটিটি ঘিরে ভারী অস্ত্র দিয়ে তীব্র হামলা চালান। এতে বেশ কিছু সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত ও কয়েকটি তাবু পড়ে যায়। সেই সাথে ১০ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

একই সাথে এদিন রাজ্যটির তারেক জেলায় আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক কনভয় ঘিরে অতর্কিত হামলা চালান। এতে শত্রু বাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই সাথে মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের সম্পূর্ণ সামরিক কনভয়টি জব্দ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে অগণিত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম মৌজুদ ছিল; যার সবই এখন বীর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে।

হক্কানি উলামায়ে কেরাম তাই বলছেন, যেভাবে পূর্ব আফ্রিকার মুজাহিদগণ আল্লাহ্ তাআলা'র দ্বীনকে সাহায্য করে চলেছেন, রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্ তাআলাও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর নেক বান্দাদেরকে সাহায্য করে চলেছেন।

১৫ই মার্চ, ২০২২

তারা চায় আপনি ফিলিস্তিনকে ভুলে যান

গতবছর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পবিত্র হজ্জ পালন করার তৌফিক দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। হজ্জ শেষে আমরা জর্ডান গিয়েছিলাম। ফিলিস্তিন যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা জর্ডান যাই। সেখান থেকে বাসে করে আমরা সামনে যেতে শুরু করি। আপনি সিমান্তের কাছাকাছি গেলেই ইসরাইলের পতাকা দেখতে পাবেন, অনেক উঁচুতে উড়ছে।

এটা দেখেই আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাবে। যখন আপনি সেই জায়গায় প্রবেশ করবেন তখন, এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পাবেন। কিছুটা ভয়, কিছুটা ক্ষোভ, এবং কিছুটা হতাশা।

বর্ডার অতিক্রম করার সময়, যেহেতু আমি অস্ট্রেলিয়ান, আমার অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট লাগবে। ওয়াল্লাহি, যখন আপনি প্রথমবারের মতো ইসরাইলিদের দেখবেন হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে, মনে হবে শরীরে যেন বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

তাদের কাছে গেলে তারা আপনাকে স্বাগত জানাবে না। নিজেকে একজন নির্বাসিত ব্যক্তি ভাবতে আপনাকে বাধ্য করবে। বর্ডারে পৌঁছালে তারা আপনাকে বাস থেকে নামিয়ে দিবে এবং ভেতরে গিয়ে এক জায়গায় আপনাকে বসে থাকতে হবে ১ঘন্টা, ২ঘন্টা, ৩ঘন্টা, ৪ঘন্টা, ৫ঘন্টা, ৬ঘন্টা, ৭ঘন্টা,.... এমনকি ৯ ঘন্টা। এত সময় পরেও আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। আপনি ফিলিস্তিনের বেড়াতে যাওয়া অস্ট্রলিয়ান নাগরিক। অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে বসিয়ে রাখা হব।

সেখানে থাকার সময় আপনি দেখবেন একজন ফিলিস্তিনি নাগরিক বয়স্ক লোক, যাকে আমরা চাচা বা হাজী সাহেব বলে সম্বোধন করি। ৭০-৭৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ মানুষ। ১৮-১৯ বছরের ইসরাইলি নারী বৃদ্ধ লোকটির সাথে কথা বলছে। এমনভাবে অর্ডার দিচ্ছে, যেন মনে হয় বৃদ্ধ লোকটি কোন জন্তু জানোয়ার, মানুষই নয়। তার কোন মূল্যই নেই। সেই নারী কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে বৃদ্ধ ফিলিস্তিনি লোকটিকে অর্ডার দিচ্ছে। তখন আপনি কষ্টটা অনুভব করতে পারবেন। আর সেখানে বসে দাঁতে দাঁত চেপে আপনাকে এগুলো সহ্য করতে হবে।

এই লোকটি ফিলিস্তানের অধিবাসী। এই ফিলিস্তিনি বৃদ্ধটির সেখানে সম্মান পাওয়ার কথা। সেখানে ১৮ বছরের এক মেয়ে তাকে অর্ডার দিচ্ছে।

যাহোক, সেখানে বসে থাকার পর অবশেষে আপনাকে ডাকা হবে। এরপর একজন তরুনী আসবে সেখানে নারীদের উপস্থিতি কাকতালীয় বিষয় নয়। সেই তরুণী সেনা আপনাকে ডাকলে তাকে অনুসরণ করে অন্য রুমে গিয়ে বসে থাকতে হবে। সে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? কেন ফিলিস্তিনে এসেছ? দুঃখিত তারা এটিকে ইসরাইল বলে। তোমার এখানে কী কাজ? হজ্জ শেষে বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে কেন? প্রশ্ন করতেই থাকবে আধাঘন্টা। প্রশ্ন করে চলে যাবে। ২-৩ ঘণ্টা বসে থাকার পর ফিরে এসে আবার একই প্রশ্ন করবে।

এরপর আপনাকে আরেক জায়গায় পাঠাবে। আরো ১২ ঘন্টা বসে থাকার পর অন্য একজন এসে আপনাকে একই প্রশ্ন করবে। এভাবে চলতেই থাকবে। একসময় ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার আর ইচ্ছা থাকবেনা। তখন তারা আপনাকে ফিলিস্তিনি প্রবেশের অনুমতি দিবে।

আপনি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করলেই ইসরাইলের শোষণ টের পাবেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মাইলের পর মাইল কংক্রিটের দেয়াল দেখতে পাবেন। এই উঁচু উঁচু দেয়ালগুলো ফিলিস্তিনিদের আলাদা করেছে। শহরের ভেতরে দেয়ালগুলো এমনভাবে গ্রাফিটি অঙ্কন করা যাতে আপনার সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয়। এরপর যখন আপনি মসজিদে আকসার প্রবেশ করতে যাবেন, দেখবেন ইসরাইলি সেনারা এর চারদিক ঘিরে রেখেছে। তাদের কাছে আপনার পাসপোর্ট আইডি সব দেখাতে হবে। ইসরাইলি সেনার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছেন। তাকে বলতে হবে কেন আমি আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতে চাই। যাহোক, এসবকিছুর পর আপনি মসজিদে প্রবেশ করবেন।

ভেতরে গিয়ে মনে হবে মসজিদের দেয়ালগুলো যেন কাঁদছে। সেখানে কোনো যুবক নেই, কারণ সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে আপনি গ্লাসের তৈরি একটি স্ট্যান্ড দেখতে পাবেন। যার ওপর বোমা, গোলাবারুদ ইত্যাদি রাখা আছে। যেগুলো বিভিন্ন সময়ে এই মসজিদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এগুলোর গায়ে লিখা *'Made in USA'* (আমেরিকার তৈরি)।

যাইহোক, এশার নামাজ শেষে হয়তো ভাববেন যে, আরও কিছু সময় আল্লাহর ইবাদত করি। কিন্তু এটি অসম্ভব। কারণ তারা মসজিদে তালা লাগিয়ে দেবে রাত ০৯:৩০ এর মধ্যেই। সবাইকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইসরাইলিরা সবশেষে মসজিদ পরিদর্শন করবে। তারা কী মসজিদকে সম্মান করে খালি পায়ে প্রবেশ করবে। না, মোটেই নয়। আর সবকিছু আপনার চোখের সামনে ঘটলেও আপনি কিছুই বলতে পারবেন না।

ফিলিস্তিনিদের কাউকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন মুসলিমরা কোথায়? এখানে এত কম সংখ্যক মুসলিম কেন? সে বলবে, মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসতে হলে আমাকে পাঁচবার আইডি ও পাসপোর্ট দেখাতে হয়। একজন স্থানীয় লোককে প্রতিবার মসজিদে প্রবেশের পূর্বে আইডি ও পাসপোর্ট পাঁচবার করে প্রদর্শন করতে হয়। আর যদি সে পাসপোর্ট আনতে ভুলে যায়। তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। আর তার ক্ষতি হতে পারে।

মনে করুন, অস্ট্রেলিয়াতে একটি শহর থেকে অস্ট্রেলিয়ার অন্য একটি এলাকায় ৭ কিলোমিটার যেতে আপনাকে দুইবার থামতে হয়। স্থানীয়দের কথা বলছি। নিজের দেশে ৭ কিলোমিটার যেতে দুইবার গাড়ি থেকে নেমে দুইবার আইডি কার্ড দেখাতে হয়। গাড়ি থেকে নামতে হয় এরপর গাড়িটি সার্চ করা হয়। প্রতিনিয়ত চলতে থাকে আর কাউকে যদি দিনে দুই থেকে চার বার সেই পথে চলতে হয় তখন! অথচ প্রতিবারই একই লোক সার্চ করছে, কিছুক্ষন পূর্বে তাদের দেখা হয়েছে; এরপর লোকটিকে তার স্ত্রী সন্তানসহ গাড়ি থেকে নামতে হচ্ছে, এবং তাদেরকে সার্চ করা হচ্ছে- তখন কেমন লাগবে? মারাত্মক বাজে ব্যাপার!

তো আমরা হাইওয়ে দিয়ে চলতে চলতে ফিলিস্তিনের পবিত্রভূমি দেখছিলাম। হঠাৎ এমন অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, যেগুলো সেই পরিবেশে একদমই থাকার কথা নয়। দেখলাম মাঝে মাঝে জমিতে কন্টেইনার পড়ে আছে।

জানেন সেগুলো কেন রয়েছে?

ফিলিস্তিনির জমিতে কোন এক ইসরাইলি কন্টেইনার রেখে দিয়েছে। সে আর কিছু করে না। শুধু বসে থাকে, কয়েক মাস বা বছর খানিক পর একসময় আপনি এটি দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। যখন ফিলিস্তিনিরা আর কোনো প্রশ্ন করবেনা তখনই ইসরাইলিরস সেখানে বাড়ি নির্মাণ করে। সে জমির মালিক হয়ে গেল। সর্বত্র এই ছোট ছোট কন্টেইনার দেখতে পাবেন।

আপনাদের সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আরও। যখন আমরা মসজিদ আল খলিলে প্রবেশ করি, সেখানে ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লাম কে কবরস্থ করা হয়ছে।

আমি একটু বাড়িয়ে বলছিনা। ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পারেন মসজিদ আল খলিল এক সময় মুসলিমদের অধিকারে ছিল। ১৯৯৪ সালে মুসলিমরা ফজর নামাজ পড়ছিল। এক ইহুদি ডাক্তার সেখানে গিয়ে সেজদারত মুসলিমদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ৩০ জনকে হত্যা ও ১৫০ জনকে আহত করে।

এরপর কী হয়েছে জানেন? আমি বলছি। ইসরাইল মসজিদটি বন্ধ করে দিয়ে তদন্ত শুরু করে। জানেন সেই তদন্ত শেষে তারা কী করেছিল? তারা মসজিদের অর্ধেক দখল করে ইহুদি উপাসনালয় বানায়। আর সেই অমানুষ (মুসলিমদের হত্যাকারী ইহুদি ডাক্তার) তাকে কি বলল জানিনা। তার কবরটি মন্দিরে পরিণত হয়। কট্টর ইহুদিরা সেখানে গিয়ে তার কবরের কাছে প্রার্থনা করে। তাকে হিরো মনে করে।

ওয়াল্লাহি, আপনি ফিলিস্তিনে গিয়ে বুঝতে পারবেন যে টিভিতে যা দেখেন তা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর কসম সেখানে অত্যাচার একজন মুসলিমের চোখ দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন। তাদের চোখ দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, তারা অন্য মুসলিম ভাইদের আশা করে আছে।

আমারও অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে সেখানে। যেগুলো আপনাদের শেয়ার করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো ইহুদিরা চায়, আপনি ফিলিস্তিনকে ভুলে যান। তারা আপনাকে চায় না, আপনার টাকা চায় না, ট্যুরিজম চায় না, কিছুই চায় না। তারা শুধু চায়- আপনি এবং ফিলিস্তিন যেন ধ্বংস হয়ে যায়।

যখন সে জায়গার নাম মুসলিমদের হৃদয় থেকে মুছে যাবে, তখন তারা সার্থক। কখনো কী নিজেকে প্রশ্ন করেছেন? কেন আমরা ফিলিস্তিন সম্পর্কে এত কম জানি?

আল কুদুস মসজিদের ইমামের একটি অনুরোধ আপনাদের কাছে পেশ করে বক্তব্য শেষ করছি। তিনি আমাকে বলেন, দয়া করে ফিরে যান। আর মুসলিম যুবকদের বলুন, তারা যেন এখানে আসে। তাহলে তারা বুঝতে পারবে এখনে যা ঘটছে তা পুরোপুরি বাস্তব।

ইংরেজি খুৎবা থেকে অনূদিত - শাইখ মুহাম্মাদ হুবলস, অস্ট্রেলিয়ান দাঈ

অনুবাদক : **ইউসুফ আল-হাসান**

কেনিয়া | সামরিক কনভয়ে আশ-শাবাবের জোরদার বোমা বিস্ফোরণে নিহত ১১ শত্রুসেনা

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলিয় দেশ কেনিয়ার ওয়াজির রাজ্যে একটি সফল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এতে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত ঐ খ্রিস্টান দেশটির অন্তত ১৯ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আল-কায়েদার সহযোগী সংবাদ মিডিয়া শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা যায়, আজ ১৫ মার্চ বুধবার দুপুর নাগাদ কেনিয়ায় ঐ জোরদার বোমা বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উক্ত বোমা বিস্ফোরণে কেনিয়ার অন্তত ১১ সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৮ এরও বেশি কুফ্ফার সৈন্য।

সূত্রমতে, হামলাটি ওয়াজির রাজ্যের জারলি শহরে চালানো হয়েছে। যার টার্গেটে পরিণত হয়েছিল দেশটির ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয়। হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা খুবই বিচক্ষণতার সাথে কনভয়টির সামরিক সরঞ্জাম বোঝাই যানটিকে টার্গেট করেন। ফলে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এবং সেখানে থাকা ক্রুসেডার সৈন্যরা হতাহতের শিকার হয়।

আশ শাবাব কর্তৃক অতর্কিত হামলায় এক চীনা প্রকৌশলী সহ ৬ সোমালি প্রকৌশলী নিহত হওয়ার মাত্র তিন দিন পরেই এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

নানা ছলনার পর ভারতের আদালতে হিজাব ও ইসলামের বিরুদ্ধে রায়

ভারতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে কর্নাটক রাজ্যে হাইস্কুল ও কলেজে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে ক্লাসে আসা নিষিদ্ধ করে। আর এ নিয়ে গেরুয়া স্কার্ফধারী হিন্দুত্ববাদীদের সাথে সংঘাতকে কেন্দ্র করে হঠাৎ সারা ভারত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো। কর্নাটক রাজ্যের সেই বিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে

পড়েছিলো। তখন হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জাগরণের ভয়ে আদালদের মাধ্যমে একটি সাময়িক আদেশ জারি করে যে, পুরোপুরি রায় প্রকাশের আগে মুসলিম নারীরা হিজাব ব্যবহার করতে পারবে না। এ সময়ের মাঝে অনেক মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পড়ে পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে দেয়নি হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।

অতীত থেকে শিক্ষা না নেওয়া অনেক মুসলিমও আশায় ছিল, আদালত হয়তো হিজাবের পক্ষে রায় দিবে। মুসলিমদের হয়রানি করার কারণে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের শাস্তির আওতায় আনবে!

কিন্তু না! হিন্দুত্ববাদী আদালত বরাবরের মতই ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী রায় দিয়েছে। যেমনটা দিয়েছিল বাবরি মসজিদ মামলায়, গুরগাওয়ে মুসলিমদের খোলা জায়গায় নামায আদায় করার মামলায়।

ভারতের কর্নাটক রাজ্যের উচ্চ আদালত ক্লাসে হিজাব পরা নিষিদ্ধের পক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে ওই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দায়ের করা পাঁচটি পিটিশন খারিজ হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার দেওয়া রায়ে রাজ্যটির উচ্চ আদালত মূর্খতা ও ইসলাম বিদ্বেষের পরিচয় দিয়ে বলেছে, "হিজাব পরা বাধ্যতামূলক কোনো ধর্মীয় অনুশীলন না।"

অথচ, পর্দা নারীদের জন্য আবশ্যকীয় ফরজ বিধান। হিজাবের বিরুদ্ধে রায় দেয়ার এখতিয়ার কারো নেই। হিজাব মুসলিম নারীদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার।

হিন্দুত্ববাদী আদালত মুসলিম বিরুধী এমন রায় দেওয়ার আগেই কর্নাটক সরকার এক সপ্তাহের জন্য রাজ্যের রাজধানী বেঙ্গালুরু শহরে বড় জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। রাজ্যের স্কুল, কলেজও বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ। যেন মুসলিমরা কোন প্রতিবাদ করতে না পারে। জারি করা হয়েছে ১৪৪ধারা।

ওই নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে যে শিক্ষার্থীরা আদালতে গিয়েছিল তারা বলেছেন, হিজাব ইসলাম ধর্মের আবশ্যকীয় অনুশীলন এবং ভারতের সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকার। কিন্তু শুধু মুসলিম হওয়ায় ধর্মের আবশ্যকীয় বিধান এবং ভারতের কথিত সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী আদালত।

বিশ্বব্যাপী যখন ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকছে, পর্দা ও হিজাবে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। সে মুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিজাবের বিরুদ্ধে অবস্থান মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামিক বিশ্লেষকগণ। তাই মুসলিমদের কথিত গণতান্ত্রিক ধোঁকা বুঝে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

১। ক্লাসে হিজাব নিষিদ্ধের পক্ষে রায় কর্নাটক হাই কোর্টের https://tinyurl.com/2p8u5rfu

বুরুন্ডিয়ান ও পুন্টল্যান্ড ক্রুসেডারদের উপর আল-কায়েদার হামলা, ১৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার প্রাদেশিক রাজধানী বোসাসোতে পুন্টল্যান্ড বাহিনী এবং প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যাতে ৭ পুন্টল্যান্ড সৈন্য নিহত হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, আজ ১৫ মার্চ বুধবার সোমালিয়ার বোসাসো রাজ্যে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও পুন্টল্যান্ড বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হয়েছে। এসময় প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটান। যা সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে সফলভাবে আঘাত করে। দুপুরের পরপরই মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা বিস্ফোরণে ৭ পুন্টল্যান্ড সৈন্য নিহত হয়। একই সাথে এসময় আরও বেশ কয়েকজন সৈন্য আহত হয়।

এদিন কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মোগাদিশু সহ দেশের বিভিন্ন শহরতলিতে বেশ কিছু হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এরমধ্যে রয়েছে রাজধানীর কারান জেলার দুই তারকা লাফওয়েন হোটেলের হামলা। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ২ সামরিক কর্মকর্তাকে টার্গেট করে গুলি চালান। এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যায়।

একইসাথে রাজধানীর বাকারা ও দ্বিনালী জেলায়ও ২টি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। এতে সোমালি সরকারের সংসদ নির্বাচন কমিটির সদস্য 'তাহির হাসান' এবং অপর এক গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

এমনিভাবে এদিন সকালে বাল'আদ শহরে সোমালি সেনাদের একটি চেকপয়েন্টেও হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে ১ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়।

অপরদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যেও এদিন একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যেখানে গাদ্দার সেনাদের একটি টহলদলকে টার্গেট করে সফল আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যার ফলে আরও ৩ গাদ্দার সেনা নিহত হয়।

ইসলামি বিশ্লেষকরা তাই বলছেন যে, সোমালিয়ায় শত্রুসেনাদের উপর আশ-শাবাব মুজাহিদিনের হামলার সংখ্যা এতই বেড়েছে যে, এখন তাঁদের দৈনিক হামলার সংখ্যা হিসাব করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এটিকে মুজাহিদিনের শক্তিমত্তা ও শত্রুদের দুর্বলতার বড় একটি আলামত বলেই মনে করেন তাঁরা।

কাশ্মীরে আবারো বেসামরিক মুসলিমদের গুলি করে হত্যা : চলছে অবিরাম

হিন্দুত্ববাদী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে নিরীহ মুসলিম যুবকদের গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যা করা উগ্র ভারতীয় সেনাদের কাছে যেন একটি রুটিন কাজ। গত ১৩ই মার্চ ২০২২ কুপওয়ারা জেলায় এই সন্ত্রাসী সেনাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বলি হয়েছেন আরও একজন কাশ্মীরি যুবক। এছাড়াও পুলওয়ামা, গান্দেরবাল ও হান্দওয়ারা

এলাকায় আরও চারজন নিরীহ কাশ্মীরি উগ্র ভারতীয় সেনাদের বুলেটের শিকার হয়েছেন। আর গত বৃহস্পতিবার থেকে এ পর্যন্ত মোট আট জন বেসামরিক কাশ্মীরি যুবক উগ্র ভারতীয় সৈন্যদের হাতে শহীদ হয়েছেন।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ১৯৮৯ সাল থেকে দখলদার ভারতীয় সেনাদের হাতে মোট ৯৫ হাজার ৯৮০ জন কাশ্মীরি মুসলিম নিহত হয়েছে এবং সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরপরাধ কাশ্মীরিদের রক্ত অবিরামভাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয় যে, প্রতিটি হত্যাকাণ্ড কাশ্মীরিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তোলে। কারণ কাশ্মীরের জনগণ তাদের ভূখণ্ডের স্বাধীনতার জন্য মরতেও প্রস্তুত। কিন্তু তবুও তারা কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, কাশ্মীরের যুবকদের মধ্যে কাশ্মীরকে স্বাধীন করার মনোভাব আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। আর যেভাবে উগ্র ভারতীয় সেনারা স্বাধীন কাশ্মীরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে বলে মনে করেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Indian troops martyr one more youth in Kupwara https://tinyurl.com/5n6tprfb

2. Killing of innocent youth routine affair of trigger-happy Indian troops https://tinyurl.com/y8rfhr5p

---

১৪ই মার্চ, ২০২২

একদিনে পাক-তালিবানের সাথে যুক্ত হল আরও ৩টি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ও সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। প্রতিরোধ বাহিনীটি গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলের সমস্ত সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোকে এক পতাকা ও এক ছাদের নীচে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেই সূত্র ধরেই গত ১০ মার্চ দলটির (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, টিটিপির ছাদের নীচে আরও ৩টি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যুক্ত হওয়া নতুন এই দলগুলো শপথ করেছে যে,- আমরা টিটিপির সমস্ত শরীয়াহ বিধিবিধান মেনে চলব। ইনশাআল্লাহ্।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, টিটিপিতে যোগদানকারী দল ৩টির নেতৃত্বে ছিলেন সুপরিচিত জিহাদি ব্যক্তিত্ব মৌলভী টিপু গুল হাফিজাহুল্লাহ্। যিনি দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের লাক্কি মারওয়াতে শরিয়াত ও শাহাদাতের স্লোগান দিয়ে জিহাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। তিনি হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টিটিপিতে যুক্ত হয়েছেন।

গত ২০২০ সালের শেষ দিক থেকে টিটিপি-তে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভবে জিহাদি কার্যক্রম পরিচালনাকারী দলগুলো। সেই সূত্র ধরেই সম্প্রতি টিটিপিতে যুক্ত হয় নতুন এই দল ৩টি। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত টিটিপিতে যুক্ত হওয়া প্রতিরোধ বাহিনীর সংখ্যা ১৫টিতে পৌঁছেছে আলহামদুলিল্লাহ্।

এর কিছুদিন আগে 'ইহসানুল্লাহ্ গ্রুপ' টিটিপিতে যুক্ত হয়েছে। বলা হয় যে, টিটিপি-তে নতুন এই দলগুলোর অংশগ্রহণ পাকিস্তানে তালিবানদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি করেছে। সেই সাথে এই অঞ্চলে টিটিপির রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ওজনও বাড়িয়েছে বহুগুণ।

টিটিপি'র ঐ বিবৃতিতে অন্যান্য প্রতিরোধ গ্রুপগুলোকেও মৌলভি টিপু গুল হাফিজাহুমুল্লাহ্ আর বীর মুজাহিদ ইহসানুল্লাহ'র উদাহরণ অনুসরণ করতে এবং টিটিপি সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাতে পাকিস্তানে একটি সত্যিকারের ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়।

আফগানিস্তানে তালিবানদের দক্ষ নেতৃত্বের ফলে ডলারের দরপতন অব্যাহত

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দক্ষ রাষ্ট্র নেতারা মাত্র ৭ মাসের ব্যবধানে ডলারের হার ১১৬ আফগানি থেকে ৮৫ আফগানিতে নামিয়ে এনেছেন।

আঞ্চলিক সূত্রগুলি উল্লেখ করেছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দক্ষ নেতৃত্বের ফলে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হতে শুরু করেছে। তালিবান সরকারের দক্ষ আর দূর্নীতিমুক্ত নেতৃত্বের ফলে দেশে 'কর ব্যবস্থা এবং শুল্ক' নিয়ন্ত্রিত চলে এসেছে। সেই সাথে আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার বিক্রয় নিলামের মাধ্যমে ডলারের মাত্রা স্থিতিশীল করা হয়েছে।

দেশটিতে ক্রমবর্ধমান মানবসৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ডলারের হার ১১৬ আফগানিতে বেড়েছিল। সেখান থেকে তালিবান সরকার ২০২২ সালে ১২ মার্চ পর্যন্ত সেই হার ৮৫ আফগানিতে নামিয়ে এনেছেন।

তালিবান সরকারের এই অগ্রগতি সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। কেননা তাঁরা এত অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনৈতির লাগাম টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আফগান সরকারের ক্রমাগত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিষয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন যে, মানবিক সহায়তা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তি এবং পশ্চিমারা যদি আফগান সরকারের আটকে রাখা এক হাজার কোটি ডলার আফগান

সরকারের কাছে ছেড়ে দেয়, তাহলে তালিবানদের এই অর্থনৈতি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

সোমালিয়া | রাজধানীতে আশ-শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলা, স্পেশাল ফোর্সের ১৭ এরও বেশি সেনা খতম

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যাতে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের **২** কমান্ডার সহ **১৭** এরও বেশি গাদ্দার সেনা হতাহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আজ ১৩ মার্চ রবিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেই সূত্র ধরেই রাজধানী মোগাদিশুর মোবারক এলাকায়ও এদিন একটি সফল অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে সেক্যুলার তুরস্কের প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের **১১** সেনা নিহত হয়েছে।

এছাড়াও এই গাদ্দার বাহিনীর আরও আরও **২** কমান্ডারকেও গুরুতর আহত করেন মুজাহিদগণ। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে অগণিত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

আল-কায়েদা সংযুক্ত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব তার সহযোগী মিডিয়ার (শাহাদাহ্ এজেন্সি) মাধ্যমে বরকতময় এই হামলার ঘটনা নিশ্চিত করেছে।

মিডিয়া সূত্রটি থেকে আরও জানা যায় যে, এদিন হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শহর হিডেনে আরও দু'টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। যাতে আরও **২** সেনা নিহত এবং অন্য **২** সেনা আহত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন মোগাদিশুর উপকণ্ঠে মোয়ালিন নুর পাড়া, তাবেলাহা শেখ এবং ইব্রাহিম এলাকায় অবস্থিত সোমালি সেনাদের চেকপয়েন্টগুলোতে আরও **৩টি** হামলা চালিয়েছেন। এসব হামলায়ও আরও অনেক গাদ্দার সোমালি সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, এই অঞ্চলের সকল ইসলাম-বিরোধী শক্তির তুলনায় আশ-শাবাব এখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

১৩ই মার্চ, ২০২২

জুমার নামাজ চলাকালীন মুসল্লিদের উপর ইসলামবিদ্বেষী র‍্যাবের হামলা

গত শুক্রবার (১১ মার্চ) দুপুরে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়নের চর কুড়–লিয়া গ্রামের জফিরপাড়া জামে মসজিদে মাওলানা ফারুক প্রামাণিকের ইমামতিতে নামাজ চলছিল। সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ হতেই পেছন থেকে সাদা পোষাকে তিনজন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করে। তারা জিহাদ প্রামাণিক নামে একজন মুসল্লিকে আটক করে। এতে মুসল্লিদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। হট্টগোল শুরু হয় মসজিদের ভেতর ও বাইরে। আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চাইলে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। পরে জানা যায় তারা র‍্যাব সদস্য।

খবর পেয়ে র‍্যাব-১২ পাবনা ক্যাম্পের কয়েকটি গাড়ি মুসল্লিদের উপর হামলা চালাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। হাতাহাতির সময় অস্ত্র খোয়া অজুহাত দাঁড় করিয়ে দিনভর মুসল্লিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হয়রানি করা হয়।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, হাট ইজারাকে কেন্দ্র করে ২৮ ফেব্রুয়ারির একটি মামলা হয়েছে। সেটি থানা পুলিশই তদন্ত করছে। এ মামলায় র‍্যাব সদস্যদের অভিযানে যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না। অভিযানের বিষয়টিও আমার জানা নেই।

মূলত এই ইসলাম বিরোধী বাহিনী র‍্যাব-এর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ এতটাই বেড়েছে যে, তারা এখন মসজিদের ভিতরে ঢুকে মুসল্লিদের উপর হামলা চালানো শুরু করেছে। যেন মুসল্লিদের হয়রানি ও ভয় দেখানো যায়।
যে মামলায় থানা পুলিশই তদন্ত করছে সেখানে র‍্যাব-এর সাদা পোষাকে মসজিদে হামলা ও আটক করার কি যুক্তি থাকে পারে! এছাড়া ইহিপূর্বেও বহু ইসলাম ও নবীপ্রিয় মুসলিমকে সাদা পোষাকে আটক, গুম ও হত্যা করেছে র‍্যাব নামক এই সন্ত্রাসী বাহিনী।

সচেতন ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই প্রশ্ন রেখেছেন যে, এই ইসলামবিদ্বেষী বাহিনী কি এখন মুসলিমদের এই দেশে প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে না? ার হিন্দুত্ববাদীদের পূর্ণ গ্রাসন শুরু হলে কি তারাই প্রথম এদেশের মুসলিমদের বুকে গুলি চালাতে হিন্দুত্ববাদীদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ভুমিক পালন করবে না?

তথ্যসূত্র:
১। ঈশ্বরদীতে অভিযানে গিয়ে মুসল্লির সঙ্গে র‍্যাবের হাতাহাতি https://tinyurl.com/5n7u2dxw

২।পাবনায় মুসল্লিদের সঙ্গে র‍্যাবের হাতাহাতি, আহত ৪ https://tinyurl.com/2tpe4dmw

---

কেনিয়া | সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলায় চীনা প্রকৌশলী সহ নিহত ৭

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির কুফফার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে এক চীনা প্রকৌশলী সহ ৭ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, গত ১১ মার্চ শুক্রবার কেনিয়ার লামু কাউন্টিতে একটি হামলায় ১ চীনা প্রকৌশলী সহ আরও ৬ কেনিয়ান নিহত হয়েছে। প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব শনিবার তার সহযোগী মিডিয়ার মাধ্যমে হামলার ঘটনা নিশ্চিত করেছে।

মিডিয়া সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন রাজ্যটির বনি ফরেস্টের মাজেঙ্গো এলাকায় উক্ত সফল হামলাটি চালিয়েছেন। হামলায় প্রকৌশলীদের হত্যা ছাড়াও সামরিক বাহিনীর ২টি গাড়িও পুড়িয়ে দেন আশ-শাবাব যোদ্ধারা। স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ৭ জন নিহত হওয়া ছাড়াও আরও একজন চীনা নাগরিক ও কয়েকজন কেনিয়ান নিখোঁজ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাদেরকে আশ-শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাবের সহযোগী সংবাদ মিডিয়া বন্দী সদস্যদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি।

আফ্রিকার ভূমিতে পশ্চিমা ও দালাল গাদ্দার বাহিনী, স্থানীয় ক্রুসেডার জোট এবং রাশিয়ান বাহিনীর পর এবার মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হল ইসলাম ও মুসলিমের আরেক পুরানো শত্রু চীনারাও।

১২ই মার্চ, ২০২২

সোমালিয়া | দখলদার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার বড় ধরনের হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে দেশটিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। তাদের এসব হামলায় নিহত ও আহত হচ্ছে অসংখ্য দখলদার সেনা।

সেই সূত্র ধরেই সোমালিয়ায় একটি বিদেশি সামরিক ঘাঁটিতে আবারও বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১১ মার্চ রাতে যুবা রাজ্যে একটি বড় ধরনের সফল অভিযান চালিয়েছেন। যেখানে ভারী অস্ত্রধারী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা রাজ্যটির হোসিঙ্গোতে কেনিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটিকে টার্গেট করে হামলাটি পরিচালনা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন যে, তারা শহরে ভারী গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন। আশ-শাবাব যোদ্ধারা এতটাই তীব্র লড়াই শুরু করেছেন যে, প্রায় এক ঘন্টা ধরে হোসিঙ্গোতে দখলদার কেনিয়ান বাহীনির বিরুদ্ধে লড়াই চলে। যাতে এক ডজনেরও বেশি দখলদার কেনিয়ান সেনা নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

দেশে দেশে মুসলিম বিদ্বেষ: 'ফ্রান্সে শুধু ইউক্রেনীয়দের আশ্রয় দেওয়া উচিত, মুসলিমদের নয়'

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেন ছেড়ে পালাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। আশে পাশের বিভিন্ন দেশে নিরাপদে আশ্রয়ের জন্য পালাচ্ছে তারা। বেশিরভাগ মানুষ পোল্যান্ডে যাচ্ছে। ইউক্রেন ছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানবতার বুলি আওড়ানো কোন দেশ মুসলিমদের আশ্রয় দিতে রাজি নয়।
এরই মধ্যে ফ্রান্সের এক মুসলিম বিদ্বেষী নেতা পালিয়ে যাওয়া এইসব মানুষদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতি ভিন্ন আচরণ করার কথা বলেছে। সে বলেছে ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের ফ্রান্সে আশ্রয় দেয়া উচিত। তবে অন্য সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমদের আশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। তার নাম জেমুর। সে ফ্রান্সের ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ।

গত মঙ্গলবার (৮ মার্চ) মুসলিম বিদ্বেষী এমন মন্তব্য করে জেমুর।। শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে সে যুক্তরাজ্যের নীতি ফ্রান্সকেও অনুসরণের পরামর্শ দেয়। বক্তব্যে জেমুর আরো বলেছে, যদি তাদের ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক থাকে, ফ্রান্সে তাদের পরিবার থাকে, তাহলে তাদের ভিসা দিন। কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের মতো(অমুসলিমরা) এবং আর কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের মতো নয়(মুসলিমরা)।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামরিক অভিযান ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই ইউক্রেনে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে রুশ সেনারা। এরপর থেকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে।

এযুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিমাদের আসল ভন্ডামি প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারা মুখে যতই মানবতার কথা বলুক মুসলিমদের বেলায় তারা চরম বিদ্বেষী। আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে হলুদ মিডিয়ার কারসাজি ও সরব ভূমিকা। তারা মুসলিমদের উপর হামলার সময় চুপ থাকে। দেখেও না দেখার ভান করে। উল্টো মুসলিমদের সন্ত্রাসী রুপে তুলে ধরে। কিন্তু এবার কাকে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী বলবে এ নিয়ে বিপাকে পড়েছে মিথ্যাবাদী মিডিয়াপাড়া।
তথ্যসূত্র:

১।'শুধু ইউক্রেনীয়দের ফ্রান্সে আশ্রয় দিন, মুসলিমদের নয়' https://tinyurl.com/2dscrdd9

ইনফোগ্রাফি || পাক-তালিবানের দুর্দান্ত সব হামলায় ৭৫ গাদ্দার সেনা বিনাশ

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছে। যেখানে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে (০২/২২) দেশটির সেনাবাহিনীর উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরিচালিত অভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

জনপ্রিয় এই সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনীর (টিটিপি) বীর যোদ্ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর উপর হামলার পরিধি বাড়িয়েছে। যা এখনো চলমান রয়েছে। টিটিপি তাদের এসব ধারাবাহিক হামলার অংশ হিসেবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সর্বোচ্চ ৯টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। পরের স্থানে রয়েছে ডেরা ইসমাইল-খান, বাজুর ও কুররাম এজেন্সী, যেখানে টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ৩টি করে মোট ৯টি অভিযান চালিয়েছেন। এরপর বান্নু, কোয়েটা, ট্যাঙ্ক, পেশোয়ার ও নৌশাহরাহ জেলাতেও একটি করে আরও ৫টি সফল অভিযান চালানো হয়েছে।

এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী, পুলিশ, এফসি এবং গোয়েন্দা সদস্যরা।

টিটিপির হিসেবমতে, তাদের পরিচালিত এসব অভিযানের তালিকার শীর্ষে রয়েছে বোমা হামলা এবং লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আক্রমণ, যেগুলো যথাক্রমে ৯টি এবং ৪টি।

ইনফোগ্রাফিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজাহিদগণ তাদের এসব বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ৩৬ সদস্যকে হত্যা এবং আরও ৪৯ সদস্যকে গুরুতর আহত করেছেন। সবমিলিয়ে পাক-তালিবানের দুর্দান্ত এসব সফল অভিযানে গত মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ৭৫ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হতাহতের মধ্যে সেনা সদস্য রয়েছে ৩০, পুলিশ বাহিনীর ২৫ সদস্য, এফসি বাহিনীর ১৯ সদস্য, গোয়েন্দা বাহিনীর ১ সদস্য।

ইনফোগ্রাফিতে আরও যুক্ত করা হয়েছে যে, মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলায় ২টি পুলিশ ভ্যান ও ২টি সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে।

বিগত এক মাসে তিনবার গ্রেপ্তার কাশ্মীরি সাংবাদিক ফাহাদ শাহ্।

কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে নিউজ পোস্ট করায় গত ৪ই ফেব্রুয়ারী ফাহাদ শাহ্‌কে গ্রেপ্তার করে কাশ্মীরের পুলওয়ামার পুলিশ। এরপর অন্যায়ভাবে তাঁকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয় তারা।

২২ দিন পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারী জামিন পাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে শাহকে একই মামলায় আবারও গ্রেপ্তার করে শোপিয়ান পুলিশ। ৫ ই মার্চ তিনি দ্বিতীয় মামলায়ও জামিন পান। কিন্তু এবারও জামিন পাবার সাথে সাথে তাঁকে আবারও সেই মামলার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই নিয়ে গত এক মাসে তিনবার শাহ্‌কে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছে কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। শুধু অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারই না বরং তাঁকে রিমান্ডে নিয়েও বারবার নির্যাতন করছে হিন্দুত্ববাদীরা।

উল্লেখ্য যে ফাহাদ স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে এবং হিন্দুত্ববাদী সেনাদের অপরাধ নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করে পোস্ট দেওয়ায় তাঁকে 'দেশবিরোধী কন্টেন্ট' প্রচারণার অপরাধে গ্রেপ্তার করে কাশ্মীরের হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

ফাহাদ শাহ্ এর ঘটনা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও এই হিন্দুত্ববাদীরা কাশ্মীরি সাংবাদিকদের হুমকি-ধমকি, গুম-খুন এর মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করতে বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু উগ্র বিজেপি সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বাতিল করার পর এই অবস্থা যেন দিনের পর দিন আরও খারাপের দিকে এগোচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে যারাই আজ আওয়াজ তুলছে তাদেরই জঙ্গি-সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে হয় জেলে পাঠাচ্ছে আর না হয় গুলি করে হত্যা করছে হিন্দুত্ববাদীরা। আর সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন কাশ্মীরের পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কেই 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে একযোগে হত্যা করবে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

তথ্যসূত্রঃ Scroll.in - J&K: Journalist Fahad Shah booked under UAPA for second time in 37 days, says his lawyer লিংকঃ https://tinyurl.com/2p82cjua

---

১১ই মার্চ, ২০২২

পাক-তালিবানের সফল হামলায় ৬ পাকি গাদ্দার হতাহত

পাকিস্তানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি পৃথক হামলার ঘটনায় ২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও ৪ গাদ্দার আহত হয়েছে।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ ও ১০ মার্চে পাকিস্তানে ৩টি পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। যেগুলোর সত্যাতা নিশ্চিত করেছে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

এই হামলাগুলোর দু'টিই চালানো হয়েছে বান্নু জেলায়। এরমধ্যে গত ১০ মার্চ জেলাটির কেন্দ্রীয় বাজারের পুলিশ স্টেশন টার্গেট করে গ্রেনেড হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে এক গাদ্দার নিহত এবং অন্য এক গাদ্দার আহত হয়।

এর একদিন আগে বান্নু জেলারই লোদাপুল এলাকায় একটি পুলিশ চেক-পোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে এখানেও আরও ২ পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

টিটিপির মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল অভিযানটি চালান খাইবার এজেন্সির বারা খাইবার সীমান্তে। যেখানে টিটিপির মুজাহিদগণ 'রোতাজ' নামে এক ইসলাম বিরোধী পুলিশ অফিসারকে টার্গেট করে গুলি চালান। এতে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই হামলার ঘটনার সময় তার পাশে থাকা অন্য এক পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছে।

টিটিপি মুজাহিদিনের তীব্র হামলায় এভাবেই একে একে নাস্তানাবুঁদ হচ্ছে গাদ্দার পাকি সেনা ও প্রশাসন, যার প্রভাব নিকট ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় জাতিসংঘের ব্লু-হেলমেটধারি ও গাদ্দার বাহিনীর ১৪ সেনা নিহত, ৫টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও জাতিসংঘের ব্লু-হেলমেটধারী দখলদার সেনাদের উপর ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার দু'টিতেই ১৪ গদ্দার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে গাদ্দার সেনাদের ৫টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ মার্চ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার ২টি হামলাই চালানো হয়েছে দখলদার বাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট মালিয়ান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কনভয় টার্গেট করে। অপর হামলাটি চালানো হয়েছে মালিয়ান গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে।

দখলদার ব্লু-হেলমেটধারী সেনাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ তাদের সফল অভিযানটি পরিচালনা করছেন মালির ডেঙ্গা-ওরো অঞ্চলে। যেখানে দখলদার সেনাদের একটি কনভয় টার্গেট করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু দখলদার সেনা নিহত এবং আহত হয়। সেই সাথে জাতিসংঘের একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান মালির বে-পিসা অঞ্চলে। যেখানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে সফল আইইডি (বোমা) বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার সেনাদের ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা ৭ গাদ্দার সেনাও নিহত হয়েছে।

এদিন মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় অপশনটি পরিচালনা করেন মালির টোয়েনি অঞ্চলে। যেখানে গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরপর দুবার হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৭ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও কতক সৈন্য আহত হয়। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ঘাঁটিতে থাকা সামরিক সরঞ্জাম এবং ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস ও পোড়ে যায়।

কর্ণাটকে মুসলিম ছাত্রীদের জোরপূর্বক হিজাব খুলে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা

হিজাব নিয়ে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা একেরপর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলছে। হিজাব ইস্যুতে হিন্দুত্ববাদীরা সরাসরি মুসলিম নারীদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করছে।

এমনকি যারা হিজাবের পক্ষ নিবে, তাদেরকেও হত্যা করার আহ্বান জানাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। হিজাব পরিহিত মুসলিম বোনদের দেখলেই হামলার জন্য তেড়ে আসছে হিন্দুত্ববাদীরা।

গত মঙ্গলবার (০৮/০৩/২২) হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডারা অনুমতি ছাড়াই চিকমঙ্গলুরের মুগতাহাল্লিতে একটি সরকারি কলেজে প্রবেশ করে এবং হিজাব পরিহিত ছাত্রীদেরকে তাদের মাথার স্কার্ফ সরিয়ে কলেজ ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা মধু এবং তার ভাই মনোহর, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য- যারা মুসলিম ছাত্রীদের কলেজ কর্মীদের উপস্থিতিতে তাদের হিজাব অপসারণে অসম্মতি জানালে এক পর্যায়ে জোরপূর্বক হিজাব খুলে তাদেরকে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

অসহায় মুসলিম বোনদের সাহায্যের জন্য কোন শিক্ষক পর্যন্ত এগিয়ে আসে নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ কুখ্যাত গুন্ডাদের অশান্তি সৃষ্টি করা এবং কলেজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করা থেকে বিরত রাখতে সামান্য কিছুও করেনি। তারা এমনকি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও করেনি।

গুন্ডারা মুসলিম ছাত্রীদের অনুরোধে কোন কর্ণপাত করেনি- যারা তাদের পড়াশোনা নষ্ট না করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কেননা প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষাগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। একজন সাহসী ছাত্র গুন্ডাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের গুন্ডামি নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন উগ্র হিন্দু মনোহর তাকেও হুমকি দেয়।

এভাবেই ভারতে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে মুসলিম গণহত্যার ক্ষেত্র; বিশ্লেষকরাও মনে করেন, ভারতে এভাবে প্রেক্ষাপট তৈরি করেই উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের উপর চূড়ান্ত গণহত্যা কায়েম করবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Karnataka: Hindutva goons force hijab-clad students to leave college https://tinyurl.com/ymvfe9va

---

বাইডেনকে সোমালিয়ায় মার্কিন কমান্ডো মোতায়নের পরামর্শ পেন্টাগনের

সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন আল্লাহ তায়ালার রহমতে দুর্দান্ত গতিতে কাফেরদের উপর হামলা করে যাচ্ছেন। ফলে বাধ্য হয়েই পিছু হটছে কুফ্ফার জোট। বর্তমানে সোমালিয়ায় অবস্থানরত আল্লাহর শত্রুরা মুজাহিদদের সাথে ময়দানে টিকতে পারছে না। তাই আশ-শাবাবের বিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে পেন্টাগন বাইডেনকে আল কায়েদার সাথে লড়াই করার জন্য সোমালিয়ায় আরো কয়েকশ মার্কিন কমান্ডো মোতায়েন করতে বলে।

কিন্তু উচ্চপদস্থ কমান্ডাররা মুজাহিদদের ভয়ে তাকে বার বার সতর্ক করে দেয়, যে ট্রাম্পের শেষ মুহূর্তের সৈন্য প্রত্যাহার আল কায়েদার সহযোগী আশ-শাবাবকে অপতিরোধ্য করে তুলেছে। তাই সেখানে পরাজয় এখন অনিবার্য।

এক অফিসার বলেছে, **"যেহেতু মার্কিন বাহিনী গত জানুয়ারিতে সোমালিয়া থেকে ফিরে এসেছে, তাই আমরা আশ-শাবাবের তৎপরতা বৃদ্ধির মূল্যায়ন করছি।"**

অপর একজন সিনিয়র মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছে, "এই মুহূর্তে আশ-শাবাবের উপর কোন চাপ নেই এবং তারা আছে ও থাকবে।"

আর বাস্তবেও মুজাহিদগণ বিস্তৃত অঞ্চল বিজয় করে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা জারি করছেন। দিন দিন তাঁদের বিজিত এলাকার পরিমান বেড়েই চলেছে।

এই এলাকাতেও তাই পশ্চিমাদের চূড়ান্ত পতন ও ইসলামি ইমারতের প্রতিষ্ঠা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার বলে মনে করছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. The Pentagon asks Biden to station hundreds of US commandos in #Somalia to fight al Qaeda.

https://tinyurl.com/yckmy8ka

https://tinyurl.com/4rajsycw

১০ই মার্চ, ২০২২

ভারতে মুসলিম ছাত্রের সঙ্গে এক রুমে হিন্দু ছাত্রকে থাকতে দেওয়ায় বাবার মুসলিম বিদ্বেষী পোস্ট

হিন্দুরা কল্পিত দেব দেবীকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদারিত্ব মানার কারণে নিজেরাই নাপাক। তবু তারা মুসলিমদেরকে অচ্ছুত মনে করে। মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। যা বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভারতে মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে সরকারি এস এস কে এম হাসপাতালের হোস্টেলে এক হিন্দু ছাত্রের এক ঘরে থাকা নিয়ে ওই হিন্দু ছাত্রের বাবা ফেসবুক পোস্টে লিখেছে, মেডিকেল কলেজে

ছেলের প্রথম দিনের ক্লাস শুরু আজ থেকে, ছেলেকে নিয়ে এসে বসে আছি একাডমিক বিলডিং এর ওয়েটিং রুমে, আজ হোষ্টেল পেয়ে গেছে শিফ্ট করাবো রবিবার, প্রতি রুমে দুজন করে ষ্টুডেন্ট, অস্বস্তিকর বিষয় হলো ছেলের রুম মেইট আল আমিন মিশনের একজন মুসলিম ছাত্র বাড়ী মুর্শিদাবাদ, আপাতত কিছু দিন এই রুম মেটের সাথেই থাকতে হবে পরে অবশ্য রুম মেইট পাল্টিয়ে নিতে পারবে। হোষ্টেলে দেখলাম অলইন্ডিয়া কোটার অনেক মুসলিম ছাত্র এবং রাজ্যেরও বহু মুসলিম ছাত্র, রাজ্যের মুসলিম ছাত্র সবই আল আমিন মিশনের, আল আমিন মিশন কি পড়াশুনায় এতই অগ্রতি করে নিয়েছে? না কি এখানেও অন্য খেলা চলছে.......? এ কেমন বিচার। ওদের সঙ্গে আমাদের হিন্দুদের রীতিনীতি, আচার-আচরণের তফাৎ আছে। একঘরে হিন্দু-মুসলিমকে রক্ষা কি সমীচীন? হিন্দু ছাত্রের বাবার এই পোস্ট ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

চিকিৎসক সংগঠনের নেতা ডা. কৌশিক চাকি বলেছেন, এইরকম সংকীর্ণ মানসিকতা অসমীচীন। কারণ, চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করার পর মানুষের চিকিৎসা করতে হয়।রোগী হিন্দু না মুসলিম তার বিচার হয় না। হোস্টেলে একঘরে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রের থাকার মধ্যে কোনও ভুল নেই। সংশ্লিষ্ট হিন্দু ছাত্রও ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছে, আমার বাবার মুসলিম ফোবিয়া আছে। কেন জানি না। তিনি মুসলিমদের একদম সহ্য করতে পারে না।'

এটাই আসল কথা। হিন্দুত্ববাদীরা যতই বলুক হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, কিন্তু বাস্তবে তাদের অন্তর মুসলিম বিদ্বেসে ভরপুর।

তথ্যসূত্র:

১।ভারতে মুসলিম ছাত্রের সঙ্গে রুম শেয়ার, হিন্দু বাবার পোস্ট ঘিরে নিন্দার ঝড় https://tinyurl.com/uawku7a6

ফটো রিপোর্ট || খরায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে জরুরি খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোতে সম্প্রতি খরার কারণে তীব্র পানি ও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। আর এমনই একটি কঠিন সময়ে জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত দুমাস ধরেই দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলোতে খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরিবারকে পানি ও খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। সেই ধারাবাহিকতায় মুজাহিদগণ গত সপ্তাহেও যুবা রাজ্যের আরাবো এলাকা ও আশপাশের কয়েকটি গ্রামের শত শত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেছেন।

একইভাবে জিযু রাজ্যের সিলকাড্ডী জেলা এবং এর আশপাশের এলাকাগুলোতেও খরা-পীড়িত প্রায় হাজারো পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্।

নীচে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা বিতরণের কিছু ছবি দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/03/10/56074/

সোমালিয়ার কৌশলগত শহর মাতবানে উড়ছে তাওহীদের পতাকা

সোমালিয়ার কৌশলগত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যেখানে জাতীয়তাবাদের পতাকার পরিবর্তে এখন উড়ছে তাওহীদের কালিমা খচিত কালো পতাকা।

শাহাদাহ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, আজ ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার ভোরে সোমালিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর মাতবানে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। শহরটি দক্ষিণ ও উত্তর সোমালিয়ার মধ্যবর্তী প্রধান সড়কে অবস্থিত।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন শহরটিতে ঢুকতে শুরু করলে তাদেরকে পতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে পশ্চিমা ক্রুসেডার ও সেক্যুলার তুর্কী প্রশিক্ষিত সোমালি গাদ্দার সেনারা। কিন্তু এসময় গাদ্দার সোমালি সেনাদের কোন যুদ্ধ কৌশলই মুজাহিদদের সামনে কাজে আসে না। ফলে কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর পিচপা হতে বাধ্য হয় সোমালি গাদ্দার সেনারা।

সোমালিয়ার গাদ্দার সেনাদের পিছপা হওয়ার পর মুজাহিদগণ শহরটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায় পর সেখানে জাতীয়তাবাদের পতাকার পরিবর্তে উড্ডয়ন করা হয় কালিমা খচিত তাওহীদের পতাকা।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, সোমালিয়ায় মুজাহিদদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আরও একটি সফল ইসলামি ইমারতের প্রতিষ্ঠা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার মাত্র, ইনশাআল্লাহ্।

'হিজাব পড়তে চাওয়া' মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের

কিছুদিন আগেই ভারতের উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে 'ধর্ম সংসদ'-এ মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণাত্মক বক্তৃতা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যার আহ্বান জানায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। এর পরেই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় শুরু গণহত্যা চালানোর প্রকাশ্য আহ্বান।

গণহত্যার সূচনা করতে উসকানীমূলক ভাষণ ও ইসলাম ধর্মীয় বিধি বিধান মানার ব্যাপারে হুশিয়ারী দিচ্ছে। গরুর গোস্ত বহন করা, খাওয়ার ব্যাপারেতো বহু আগেই পিটিয়ে মারার রেওয়াজ চালু করেছে উগ্র হিন্দুরা। এবার হিজাব যারা পড়তে চায় তাদেরকেও হত্যার আহ্বান জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বজরং।

২৫ ফেব্রুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিওতে, ১৯ বছর বয়সী পূজা, বজরং দলের অন্যতম মুখপাত্র, বিজয়পুরায় বজরং দলের এক ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিবাদে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য খোলাখুলিভাবে আহ্বান জানায়।

এই অনুষ্ঠানে ৫০০ জনেরও বেশি উগ্র হিন্দু উপস্থিত ছিল। হর্ষ নামের এক ব্যক্তি ২০শে ফেব্রুয়ারি রবিবার রাতে শিবমোগায় একদল অজ্ঞাত লোকের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। কোন প্রমাণ ছাড়াই দোষ চাপানো হয় মুসলিমদের উপর। ফলে হিন্দু সন্ত্রাসীরা মুসলিম এলাকা ভাংচুর করেছে এবং তাদের গাড়িতে আগুন দিয়েছে। পরদিন জেলাজুড়ে পাথর ছোড়া ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। তার মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দশজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে।

"আপনি জল চাইলে ভারতীয়রা আপনাকে জুস দেবে। আপনি যদি দুধ চান, আমরা আপনাকে বাটার মিল্ক দেব। কিন্তু, আপনি যদি সারা ভারতে হিজাব চান, আমরা শিবাজির তলোয়ার দিয়ে তোমাদের (মুসলিমদের) সবাইকে কেটে ফেলব" - এভাবেই পূজা বলেছিল আর শত শত উগ্র হিন্দু জনতা তার বক্তৃতায় উল্লাস ও করতালি দিচ্ছিল।

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের এমন গণহত্যার প্রকাশ্য ঘোষণার পরও পুলিশ এই উগ্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেনি। অন্যদিকে অনেক মুসলিমকে উসকানীমূলক বক্তৃতার মিথ্যে মামলায় ফাসিয়ে দীর্ঘদীন ধরে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

মুসলিমদের বেলায় কোনো প্রমাণ ছাড়াই পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করছে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধের প্রমাণ আছে,গণহত্যার আহ্বান জানানোর ভিডিও রয়েছে। তবুও তাদের কিছুই করছে না।

মুসলিম বিদ্বেষী সহিংসতার কারণে অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। হিন্দুত্ববাধী বজরং দল মুসলিমদের হত্যা করতে হিন্দু যুবকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, ঘৃণাত্মক বক্তব্য ব্যবহার করে অন্যান্য হিন্দুদের উস্কে দিতে উৎসাহিত করছে। অন্যান্য হিন্দুরা তাদের বক্তৃতার প্রশংসা করার অর্থ হল- তাদের কথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে তাই ভারতে পূর্ণ মাত্রায় মুসলিম গণহত্যা শুরু হওয়াটা সময়ের ব্যাপার বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। এমন পরিস্থিত মোকাবালায় মুসলিমদেরকে এখন থেকেই সচেতন হতে বলেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

------

1. Teenage Bajrang Dal Worker in Karnataka Calls for Genocide of 'Those Who Want Hijab'
https://tinyurl.com/2mzsjky7

কাশ্মীরে দখলদার সেনাদের সাথে তীব্র লড়াই, ৩ জন প্রতিরোধ যোদ্ধার শাহাদাত বরণ

হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক জবরদখলকৃত কাশ্মীরের দু'টি পৃথক অঞ্চলে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও ভারতীয় দখলদার বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। ভারতীয় দখলদার সেনারা দাবি করে যে, এসময় তাদের হামলায় ৩ জন প্রতিরোধ যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেছেন।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম জানায় যে, আজ ১০ মার্চ বৃহস্পতিবার ভোরে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার নাইনা এলাকায় প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যেখানে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারতীয় দখলদার সেনা ও পুলিশ বাহিনীর একটি যৌথ দলকে টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণ করেন এবং গুলি চালান। এতে বেশ কয়েকটা ভারতীয় দখলদার সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়।

এই হামলার পর হিন্দুত্ববাদী ভারত দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা এবং শোপিয়ান জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। সেই সাথে শুরু হয় পুলওয়ামার লিটার বেল্টের নাইনা এলাকায় ভারতীয় দখলদার সেনাদের অভিযান। সকাল থেকেই পুরো এলাকা ঘিরে চলে উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি গোলাগুলি। যা দুপুর নাগাদ চলতে থাকে।

অভিযান শেষে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর দাবি করে যে, দীর্ঘ এই অভিযানের সময় তাদের হামলায় ২ জন কাশ্মিরী প্রতিরোধ যোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ্)। তবে দখলদার ভারতীয় বাহিনী কৌশলে এই অভিযানে তাদের সেনা ও পুলিশ সদস্যদের হতাহতের ঘটনাটি এড়িয়ে যায়।

এদিকে কাশ্মীরি প্রতিরোধ বাহিনী ও ভারতীয় দখলদার বাহিনীর মধ্যকার এই লড়াইয়ের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ শুরু করেন সাধারণ কাশ্মীরিরাও। ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারী ও দখলদার বাহিনীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ শুরু হয়।

এদিন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের হজরতবাল এলাকায়ও একটি সংক্ষিপ্ত লড়াই সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করে দখলদার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মহাপরিদর্শক বিজয় কুমার। তার ভাষ্যমতে, শ্রীনগরের উপকণ্ঠে হজরতবাল এলাকায় পুলিশের সাথে সংক্ষিপ্ত একটি লড়াই হয় কাশ্মীরি বীর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। যেখানে দখলদার সাথে লড়াইয়ে একজন প্রতিরোধ যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন। এসময় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর অবরোধ ভেঙে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন অন্য দুইজন প্রতিরোধ যোদ্ধা। যাদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চলচ্ছে দখলদার সেনারা।

দিন যতই যাচ্ছে, কাশ্মীরে ততোই জোরদার হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দখলদারদের উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা। আর এটিকে কাশ্মীরের মুক্তি ও ইসলামের ছায়াতলে আসার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

০৯ই মার্চ, ২০২২

রাশিয়ার উপর পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবরোধ: নতুন অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পশ্চিমারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র ও অংশীদারেরা ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব কঠিন অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে। এ ছাড়া তারা কার্যকরভাবে দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আটকে দিয়ে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি রাশিয়ার ওপর একটি বিরাট আঘাত।

সুইজারল্যান্ড তার ব্যাংকে গচ্ছিত অন্য দেশের অর্থ সাধারণত জব্দ করে না। কিন্তু সেই দেশটিও রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করে মস্কোর ওপর নতুন আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় অংশ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়া ডলার থেকে নিজেকে অনেকটা সরিয়ে রেখে তার রিজার্ভকে বৈচিত্র্যময় করেছে। ডলারের বিকল্প হিসেবে রাশিয়া আগে থেকেই চীনের রেনমিনবি এবং অন্য কয়েকটি দেশের মুদ্রায় তাদের রুবল ভাঙিয়ে রিজার্ভ গড়েছে। এটি না হলে রাশিয়াকে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক চাপে পড়তে হতো।

রাশিয়া অর্থনৈতিক লড়াই মোকাবিলা করতে যে পদক্ষেপই নিয়ে থাকুক না কেন, পশ্চিমের তথা প্রায় গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক কেন্দ্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা ভবিষ্যতের আর্থিক বিষয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার জন্য কী বয়ে আনবে, সেটিও এক গুরুতর প্রশ্ন।

রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত আধিপত্য সামনে উঠে আসছে। আর্থিক নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়া যত চাপে পড়ছে, বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব তত বেশি ধরা পড়ছে।

এটি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে, যা অনেক উদীয়মান অর্থনীতির দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলার গতানুগতিক পদ্ধতির বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করছে।

১৯৯৭-৯৮ সালে এশিয়ায় যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তা অনেক দেশকে এ ধরনের বিকল্প পন্থা উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখন রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে এবং সে কারণে দেশটি তার বৈদেশিক মুদ্রাকে রুবলে রূপান্তর করার ক্ষমতা হারিয়েছে। এ কারণে ডলারের রিজার্ভ বাড়ানোর প্রচলিত কৌশলটি এখন রাশিয়াকে উপকৃত করতে পারছে না।

একই কথা চীনের ক্ষেত্রেও খাটে। রাশিয়ার মতো চীনও যদি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেয়, তাহলে পশ্চিমারা কী অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেবে, তা নতুন করে ভেবে দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনে অভিযান চালিয়েছে, একইভাবে চীন যদি তাইওয়ানের ওপর হামলা করে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা থেকে চীনকে অংশত হলেও বিচ্ছিন্ন করা হবে বলে ভাবা হয়। এ কারণে কিছু দেশ পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যায় কি না তা নিয়ে ভাবছে। যদি চীনা মুদ্রা রেনমিনবি, রুশ মুদ্রা

রুবল, এবং অন্য কয়েকটি মুদ্রা অন্যান্য দেশে ডলারের মতো বিপুল পরিমাণে জমানো ও ভাঙানোর যোগ্য হয়ে উঠত, তাহলে তা আরেকটি বিকল্প আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করত। সেটি হলে রাশিয়া এখন যেভাবে বেকায়দায় পড়েছে, তা তাকে পড়তে হতো না।

উল্লেখ যে, চীন-রাশিয়া ও অন্যরা পশ্চিমা অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে বাঁচতে যে পদক্ষেপই নেক না কেন- এ বিষয়ে মুসলিমদের গুরুত্ব দিয়ে বুঝা উচিত যে, পশ্চিমা জোট বা চীন-রাশিয়া জোট উভয় পক্ষেই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রশ্নে চিরাচরিত শত্রু। মুসলিমরা যে দিকেই যাক না কেন প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে পৌঁছালে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকা আফগানিস্তানের রিজার্ভ আটকে দেয়ার মধ্য দিয়ে এটি আরও স্পষ্ট হয়েছে।

এজন্য পশ্চিমা অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে মুসলিমদের কোরআন সুন্নাহভিত্তিক সোনা ও রুপার অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞ আলিমরা।

লেখক: **ইউসুফ আল-হাসান**

তথ্যসূত্র:

Will Sanctioning Russia Upend the Monetary System?- https://tinyurl.com/36bd2m22

গুয়ানতানামোর কয়েদী মোহাম্মদ আল-কাহতানিকে সৌদি কারাগারে হস্তান্তর

সৌদি নাগরিক মোহাম্মদ আল-কাহতানি ২০০২ সাল থেকে কুখ্যাত গুয়ানতানামোতে বন্দী ছিলেন। চলতি মাসে তাকে সৌদি আরবের একটি কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মোহাম্মদ আল-কাহতানি ইমারাতে ইসলামিয়ার ছায়াতলে বসবাস করতে সৌদি আরব থেকে হিজরত করে পাড়ি জমান আফগানিস্তানে। পরে ইমারাতে ইসলামিয়াকে রক্ষায় এবং দখলদারত্বের অবসান ঘটাতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানি গাদ্দার বাহিনী তাকে বন্দী করে। পরে নিজেদের প্রভু অ্যামেরিকাকে সন্তুষ্ট করতে মোহাম্মদ আল-কাহতানীকে তুলে দেয় ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। ক্রুসেডাররা তাকে আল-কায়েদার সদস্য হওয়ার অভিযোগে কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগারে নিক্ষেপ করে। যেখানে তাঁর উপর চালানো হয় অমানবিক সব নির্যাতন।

তাঁর আইনজিবী মুর্তজা হোসেন, ২০১৮ এর এপ্রিলে তাঁর উপর চালানো নির্যাতনের বর্ণনা দেন এভাবে, তাঁকে "একাকীত্বের" শিকার করা হয়, ঘুম থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। উচ্চ তাপমাত্রা, বিকট শব্দ, স্ট্রেস পজিশন,

জোরপূর্বক নগ্ন করা, যৌন নিপীড়ন, বিভিন্নভাবে অপমান, মারধর এবং শ্বাসরোধ করা হতো। দুবার তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের দেওয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, বন্দীদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাহতানিকে সৌদি আরবে স্থানান্তর করা হবে। আরও বলা হয় যে, কাহতানিকে মার্চ মাসে সৌদি আরবে পাঠানো হবে।

সর্বশেষ গত ৮ মার্চ এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, কাহতানিকে বিমানে করে সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছে।

কাহতানির সৌদি আরবে স্থানান্তরের পর গুয়ানতানামোতে এখনো আরও ৩৮ জন মুসলিম বন্দী রয়ে গেছেন। যাদেরকে অন্যায়ভাবে বছরের পর বছর ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় জাতিসংঘের ৬ ব্লু-হেলমেটধারী সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের ব্লু-হেলমেটধারী সেনাদের উপর একটি ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক ডিভাইসের দ্বারা হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে ২ দখলদার সেনা নিহত এবং আরও ৪ সেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

কুফ্ফার জাতিসংঘ মিশনের মুখপাত্রের মতে, সম্প্রতি মালিতে জাতিসংঘ মিশনের (মিনুসমা) ২ দখলদার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে একই হামলায় আরও ৪ সেনা আহত হয়েছে। তবে জাতিসংঘের দ্বারা নিহতদের জাতীয়তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হামলাটি গত ৮ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায়, মালির মোপ্তির রাজ্যে দখলদার জাতিসংঘের লজিস্টিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যেটি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের বীর যোদ্ধারা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে।

মালি || গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের সর্বশেষ রিপোর্ট

গত ৪ মার্চ শুক্রবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) । আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমগুলো উক্ত হামলার বিষয়ে রিপোর্ট করেছিল যে, মুজাহিদদের ঐ হামলায় প্রায় ৪৭ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২৩ সেনা আহত হয়েছে। সেই সাথে মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরও ১৯ গাদ্দার সেনা। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে গনিমত পেয়েছেন ২১ টি গাড়ি ও সাঁজোয়া যানসহ অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র।

সম্প্রতি উক্ত হামলা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করেছে জেএনআইএম। সংক্ষিপ্ত ভিডিওটিতে গাদ্দার সেনাদের ঘাঁটি থেকে মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের দৃশ্যগুলো দেখানো হয়। পাশাপাশি একজন উপস্থাপককে বলতে শোনা যায় যে, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর ৪০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, একই সাথে এই হামলায় আহত হয়েছে আরও অর্ধশত (৫০+) গাদ্দার সেনা সদস্য।

উপস্থাপক আরও জানান যে, বিপরীতে ঐদিনের প্রায় ৭ ঘন্টার লড়াইয়ে ৪ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন (ইনশাআল্লাহ্)।

বরকতময় এই অভিযানের কারণ হিসাবে জানানো হয় যে, সম্প্রতি গাদ্দার সেনারা বেশ কয়েকজন বেসামরিক ও নিরপরাধ লোককে বর্বরোচিত কায়দায় পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আর তারই প্রতিশোধ নিতে মুজাহিদগণ বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

অভিযান শেষে গনিমত হিসাবে মুজাহিদদের প্রাপ্ত ২১টি গাড়ি ও ৪৮৮ টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রের কিছু ছবি..

ধর্মান্তকরণ বিরোধী মুসলিম বিদ্বেষী বিল পাশের পর ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের কার্যক্রমে ব্যাপক তোড়জোর

কথিত বৃহৎ গণতন্ত্রবাদী ভারত যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিমদের সমান অধিকারের কথা বলে মুসলিমদের বোকা বানিয়ে আসছে। এখন তাদের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা সামনে আনতে শুধু করেছে। তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে ভারত হবে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র। যেখানে শুধু হিন্দুরাই থাকবে। আর বর্তমানে বসবাসরত মুসলিমদের কৌশলে দুর্বল বানিয়ে গণহত্যা চালানো হবে।

সেই উদ্দেশ্যেকেই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাই তার দলের হিন্দুত্ব এজেন্ডাকে এগিয়ে নিচ্ছে। সে নতুন বিল পাশ করেছে যদি কোন হিন্দু ইসলামের সত্যতা বুঝে মুসলিম হয় তার বিরুদ্ধে এবং যাদের মাধ্যমে মুসলিম হবে সকলকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে, কোন মুসলিমকে ভুল বুঝিয়ে, ভয় দেখিয়ে কিংবা জোরপূর্বক হিন্দু বানানোকে তারা ঘরওয়াপেসি নাম দিয়েছে। অথচ, তাদের কথিত সংবিধানেও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির যেকোন ধর্ম পালন কিংবা গ্রহন করার অধিকার রয়েছে। এখানেই তাদের ভন্ডামী ধরা পড়ে যায়। এ বিল পাশের পর আরো একধাপ এগিয়ে মুসলিমদের মসজিদের উপর হিন্দুদের মন্দিরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে উগ্র হিন্দুদের জন্য বাবরী মসজিদের মত আরো অনেক মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর রাস্তা সহজ হয়ে গেছে। এছাড়া, রাজ্যের বাজেটে গরুর সুরক্ষা এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নগদ সহায়তা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গত (০৪/০৩/২২) শুক্রবার তার প্রথম বাজেটে, বোমাই হিন্দু মন্দিরগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার, নতুন গোশালা খোলার, কপ্পাল জেলায় অঞ্জনাদ্রি বেত্তার বিকাশ এবং কাশী যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের জন্য নগদ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করে।

হিন্দুত্ববাদী বোমাই গোশালাগুলিতে গরু দত্তক নেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প ঘোষণা করার পাশাপাশি ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯টি নতুন গোশালা নির্মাণের ঘোষণা করে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির মন জয় করে।

উল্লেখ্য, ভারতে হিন্দুরা মুসলিমদের জন্য গরুর মাংস খাওয়া, বিক্রি করা, বহন করা নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণে অনেক মুসলিমকে উগ্র হিন্দুরা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এর কুফল হিসেবে ভারতে বেওয়ারিশ গরুর সংখ্যা বেড়ে বিপদের কারণ হয়েছে। রাস্তায় দলে দলে ঘোরাফেরার ফলে গাড়ি দুর্ঘটনা,পারাপারে সমস্যা,যানজট তৈরী হয়।কৃষকদের আবাদি ফসলি জমি নষ্ট হয়। অনেক সময় হিন্দু কৃষকরাই অতিষ্ঠ হয়ে খাদে ফেলে গরু হত্যা করে।
তাই গরু সংরক্ষণে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য, রাজ্য বার্ষিক ১১,০০০ টাকা প্রদান করে গোশালাগুলি থেকে গরু দত্তক নেওয়ার জন্য 'পুণ্যকোটি দত্তু যোজনা' চালু করার পরিকল্পনা করেছে।

এদিকে, বোমাই ১০০ কোটি রুপি ব্যয়ে কোপ্পাল জেলার অঞ্জনাদ্রি বেট্টা গড়ে তোলার পরিকল্পনার রূপরেখাও দিয়েছে, যা তাদের কল্পিত ভগবান হনুমানের জন্মস্থান বলে মনে করে হিন্দুরা। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ শহিদ করে হিন্দুত্ববাদী শকুনদের নজর এখন কাশীতে। তাই সেখানে হিন্দুদের আগমন বাড়াতে ৩০,০০০ তীর্থযাত্রীদের প্রত্যেককে ৫,০০০ টাকা নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের ঈদে অর্থ দেওয়া দূরের কথা নানা বিধি নিষেধ দিয়ে কোনঠাসা করে রাখা হয়।

"যখন বোমাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, তখন তাঁর দলের কপালে ভাজ পড়েছিল। যে, সে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করবে কি না! কারণ সে আরএসএস-এর সাথে তার কর্মজীবন শুরু করেনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে সে হিন্দুত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়ে সবাইকে ভুল প্রমাণ করেছে। সে অন্যদের চেয়েও বেশি মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ করছে।
মুসলিমরা যতই মনে করুক কথিত গণতন্ত্র তাদের অধিকার রক্ষা করবে, ততই তারা ধোঁকা খাবে। কারণ হিন্দুত্ববাদীরা শুধু তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবে।

তাই উলামায়ে কেরাম মুসলিমদের গণতন্ত্রের ধোঁকায় না পড়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে মোকাবেলার আহ্ববান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1। After anti-conversion bill, Karnataka CM Basavaraj Bommai continues strong Hindutva push
https://tinyurl.com/2p83vj59

০৮ই মার্চ, ২০২২

পাক-তালিবানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হল আরও একটি প্রতিরোধ বাহিনী

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ও সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। প্রতিরোধ বাহিনীটি গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলের সমস্ত সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোকে এক পতাকা ও এক ছাদের নীচে একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেই সূত্র ধরেই সম্প্রতি দলটির (টিটিপি) কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, টিটিপির ছাদের নীচে আরও একটি স্থানীয় গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নতুন বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, টিটিপিতে যোগদানকারী দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মির্জা আলী খানের (ইপির ফকির) নাতি হাফিজ ইহসানুল্লাহ্। যিনি এই অঞ্চলে ব্রিটিশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য পরিচিত।

ইহসানুল্লাহর গ্রুপ গত ২০২০ সালের শেষ দিক থেকে **টিটিপি**-তে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ১২তম দলে পরিণত হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আহসানুল্লাহ্ গ্রুপের এই অংশগ্রহণ পাকিস্তানে টিটিপির প্রভাব আরও বৃদ্ধি করেছে। সেইসাথে এই অঞ্চলে টিটিপির রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ওজন বৃদ্ধি করেছে।

বিবৃতিতে অন্যান্য প্রতিরোধ গ্রুপগুলোকেও বীর মুজাহিদ ইহসানুল্লাহর উদাহরণ অনুসরণ করতে এবং টিটিপি'র সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাতে পাকিস্তানে সত্যকারের ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়।

০৭ই মার্চ, ২০২২

মুসলিমদের হুমকি হিন্দুত্ববাদী মন্ত্রীর - 'হিন্দুদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে'

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কেবল একটি অযুহাত দাঁড় করানোর অপেক্ষায় আছে। যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের গণহত্যাকে বৈধ্যতা দিতে পারে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা একেরপর এক উসকানীমূলক ভাষণ বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে।

এবার কর্ণাটকের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতি রাজ হিন্দুত্ববাদীরা মন্ত্রী কে এস ঈশ্বরাপ্পা, গত শনিবার (০৫/০৩/২২) হিন্দুদের ধৈর্যের সীমা আছে বলে মুসলিমদের হুমকি দিয়েছে। এই মন্ত্রী তার মুসলিম বিরোধী মন্তব্যের জন্য বিতর্কিত এই প্রথমবার নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার মুসলিম বিরোধী মানসিকতার জন্যই পরিচিত।

গত বৃহস্পতিবার মেগান হাসপাতালে রানৈতিক কারণে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারীদের এখনও শনাক্ত করা হয়নি, তবুও আগের মতই মন্ত্রীর এই ঘটনাটিকে মুসলিম বিরুধী রঙ দিয়েছে।
সে মন্তব্য করেছে, "হিন্দু সম্প্রদায়ের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। যদি সীমা অতিক্রম করা হয়, তাহলে এটি সমাজে সত্যিকারের বিভাজন হতে পারে।"

আসলে ভারতে মুসলিমদের অবস্থানই তাদের কাছে সহ্য হচ্ছে না। তাই বারবার মিথ্যে অভিযোগ তুলে মুসলিমদের উপর দোস চাপানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকদিন আগেও "গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হর্ষ জিঙ্গাদে নামে একজন বজরং দলের সদস্য শিবমোগা সিগেহাট্টিতে নিহত হয়। তারপর কোন ধরণের যাচাই বাচাই তদন্ত ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী ঈশ্বরাপ্পা মুসলিমদের দায়ী করে। পরপরই, প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিমদের সহিংসতা শুরু হয়। অনেক মুসলিমদের বাড়িঘর, ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গচুর করে। মুসলিমদের অটোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের উগ্রতা এমন সীমায় পৌছে গেছে তারা যেকোন সময় মুসলিমদের গণহারে খুন করতে পারে। তাই ভয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে মুসলিমরা বাড়িঘর,ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

হিন্দুত্ববাদী মন্ত্রী কেএস ঈশ্বরাপ্পা আরো বলেছিল, ভবিষ্যতে গেরুয়া পতাকাই দেশের (ভারতের) জাতীয় পতাকা হয়ে যাবে।

হিন্দুত্ববাদীরা এখন ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে প্রকাশ্যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দিচ্ছে। ভারতকে তারা এমন এক কট্টর হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ নিচ্ছে, যে রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হবে গেরুয়া পতাকা। সেখানে অন্য কোন জাতি ধর্মের মানুষ থাকতে পারবে না। এর জন্য যা যা করা দরকার সবকিছুর প্রস্তুতি চালাচ্ছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা। যার চূড়ান্ত রুপ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে গণহত্যার মাধ্যমে।

আর কিছুদিন আগেই একদল বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের নেতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে 'ইন্ডিয়া অন দ্য ব্রিঙ্ক: প্রিভেনটিং জেনোসাইড' শীর্ষ সম্মেলনের জন্য একত্রিত হয়েছেন।

কার্যত, ঐ তিন দিনের বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলনে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং গণহত্যা নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে- যেহেতু গণহত্যা একটি প্রক্রিয়া এবং একবারের ঘটনা নয়, তাই বলা যেতে পারে যে ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ববাদীরা গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে।

সেখানে কম্বোডিয়ার জেনোসাইড ডকুমেন্টেশন সেন্টারের একজন গবেষক মং জার্নি বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, ভারত কেবল দ্বারপ্রান্তে নয়- বরং ইতিমধ্যেই একটি প্রকাশ্য গণহত্যার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী হত্যাকারীরা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে তাদের ধর্মের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিত্রিত করেছে। যখন কোন দেশে এই মানবনির্মূলীকরণ শুরু হয়, তখন ঐ দেশ ইতিমধ্যেই গণহত্যা প্রক্রিয়ার গভীরে চলে যায়। যদিও পূর্ণ মাত্রায় হত্যাকাণ্ড শুরু হতে কিছুটা দেরী হতে পারে।"

আর শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজকদের দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরের বিশেষ উপদেষ্টা অ্যাডামা ডিয়েং বলেছেন, "... কিন্তু বর্তমানে হিন্তুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ বেড়ে গণহত্যার রুপ নিয়েছে।"

এমন মুহূর্তে তাই সরকারের আনুগত্যের সবক দেওয়া ব্যক্তিদের দৃঢ়ভাবে এড়িয়ে যেতে ও নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ফিকির করার পরামর্শ দিয়েছেন হক্বপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Harsha Murder: Shivamogga Muslims Leave Homes, Businesses Behind for Safety https://tinyurl.com/4r9x6eb8
2. 'There is a limit to patience of Hindus', says K'taka Minister https://tinyurl.com/34hcb58m
3. ভবিষ্যতে গেরুয়াই ভারতের জাতীয় পতাকা হতে পারে : বিজেপি মন্ত্রী – https://tinyurl.com/db3sptrr

---

০৬ই মার্চ, ২০২২

মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ : কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের এক জঘন্য অস্ত্র

পৃথিবীতে সামরিকায়িত অঞ্চল যতগুলো আছে, তার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা সবার শীর্ষে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, এই উপত্যকায় প্রায় আট লাখ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনার উপস্থিতি আছে। ভূস্বর্গ খ্যাত কাশ্মীরকে তারা নরকে পরিণত করেছে। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক হামলার বিরুদ্ধে যখনই মুসলিম যুবকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে, তখন থেকেই ধর্ষণকে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ দমনের হাতিয়ার হিসেবে

ব্যবহার করে আসছে। এই উপত্যকার মুসলিম মহিলাদেরদের কেবল ভারতীয় সেনারাই ধর্ষণ করেনি, বরং ডোগরা সেনা, হিন্দু ও শিখরাও তাদের ধর্ষণ করেছে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে যখন জম্মুতে গণহত্যা চালায় হিন্দু উগ্রপন্থীরা, তখন ডোগরা সৈন্যদের সহায়তায় শিখ ও হিন্দুরা মুসলিম মহিলাদের অপহরণ ও ধর্ষণ করে। গণধর্ষণের ঘটনাও অনেক ঘটেছে এই উপত্যকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীদের সাথে।

ধর্ষণই হিন্দুত্ববাদীদের অস্ত্র

১৯৯৩ সালের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) রিপোর্ট অনুসারে, কাশ্মীরি নাগরিকদের বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসেবে ধর্ষণকে বেছে নেয় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনী। বেশিরভাগ ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটেছে তল্লাশির সময়। এইচআরডাব্লিউ এর ১৯৯৬ রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য উঠে এসেছিল।

পণ্ডিত ইঙ্গার সখজেলসবেইক বলেছে, সৈন্যরা যখন বেসামরিক বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন মহিলাদের ধর্ষণ করার আগে বাড়ির পুরুষদের হত্যা বা গ্রেফতার করে।

পণ্ডিত শুভ মাথুর ধর্ষণকে কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক কৌশলের অপরিহার্য উপাদান বলে অভিহিত করেছে।

পণ্ডিত সীমা কাজির মতে, কাশ্মীরি পুরুষদের দমানোর হাতিয়ার হিসেবে ভারতীয় সেনারা মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং কাশ্মীরি জনগণের প্রতিরোধের মনোবল ভেঙে দিতেই তারা ধর্ষণকে বেছে নিয়েছে। মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করাকে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে।

মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ৫২তম অধিবেশনে অধ্যাপক উইলিয়াম বাক বলেছিলেন, কাশ্মীরি জনগোষ্ঠীকে অপমান করা ও ভয় দেখানোর জন্য ভারতীয় বাহিনী ধর্ষণকে ব্যবহার করছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, কাশ্মীরি বিদ্রোহের পাল্টা জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী ধর্ষণকে ব্যবহার করছে। সংস্থাটি কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে ধর্ষণের কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। কেউ উত্তর দিয়েছে, কাশ্মীরি মেয়েরা সুন্দর। তাই ধর্ষণ করেছে। কেউ উত্তর দিয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ধর্ষণ করেছে।

হিন্দুত্ববাদীদের ধর্ষণের আনুমানিক হার

মেডিসিনস সায়েন্স ফ্রন্টিয়ারসের করা ২০০৫ সালের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, **কাশ্মীরি নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার হার বিশ্বের সংঘাতময় অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি।** এইচআরডাব্লিউয়ের রিপোর্ট অনুসারে, কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর ধর্ষণের ঘটনার কোনো হিসাব নেই। ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হলেও এর বিচার হয় ন। আবার লজ্জায় অনেকে বলতেই চায় না ধর্ষণের ঘটনা।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৯৯২ সালে ভারতীয় বাহিনী ৮৮২ কাশ্মীরি মহিলাকে গণধর্ষণ করেছিল। এদের মধ্যে ধর্ষণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে ১৫০ থেকেও বেশি ভারতীয় বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা।

২০১৬ সালে কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবী পারভেজ ইমরোজ বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের এই ভয়াবহ চিত্র এখনো অপরিবর্তিত আছে।

ধর্ষণের পরবর্তী প্রভাব

ধর্ষণের পর মহিলারা সাধারণত শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেন। যেহেতু সমাজ বিশ্বাস করে— ধর্ষিত হয়ে সে তার সম্মান হারিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অস্টিনের সাগর গবেষণা জার্নালের হাফসা কানজওয়ালের মতে, কাশ্মীরি সমাজ যেহেতু ধর্ষণের দোষ চাপায় মহিলাদের উপর, তাই তারা মনে করে তারা সম্মান হারিয়েছে। পবিত্রতা খুইয়ে ফেলেছে। এই বিশ্বাস অনেক সময় হতাশা ডেকে আনে। এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্তও গড়ায়। সাক্ষাৎকারে অনেক মহিলা বলেছেন, ধর্ষিত হবার পর তাদের স্বামী তাদেরকে অপবিত্র মনে করছে। অনেকের বিবাহ ভেঙেছে। অনেকে পরিবার থেকে বহিষ্কারও হয়েছে।।

ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণ

১৯৯০ সালের ২৬ জুন বিএসএফ সদস্যরা জামির কাদিমের একটি এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় ২৪ বছর বয়সী একজন তরুণীকে গণধর্ষণ করে। সেবছর জুলাইয়ে সোপোরের পুলিশ থানায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। *[Kazi, Seema. "Rape, Impunity and Justice in Kashmir]*

১৯৯০ সালের ৭ মার্চ সিআরপিএফ শ্রীনগরের ছানপোরা এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বেশ কয়েকজন মহিলা ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৯০ সালের ১২ থেকে ১৬ মার্চ 'কমিটি ফর ইনিশিয়েটিভ ইন কাশ্মীর'-এর সদস্যরা কাশ্মীর সফর করেন এবং ধর্ষিতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ধর্ষিতাদের মধ্যে ২৪ বছর বয়সী নূরা বিবরণে জানান যে, নূরা ও তাঁর ননদ জাইনাকে তাঁদের রান্নাঘর থেকে সিআরপিএফের ২০ জন সদস্য টেনে-হিঁচড়ে বের করে এবং তারপর তাঁদেরকে গণধর্ষণ করে। তাঁরা অন্য দু'জন কিশোরীকে ধর্ষিত হতে দেখেছেন বলেও বর্ণনা করেন। *[CHAPTER-V PROBLEM OF HUMAN RIGHTS IN JAMMU AND KASHMIR (PDF)। পৃষ্ঠা 224।]*

১৯৯১ সালে শ্রীনগরের বাবর শাহ এলাকায় ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করে। *[Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]*

১৯৯১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কুনান পোশপোরা গ্রামে একটি তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় তারা গ্রামটির বিভিন্ন বয়সের শতাধিক নারীকে গণধর্ষণ করে।

১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট ভারতীয় সৈন্যরা কুনান পোশ্পোরা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের পাজিপোরা-বাল্লিপোরা গ্রামের ১৫ জনেরও বেশি নারীকে গণধর্ষণ করে। *[Mathur, Shubh (১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। The Human Toll of the Kashmir Conflict: Grief and Courage in a South Asian Borderland। Palgrave Macmillan US। পৃষ্ঠা 60]*

১৯৯২ সালের ১০ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২২তম গ্রেনেডিয়ার্সের একদল সৈন্য কাশ্মীরের চক সাইদপোরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং ৯ জন নারীকে গণধর্ষণ করে। **ধর্ষিতাদের মধ্যে ছিলেন ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা এবং ১১ বছর বয়সী এক বালিকা।** *[Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch.]*

১৯৯২ সালের ২০ জুলাই কাশ্মীরের হারান এলাকায় একটি সেনা অভিযানের সময় বেশ কয়েকজন মহিলা ধর্ষিত হন। এশিয়া ওয়াচ এবং পিএইচআর কয়েকজন ধর্ষিতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। ধর্ষিতাদের একজনকে দুইজন সৈন্য পালাক্রমে ধর্ষণ করেছিল। আরেকজন ধর্ষিতাকে একজন শিখ সৈন্য ধর্ষণ করেছিল। *["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch.]*

১৯৯২ সালের ১ অক্টোবর বিএসএফ সদস্যরা কাশ্মীরের বাখিকার গ্রামে ১০ জন লোককে হত্যা করে এবং এরপর নিকটবর্তী গুরিহাখার গ্রামে প্রবেশ করে কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ করে। এশিয়া ওয়াচ গ্রামটির একজন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যিনি তাঁর মেয়েকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ধর্ষিতা বলে দাবি করেন (প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে)। *["Rape in Kashmir: A Crime of War" (PDF). Asia Watch & Physicians for Human Rights A Division of Human Rights Watch]*

১৯৯৩ সালে ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বিজবেহারা শহরের বহুসংখ্যক নারীকে গণধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন করে। স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা ঘটনাটি প্রচার হলে ধর্ষিতাদের পরিবার অসম্মানিত হবে এই আশঙ্কায় এই ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সৈন্যরা বিজবেহারা শহরের প্রান্তে গাধাঙ্গিপোরায় একজন নারীকে ধর্ষণ করে। *["The Massacre Of A Town By Murtaza Shibli"। www.countercurrents.org]*

১৯৯৪ সালের ১৭ জুন মেজর রমেশ ও রাজ কুমারসহ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের হিহামা গ্রামের ৭ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে। *[Hashmi, Syed Junaid (৩১ মার্চ ২০০৭)। "Conflict Rape Victims: Abandoned And Forgotten]*

১৯৯৪ সালে কাশ্মীরের শেখপোরায় সৈন্যরা একটি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির পুরুষদের বন্দি করে **৬০ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণ করে।** *[Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]*

১৯৯৪ সালে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্যরা কাশ্মীরের থেনো বুদাপাথারীতে **এক মহিলা ও তাঁর ১২ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করে।** *[Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]*

১৯৯৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সৈন্যরা কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বুরবুন গ্রামের একটি বাড়িতে প্রবেশ করে তিনজন নারীকে যৌন নির্যাতন করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। *["India's Secret Army in Kashmir"। Human Rights Watch।]*

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার নরবল পিঙ্গালগোমে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা একজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। *[Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016).]*

১৯৯৭ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা শ্রীনগরের নিকটে ১২ জন কাশ্মীরি তরুণীকে জোরপূর্বক নগ্ন করে এবং গণধর্ষণ করে। *[Van Praagh, David (২০০৩)। Greater Game: India's Race with Destiny and China। McGill-Queen's University Press। পৃষ্ঠা 390]*

১৯৯৭ সালের ২২ এপ্রিল ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরের বাভুসা গ্রামে ৩২ বছর বয়সী এক নারীর বাড়িতে প্রবেশ করে ঐ নারীর ১২ বছর বয়সী মেয়ের ওপর যৌন নির্যাতন করে এবং ১৪, ১৬ ও ১৮ বছর বয়সী বাকি তিন মেয়েকে ধর্ষণ করে। অন্য একটি বাড়িতে তারা আরো কয়েকটি মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং মেয়েটির মা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে মারধর করে। *["India: High Time to Put an End to Impunity in Jammu and Kashmir" (PDF). 15 May 1997. Archived from the original (PDF) on 29 October 2013]*

কাশ্মীরের দোদা জেলার লুদনা গ্রামের ৫০ বছর বয়সী এক নারী হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানান যে, ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সদস্যরা তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রহার করে। **এরপর একজন হিন্দু ক্যাপ্টেন তাঁকে ধর্ষণ করে এবং বলে যে, "তোমরা মুসলিম, এবং তোমাদের সকলের সাথে এমন আচরণ করা হবে।"** *["Under Siege: Doda and the Border Districts"। Human Rights Watch]*

২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ বিহার রেজিমেন্টের সৈন্যরা কাশ্মীরের বিহোটায় একটি তল্লাশি অভিযানের সময় একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে আসে। পরবর্তী দিন ২০ জন নারী ও কয়েকজন পুরুষ ঐ মহিলাকে মুক্ত করার জন্য যান। কিন্তু সৈন্যরা আগত মহিলাদের ৪-৫ ঘণ্টার জন্য বন্দি করে রাখে এবং তাদের ওপর অত্যাচার করে। *[Kazi, Seema. "Rape, Impunity and Justice in Kashmir ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে.]*

২০০৪ সালের ২৮ অক্টোবর কাশ্মীরের জিরো ব্রিজের একটি গেস্ট হাউজে ৪ জন নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য ২১ বছর বয়সী এক তরুণীকে গণধর্ষণ করে। *[Bhat, Aashaq Hussain, and R. Moorthy. "Impact of Security Provisions in Kashmir." (2016)]*

২০০৬ সালের ৬ নভেম্বর কাশ্মীরের বাদেরপাইনে এক মা এবং তাঁর মেয়ে ধর্ষিত হন। হিন্দুত্ববাদীদের পালিত ধর্ষণকারী সেনা কর্মকর্তা (মেজর রহমান হুসেইন) একজন নামধারি মুসলিম হওয়ায় সেনা কর্তৃপক্ষ এটিকে কোনো ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে নি। [Ashraf, Ajaz। "'Do you need 700,000 soldiers to fight 150 militants?': Kashmiri rights activist Khurram Parvez"। Scroll.in (ইংরেজি ভাষায়)]

২০০৯ সালের ২৯ মে কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় ভারতীয় সৈন্যরা আসিয়া এবং নিলুফার জান নামে দু'জন নারীকে অপহরণ ও গণধর্ষণের পর হত্যা করে।

ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

পণ্ডিত সীমা কাজীর মতে, কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে সবচেয়ে কম তদন্ত ও মামলা হচ্ছে ধর্ষণ মামলায়।
নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের কুনান পোশপোরায় গণধর্ষণের ঘটনার পর ভারত বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, কোনো যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেনি।

এইচআরডাব্লিউ ১৯৯৩ সালের প্রতিবেদনে বলেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক যৌন সহিংসতার ঘটনা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ধর্ষকদের কোনো বিচার করেনি। সংস্থাটি ১৯৯৬ সালের রিপোর্টে বলেছে, **বিচার তো দূরের কথা, ঘটনার তদন্তই করে না হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।**

সীমা কাজীর মতে, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পেয়েই ভারতীয় সেনারা ধর্ষণের মত পাশবিক কাজে লিপ্ত হয়।

মাথুরের মতে, ভারত সরকার ধর্ষকদের আইনি প্রোটেকশন দেয়। সুখেলসবেইকের মতে, বিচারহীনতাই কাশ্মীরে যৌন সহিংসতার অনুমতি দেয়।

পণ্ডিত ওম প্রকাশ দ্বিবেদী এবং ভিজি জুলি রাজনের মতে, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (এএফএসপিএ) ভারতীশ সেনাদের যুদ্ধাপরাধ করতে উৎসাহিত করে। এই ক্ষমতার বলে তারা যেকোনো বেসামরিক বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেয়ার কারণে কাশ্মীরের বিচার বিভাগও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না।

কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের একটি প্রতিবেদন

১৯৮৯ সাল থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক নির্যাতনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস। এই প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় এই ৩০ বছর সময়ে ভারতীয় বাহিনীর হাতে-

১. খুন হয়েছে ৯৫ হাজার ৭৪৭ জন

২. যৌন নির্যাতন/গধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১ হাজার ২৩৫ জন নারী

৩. গ্রেফতার হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৪৭০ জন

৪. কারাগারে খুন হয়েছে ৭ হাজার ১৬৬ জন

৫. ইয়াতীম হয়েছে ১ লাখ ০৭ হাজার ৮১৩ শিশু

৬. বিধবা হয়েছে ২২ হাজার ৯২৪ জন নারী

৭. ধ্বংস হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৩৩৮ টি স্থাপনা

এগুলো হল নথিভুক্ত হওয়া ধর্ষণের কিছু ঘটনা, যা দখলদার ভারতের হিন্দুত্ববাদী সেনারা কাশ্মীরের মুসলিম নারীদের সাথে ঘটিয়েছে। আর ঘটে যাওয়া ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আর তার সাথে যদি যোগ করা হয় মুসলিম পুরুষদের ধর্ষণের সংখ্যাটা, তাহলে সেটা উম্মাহর লজ্জাকে আরও বাড়িয়ে দিবে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই আক্ষেপ করে বলে থাকেন, এই উম্মাহ আর কতদিন নিজেদের ধর্ষিতদের সঙ্খ্যাই শুধু গুণে যাবে!

প্রতিবেদক : **উসামা মাহমুদ**

ব্রেকিং নিউজ | ইমারতে ইসলামিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে শীর্ষ আইএসআইএস অপারেটর আব্দুর রহিম মুসলিম দোস্ত

আফগানিস্তানে আইএস-এর একজন সুপরিচিত সদস্য 'আব্দুর রহিম মুসলিম দোস্ত' দেশটির পূর্ব নানগারহার প্রদেশে প্রাদেশিক গোয়েন্দাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যম থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, আইএস প্রধান আব্দুর রহিম গত ৪ মার্চ শুক্রবার, নানগারহারে ইমারাতে ইসলামিয়ার গোয়েন্দাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সেই সাথে আফগান সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

আফগান নিউজ অনুসারে, মুসলিম দোস্তের এই আত্মসমর্পণ পর গোয়েন্দা বিভাগে একটি বৈঠকও হয়েছিল। বৈঠকে মুসলিম দোস্ত বলেছিলেন যে, তিনি আইএসআইএস চরমপন্থী গোষ্ঠীর সাথে নিজের সম্পর্ক বিচ্ছেদ

করেছেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে, এখানে বিদেশীদের ইশারায় এবং অর্থায়নে কাজ করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে জনগণের উপর নিপীড়ন বাড়ানো হচ্ছে। আর এই কারণেই তিনি তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

অন্যদিকে, নানগারহার গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক ডঃ বশির বৈঠকে বলেছেন যে, আফগানিস্তানে আইএসআইএস গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তাদের কার্যক্রম শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আবদুল রহিম মুসলিম দোস্ত ছিলেন নানগারহারের শীর্ষ আইএসআইএস অপারেটরদের একজন। তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার কাছে আত্মসমর্পণের আগেই এই গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন।

হিজাবের পর এবার ওড়না নিয়েও হিন্দুত্ববাদীদের আক্রোশ

মুসলিম ছাত্রীদের বিপাকে ফেলতে হিজাব নিয়ে দীর্ঘ শুনানির পর কর্নাটক হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ রায়দান রিজার্ভ রেখেছে। আর এই ঝুলে থাকা অবস্থায় হিজাব বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন স্থানে।

গত শুক্রবার (০৪/০৩/২২) দক্ষিণ কর্নাটকের ম্যাঙ্গালুরু জেলায় দু'টি সরকারি কলেজে ওড়না নিয়ে বিতর্ক বেঁধে যায় দু'দল ছাত্রের মধ্যে। পি দয়ানন্দ কলেজে পরীক্ষার দিন শুরু হয় গোলমাল। একদল মুসলিম ছাত্রী ওড়নাকে মাথার উপর তুলে দিয়ে কলেজে আসে। ওড়না মাথায় দেওয়াতেও তাদের আপত্তি। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের ওড়না মাথায় দিয়ে আসার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। দু'টি কলেজে এই ধরনের গোলমাল হয়েছে।

ছাত্রীদের বক্তব্য, আমরা দীর্ঘ সময় থেকে ওড়না মাথায় ঢেকে কলেজে আসছি। ওড়নাকে হিজাব ভেবে ঝামেলা পাকাচ্ছে একদল হিন্দু ছাত্র। মনে হয় আমাদের কলেজে হিজাব বিতর্ক শুরু করার জন্য তাদের বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য এই ধরনের গোলমালের ভয়ে বহু কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব ব্যবহার বন্ধ রেখেছে। **কিন্তু এই কলেজে হিজাব ছেড়ে এবার ওড়নার পিছনে পড়েছে কট্টরবাদী হিন্দুরা। তাদের দাবি ওড়না ঘাড়ের উপর উঠবে না।** যদিও প্রিন্সিপাল তাদের ওড়না মাথায় তোলার অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওতে দেখা গেছে, বৃহস্পতিবারে হিজাব পরায় কয়েকজন মুসলিম ছাত্রীকে কয়েকজন হিন্দু যুবক হয়রানি করেছে। তারা স্কার্ফ পরে ম্যাঙ্গালুরুর সরকারি প্রথম শ্রেণির কলেজে পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। সেখানেই তাদের প্রকাশ্যে হেনস্থা করা হয়। যদিও কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রীদের দোপাট্টায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। তবুও সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত হিন্দু যুবকদের একটি দল মেয়েদের এভাবে হয়রানি করে।

এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। পোশাকের শালীনতা বজায় রাখতে গিয়ে ভারতের মতো কথিত গণতান্ত্রিক ও মুখোসধারী ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এভাবেই মুসলিরা পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এমতাবস্থায় মুসলিমদেরকে ধর্মীয় বিধানে কোনরুপ ছাড় দেওয়ার মনমানসিকতা পরিহার করে পরিপূর্ণ ইসলামের

উপর অটল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। কেননা যতই ছাড় দেওয়া হোক অমুসলিম কখনোই মুসলিমদের উপর সন্তুষ্ট হবে না।

তথ্যসূত্র:

১। এবার ওড়নাতেও আপত্তি কর্নাটকের এক কলেজে https://tinyurl.com/2w3u3u58

কাশ্মীরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ভারতীয় ১০ দখলদার সেনা আহত

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে কাশ্মীরি প্রতিরোধ যোদ্ধারা একটি সফল গ্রেনেড হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। এই হামলার ঘটনায় দখলদার বাহিনীর **১০** সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আজ ৬ মার্চ রবিবার স্থানীয় প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার ভারতীয় সেনাদের টার্গেট করে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছেন। উক্ত গ্রেনেড হামলাটি কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলার আমিরা কাদাল এলাকায় চালানো হয়েছে। যাতে দখলদার এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর **১০** সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

দখলদার বাহিনীর এক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা 'জিএনএস'কে বলেছে যে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা গ্রেনেড দিয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দলকে আক্রমণ করেছে। এ ঘটনায় আমাদের দশজন সহকর্মী আহত হয়েছে। যাদেরকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তর করা হয়েছে।

কাশ্মীরে দকলদার ভারতীয় সেনা ও পুলিশের উপর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিকে কাশ্মীর ও উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য একটি ভালো ইঙ্গিত বলে উল্লেখ করেছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

০৫ই মার্চ, ২০২২

মুসলিম জাতির শত্রু ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে 'শত্রু ভাবে না' মোহাম্মাদ বিন সালমান

সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ধীরে ধীরে আরবের পবিত্র ভূমিতে বিজাতিও অশ্লীল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই সে ইস্রাঈল-এর সাথে সৌদি আরবের বিমান যোগাযোগ চালু করেছে। আর এখন সে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে যে, ইসরাইলকে সে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে না।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাগাজিন 'দ্য আটলান্টিক'-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে এই কথা বলে এই সৌদি যুবরাজ।

বিন সালমানের ভাষায়, ***"আমরা ইসরাইলকে শত্রু হিসেবে দেখি না। আমরা তাদের সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করি, যাদের সাথে আমরা একত্রে বিভিন্ন স্বার্থের সন্ধান করতে পারি।"***

তবে বিষয়টিকে গা-সওয়া করতে সে রাজনৈতিক ভাষায় বলেছে যে, ইসরাইলের সাথে সৌদি আরবের স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য আগে ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সে এটা স্পষ্ট করেনি যে, ফিলিস্তিন ইস্যুর কেমন সমাধানের পক্ষে সে। আর তাছাড়া ট্রাম্পজামাতা ইহুদিবাদী জেরার্ড কুশনারের ফিলিস্তিনকে পূর্ণ বেদখলের কথিত 'ডিল অফ দা সেঞ্চুরি' নামক ধোঁকাবাজি চুক্তিরও সে পাড় সমর্থক বলেও মিডিয়ায় চাওর হয়।

আর এই এমবিএস-কে নিয়ে এটাও কথিত আছে যে, সে একজন ইহুদী নারীর সন্তান আর তাকে লালন-পালনকারী নারীও একজন ইহুদী। আর এজন্যই মুহাম্মদ বিন সালমান ইহুদীদের প্রতি এতো নমনিও ও বন্ধুসুলভ বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

মোহাম্মদ বিন সালমানের নতুন এই বিবৃতিকে তাই ইসরাইলের সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অবস্থানের স্পষ্ট পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

বিন সালমানের এই অবস্থানকে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক বলে মত দিয়েছেন হক্বপন্থী উলামাগণ। যেখানে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদি জাতিকে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সসেখানে বিন সালমান কিভাবে এই ঘোষণা উপেক্ষা করে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের দিকে আগাচ্ছে - এমন প্রশ্নও রেখেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র :

১। ইসরাইলকে আমরা শত্রু হিসেবে দেখি না : মোহাম্মদ বিন সালমান https://tinyurl.com/3k7j4h6d

---

ফটো রিপোর্ট || প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে আফগান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজুদ্দিন হাক্কানি

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজুদ্দিন হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্ প্রথমবারের মতো এক সমাবেশে ক্যামেরার সামনে এসেছেন।

আজ ৫ মার্চ শনিবার, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পুলিশ একাডেমি থেকে স্নাতক হওয়া পুলিশ অফিসারদের ১৩তম স্নাতক অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এসময় তিনি স্নাতক হওয়া পুলিশ অফিসারদের সামনে বক্তৃতব্য পেশ করেন। সেই সাথে প্রথমবারের মতো মিডিয়াতে সিরাজুদ্দিন হাক্কানীর (হা.) মুখটি প্রদর্শিত হয়।

শাইখ সিরাজুদ্দিন হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্ বর্তমানে তালিবান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি বীর মুজাহিদ জালালুদ্দিন হাক্কানির পুত্র, যিনি বরকতময় এই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

শাইখ সিরাজুদ্দিন হাক্কানী হাফিজাহুল্লাহ্ এখন পর্যন্ত ক্যামেরার সামনে তাঁর মুখ দেখানো এবং পরিবেশন করা এড়িয়ে গেছেন। তবে এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রথমবারের মতো তার চেহারা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। যা ইমারতে ইসলামিয়ার পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তার গুরুত্বের প্রতিফলন।

দেশটির জাতীয় টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা। অনুষ্ঠানে হাক্কানী পরিবারের কয়েকজন ছাড়াও ইমারাতে ইসলামিয়ার বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন। যাদের মাঝে রয়েছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী মৌলভী আবদুস সালাম হানাফী ও আনাস হাক্কানী সহ বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

শাইখ খলিফা সিরাজুদ্দিন হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্ আফগান প্রশাসনের অন্যতম জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। সেই সাথে নতুন সরকারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

https://alfirdaws.org/2022/03/05/56010/

০৪ঠা মার্চ, ২০২২

আল-কায়েদার দুর্দান্ত অপারেশনে ৭০ মালিয়ান গাদ্দার খতম, বন্দী ১৯

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে কয়েক ঘন্টার ঐকটি তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। যাতে কমপক্ষে ৪৭ গাদ্দার সেনা নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

অঞ্চলিক সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে, মালির মোপ্তি রাজ্যের মান্দুরু অঞ্চলে মালিয়ান সশস্ত্র গাদ্দার সামরিক বাহিনী এবং ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ঐ লড়াই ৪ মার্চ শুক্রবার সকালে শুরু হয়ে দুপুরের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

সূত্রটি ধারণা করছে যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা অভিযানটি পরিচালনা করছেন। তাঁরা প্রথমে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা ও রকেট হামলা চালিয়ে সেনাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেন। এরপর তাঁরা সামরিক ঘাঁটিটি ঘিরে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সেনাদের টার্গেট করে তীব্র লড়াই শুরু করেন। এভাবেই আক্রমণটি কয়েক ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। কেননা ঘাঁটিতে তখন কয়েক শতাধিক সেনা সদস্য উপস্থিত ছিল। ফলে পাল্টা পাল্টি লড়াইয়ে হামলার তীব্রতা বাড়তে থাকে।

সরকারি সূত্র জানায় যে, এই হামলার ঘটনায় তাদের ১০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকজন সেনা সদস্য নিখোঁজ হয়েছে।

তবে স্থানীয় একটি সংবাদ মাধ্যম 'Imangahdin' এদিন সন্ধ্যায় হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায় যে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উক্ত বীরত্বপূর্ণ অপারেশনে ৪৭ মালিয়ান গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২৩ সেনা আহত হয়েছে। সেই সাথে প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম এর হাতে বন্দী হয়েছে আরও **১৯** গাদ্দার সেনা।

এছাড়াও অভিযান শেষে জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা ঘাঁটিটি থেকে **২১ টি** গাড়ি, **৫ টি** সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন।

সূত্রটি জানায় যে, হামলার তীব্রতা এতটাই বেশি ও কার্যকর ছিল যে, মালিয়ান সেনাবাহিনী তাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান থাকা সত্যেও তাদেরকে বাঁচানোর জন্য বিমান সহায়তা চেয়েছে। পরে কয়েকটি বিমানকে আক্রমণের জায়গায় উড়তে দেখা যায়। এবং সেগুলো সৈন্যদেরকে ঘাঁটি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

থামছেই না ইহুদি আগ্রাসন, মাথায় গুলি করে তিন যুবককে হত্যা

কোনভাবেই থামছে না সন্ত্রাসী ইসরাইলের আগ্রাসন। আবারো ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে ৩ ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে খুন করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাবাহিনী। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এরা।

গত ১ মার্চের ঘটনা। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়, অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের একটি শরনার্থী কেম্পে অবৈধভাবে অভিযান চালায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

এ সময় ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ও বাড়ির ছাদে তল্লাশি চালায় ইহুদিরা। ঐ সময় নির্বিচারে গুলি করতে থাকে রাস্তায় চলমান ফিলিস্তিনিদেরকে লক্ষ করে। এতে ২ জন ফিলিস্তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হলে তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়, অল্প সময় পর সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়।

মাথায় গুলিবিদ্ধ অন্য এক ফিলিস্তিনিকে রাস্তায় ফেলে রাখে ইসরাইলি বর্বর সেনারা। কোনভাবেই তার কাছে যেতে দিচ্ছিলনা অন্য ফিলিস্তিনিদের। এছাড়াও নিহতের লাশটি কয়েকঘন্টা আটকে রাখে বর্বর ইহুদিরা।

বর্বর ইহুদিদের এসব আগ্রাসন ও জুলুমের প্রতিবাদ করার যেন এখন কেউই নেই। অন্যদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পুরো বিশ্ব কথা বলছে, ইউক্রেনিয়ান নারী ও শিশুদের পক্ষে কথা বলছে তারা।

এ অবস্থায় যতদিন না ইহুদিদের এসব জুলমের পাওনা আদায় করা হচ্ছে, ততদিন তাদের আস্ফালন মিটানোর কোন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ আলিমরা।

তথ্যসূত্র:

=====

1. All under age of 22, Israeli forces killed 3 Palestinians in less than 24 hourshours- https://tinyurl.com/bdds9nu3
2. ভিডিও লিংক- https://tinyurl.com/ycktymh3

০৩রা মার্চ, ২০২২

ইসলামবিদ্বেষী ও পর্দাবিরোধী হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ব : কোথায় হবে শেষ?

স্কুলে হিজাব পরে আসায় কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে প্রধান শিক্ষক। সাবালিকা ঐ মুসলিম ছাত্রীদেরকে শ্রেণীকক্ষেই হিজাব খুলতে বাধ্য করে হিন্দুত্ববাদী প্রধান শিক্ষক। হিজাব পরে স্কুলে আসলে ঐ মুসলিম ছাত্রীদের স্কুল থেকে বের কর দেওয়ার হুমকিও দেয় সে।

না প্রিয় দর্শক, এটা হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিজেপি শাসিত কোন রাজ্যের কোন স্কুলের ঘটনা নয়। এটা ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার একটি স্কুলের ঘটনা। হিন্দু প্রধান শিক্ষক রতন কুমার বড়ুয়া এই কাজ করেছে। ছাত্রীদেরকে সে একথাও বলেছে যে, *'হিজাব পড়লে তোমাদেরকে কালো কাকের মতো দেখায়'*।

এসময় ভুক্তভোগী ছাত্রীদের কান্নায় ক্লাসে উপস্থিত সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। অভিযোগে ইতিপূর্বে অনেক ছাত্রীদের এ ধরনের হেনস্তা করার কথাও উল্লেখ আছে।

এবার ঠিক বিপরীত চিত্রটা একটু ভাবুন। ভারতে যদি কোনমুনলিম শিক্ষক হিন্দুয়ানি চিহ্ন সংবলিত কারো কোন পোশাক খুলে ফেলার কথা বলতোও, তাহলে ঐ মুসলিম শিক্ষকের ভাগ্যে কি ঘটতো!

অথচ ৯০% মুসলিমের এই দেশে এক নিকৃষ্ট হিন্দুত্ববাদী শিক্ষক সম্মানিত মুসলিম নারীদের হিজাব খুলে নিতে বলছে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করছে।

তারিখ- 28-02-2022 ইং
বরাবর
নির্বাহী অফিসার মহোদয়
চন্দনাইশ উপজেলা, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদেরকে বোরকা ও নেকাব পড়ার দায়ে শ্রেণী কক্ষে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে লাঞ্চিত করার অভিযোগ।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা সাতবাড়ীয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী হই। গত ২৭/০২/২০২২তারিখ প্রতিদিনের মত বোরকা পড়ে ক্লাস করতে আসি। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন কুমার বড়ুয়া আমাদের দশম শ্রেণীর ইংরেজী ১ম পত্র ক্লাস নিতে আসলে আমরা কয়েক জনকে বোরকা ও নেকাব পড়া অবস্থায় দেখে আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে তোমরা বোরকা ও নেকাব কেন পড়ে আসছো? এই বলে ক্লাসের সকল ছাত্র/ছাত্রীদের সামনে আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজসহ চিৎকার করে করে বলে উঠে তোমাদেরকে কালো কাকের মতো দেখাচ্ছে, এই..সেই..। যদি তোমরা পরবর্তী সময় থেকে বোরকা ও নেকাব পড়ে ক্লাসে আসো তাহলে তোমাদেরকে স্কুল থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আমরা অপমান সইতে না পেরে ক্লাসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি, আমাদের কান্নার রোল দেখে পুরো ক্লাসের সবাই কান্না বিজড়িত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে অনেক ছাত্রীকে এই রকম আচরণ করার কারণে তারা ভয়ে এখন বোরকা ও নেকাব পড়া ছেড়ে দিয়ে স্কুল পোষাক পড়ে স্কুলে আসে।

অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমরা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়ায় ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরণে বিশ্বাসী হই। এমন মুসলিম বিদ্বেষী আচরণের খবর পেয়ে আমাদের পরিবার দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলো ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের মর্জি হোক।

নিবেদক- স্বাক্ষর
জান্নাতুল মাওয়া — মাওয়া,
রোল-০৬
রিপা আকতার — রিপা
রোল-
কলি আকতার — কলি
রোল- ১৩
জান্নাতুল নাঈম — নাইম
রোল-
সাদিয়া আকতার — সাদিয়া
রোল-৪০
এ্যাভি আকতার — এ্যাভি আকতার
রোল-
দশম শ্রেণীর ছাত্রী
সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়

আর এটাও একটু ভেবে দেখা দরকার যে, ভারত যদি কখন তাদের ভাষায়- 'বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষা করতে' এদেশে সৈন্য পাঠায়, তখন আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের রূপ কেমন হতে পারে আমাদের প্রতি! ইসলাম বিদ্বেষী দালালদের আচরণই বা কেমন হবে তখন।

এরা আজ এদেশে বসে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধ প্রদর্শন করছে। ইসলামি বিশ্লেষকগণ তাই সতর্ক করেছেন, কাল হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন শুরু হলে এরাই সবার আগে আমাকে-আপনাকে, আর আমাদের মা-বোনকে আগ্রাসী সেনাদের হাতে তুলে দিবে।
সময় এসেছে তাই, ইসলামবিদ্বেষী এই হিন্দুত্ববাদীদের ও তাদের দোসরদের রুখে দেওয়ার, হিন্দুত্ববাদের আসন্ন যে ঝড়, তার থেকে বাঁচতে নিজে সচেতন হওয়ার এবং অন্যকে সচেতন করার। আর পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদের এদেশীয় দালালদের চিনে নেওয়ার এবং উপযুক্ত সময়ে এদেরকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার।

নিজেদেরকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হিন্দুত্ববাদীদের গোলামী থেকে বাঁচাতে হলে এর কোন বিকল্প আছে কি না - এটাও মুসলিমদের ভেবে দেখতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

প্রতিবেদক : **আব্দুল্লাহ বিন নজর**

ভারতে ইতিমধ্যেই মুসলিমদের গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে : গ্লোবাল সামিটে বিশেষজ্ঞরা

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের চলমান মুসলিম বিদ্বেষী কার্যক্রমগুলোকে গণহত্যার প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন অনেক মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্লেষক।

বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের নেতা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে **'ইন্ডিয়া অন দ্য ব্রিঙ্ক: প্রিভেনটিং জেনোসাইড'** শীর্ষ সম্মেলনের জন্য একত্রিত হয়েছেন। কার্যত, ঐ তিন দিনের বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলনে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং গণহত্যা নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে- যেহেতু গণহত্যা একটি প্রক্রিয়া এবং একবারের ঘটনা নয়, তাই বলা যেতে পারে যে ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ববাদীরা গণহত্যা শুরু করে দিয়েছে।

রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক অ্যাটর্নি গ্রেগ গর্ডন বলেছেন, "আমরা সম্প্রতি ভারতে [গণহত্যার জন্য] সরাসরি প্রকাশ্যে আহ্বান জানাতে দেখেছি। এমনকি শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর আহ্বানও শুনেছি যে, -'যদি তারা এটি করে তবে আমরা তা করব' - এটিও উসকানি।"

কম্বোডিয়ার জেনোসাইড ডকুমেন্টেশন সেন্টারের একজন গবেষক মং জার্নি বলেছেন, **"আমি বিশ্বাস করি যে, ভারত কেবল দ্বারপ্রান্তে নয়- বরং ইতিমধ্যেই একটি প্রকাশ্য গণহত্যার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। হিন্দুত্ববাদী হত্যাকারীরা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে তাদের ধর্মের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিত্রিত করেছে। যখন কোন দেশে এই মানবনির্মূলীকরণ শুরু হয়, তখন ঐ দেশ ইতিমধ্যেই গণহত্যা প্রক্রিয়ার গভীরে চলে যায়। যদিও পূর্ণ মাত্রায় হত্যাকাণ্ড শুরু হতে কিছুটা দেরী হতে পারে।"**

মানবাধিকার অ্যাটর্নি মিতালি জৈন ভারতে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা এবং ভুল তথ্যের মাত্রাকে "একটি গণহত্যামূলক চরিত্রের, মায়ানমার এবং ইথিওপিয়াতে যা দেখা গেছে তার মতোই" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন, "আমরা ঘৃণাত্মক বক্তৃতা সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম বোঝাপড়ার পক্ষে সমর্থন করি, যা সেই ধরনের বক্তৃতাকে বিবেচনা করে।"

শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজকদের দ্বারা জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরের বিশেষ উপদেষ্টা অ্যাডামা ডিয়েং বলেছেন, "... কিন্তু বর্তমানে হিন্তুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ বেড়ে গণহত্যার রুপ নিয়েছে।"

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকারী দুই ভারতীয় সাংবাদিক – আলিশান জাফরি এবং কৌশিক রাজ – নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কীভাবে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা বেড়েছে- তা নিয়ে কথা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, **'ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের মন্ত্রীরা কোন ব্যবস্থা না নিয়েই গণহত্যার জন্য নিজেরাই এ জাতীয় আহ্বান জারি এবং সমর্থন করেছে।'**

ক্রিস্টোফার টাকউড, সেন্টিনেল প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক, দুজনের কথার সাথে আরেকটু প্রসারিত করে বলেছেন, যে ভারতে গণহত্যা প্রতিরোধ করা কঠিন হবে, কারণ রাষ্ট্র নিজে এমন অপরাধ লিপ্ত এবং অন্যান্য অপরাধীদের সক্রিয়ভাবে রক্ষক।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক এবং হাউ ফ্যাসিজম ওয়ার্কসের লেখক জেসন স্ট্যানলি, ভারতে এখন যা ঘটছে তা নাৎসি জার্মানির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, **"আরএসএসের উচ্চপদস্থ চিন্তাবিদরা স্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছে যে, 'ভারতের নাৎসি মডেল অনুসরণ করা উচিত'। যার জন্য এনআরসি "সিএএ এর মতো আইন করছে। মুসলমানদের কাছ থেকে অধিকার পাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার আন্দোলন চলছে।"**

ভারতে গণহত্যার জন্য উন্মুক্ত আহ্বান এখন ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। অতি সম্প্রতি কর্ণাটকের এক কিশোর হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্য বলেছে যে, যারা হিজাব প্রচার করবে তাদের সবাইকে "শিবাজীর তরবারি দিয়ে কেটে ফেলা হবে।" এর আগে, হরিদ্বার 'ধর্ম সংসদ'-এ, একাধিক হিন্দুত্ববাদী নেতা সমর্থকদের মুসলমানদের হত্যা করার আহ্বান জানিয়েছিল।

তবে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের জন্য আরো পরিতাপের বিষয় হল এই যে। প্রকাশ্য গণহত্যার আলামত শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের একদল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের সবক দিচ্ছে। এই হিন্দুত্ববাদের উচ্ছিষ্টভোগী শ্রেণীটিকে পাশ কাটিয়ে তাই মুসলিমদেরকে হিন্দুত্ববাদী ঝড় মকাবেলায় সচেতন হওয়ার লাগাতার আহ্বান জানাচ্ছেন হক্কপন্থী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:
1. Process of Genocide Already Underway in India: Experts at Global Summit https://tinyurl.com/yckjhvrc

---

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দখলদারিত্ব বৃদ্ধির সুযোগ নিচ্ছে ইসরাইল

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যেন দীর্ঘ অপেক্ষার সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইলের জন্য। মুসলিম ভূমি দখলকারী ইহুদিরা এই যুদ্ধকেও নিজেদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধি করার সুযোগ বানিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধ থেকে পলায়নপর ইউক্রেনিয় ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে ১ হাজার স্থাপনা নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়েছে ইসরাইল। ইসরাইলি দৈনিক জেরুজালেমে পোস্টের মাধ্যমে জানা যায় এ তথ্য।

বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী ইহুদি সংস্থার সেটেলমেন্ট ডিভিশন ইউক্রেন থেকে নিয়ে আসা ইহুদিদের স্থায়ী নাগরিকত্ব দিয়ে দখলদার ইসরাইলে আশ্রয় দিতে যাচ্ছে। তবে এসব ইহুদিদের পূর্বে দখলকৃত অঞ্চলে না নিয়ে পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে স্থায়ী করতে চাচ্ছে। এর মাধ্যমে ইহুদিরা পুরো আরব ভূখণ্ডে তাদের কথিত স্বপ্নের রাজ্য গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলো।

ইতোমধ্যে জোরপূর্বক ৭ লাখ ইহুদি ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে বসতি নির্মাণ করেছে। ধাপে ধাপে পুরো পশ্চিম তীর দখল করতে একদিকে বর্বর ইহুদীরা চালাচ্ছে ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতন। অন্যদিকে নিয়মিতই পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপ থেকে ইহুদিদের এনে অবৈধভাবে পশ্চিম তীরে বসতি গড়ে তুলছে।

ইসরাইলি গণমাধ্যমে বলা হয়- ইতিমধ্যে অন্তত ৫ হাজার ইউক্রেনীয় ইহুদিকে এনে নাগরিকত্ব দিয়ে স্থায়ী করার অপেক্ষায় রয়েছে ইসরাইল। আর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষিতে ইসরাইলের অন্যতম দৈনিক পত্রিকা হারেৎজ জানায়, আনুমানিক ২ লাখ ইউক্রেনীয় 'ইহুদি' ফিলিস্তিনে অভিবাসন করার এবং তথাকথিত 'প্রত্যাবর্তনের আইন' এর অধীনে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরাইল সবচেয়ে বেশি ইহুদি নিয়ে আসে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে। গতবছর ইউক্রেন-রাশিয়া থেকে মোট ১১,৮২৪ ইহুদিকে নিয়ে আসে ইসরাইল। ঠিক একই সংখ্যার ইহুদি এর আগের বছরগুলোতেও নিয়ে আসা হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন থেকে।

উল্লেখ যে, তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রুশ আগ্রাসনের বিরোধীতা করলেও, জায়নবাদী ইসরাইলের আগ্রাসনের কোন বিরোধিতা করছে না। উল্টো ইসরাইলের আগ্রাসনকে ইহুদিদের নিরাপত্তার অধিকার হিসেবে উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়ে আসছে।

তবে, সাম্প্রতিক ঘটমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমাদের কাল মুখোশ পুরোপুরি খুলে গেছে। এটা এখন স্পষ্ট যে, পুরো পশ্চিমা বিশ্ব কিংবা ইউরোপীয়রা কখনোই অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উদ্ধার করতে আসবে না, আর কথিত জাতিসংঘও এসে মুসলিমদেরকে মসজিদ আল-আকসা পুনরুদ্ধার করে দিবে না।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিন ও মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধারে মুসলিমদের নিজেদের অধিকার আদায় নিজেরাই করার জন্য বহুদিন ধরেই আহ্বান করে আসছেন উম্মাহ দরদি আলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

======

1. To house Ukrainian Jews, WZO to build 1,000 illegal structures on Israeli-occupied Palestinian lands- https://tinyurl.com/2p87bezs

---

০২রা মার্চ, ২০২২

সোমালিয়া | আল-কায়েদার অসাধারণ অপারেশনে ৪২ গাদ্দার সৈন্য নিষ্ক্রিয়

সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। যাতে **২০** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **২২** গাদ্দার সেনা আহত হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য সূত্রে জানা গেছে, গত ১ মার্চ মঙ্গলবার সোমালিয়ায় চালানো আশ-শাবাবের কিছু সফল অভিযানের মধ্যে অন্যতম ছিল যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরে পরিচালিত একটি অভিযান। যা ঐদিন দুপুর নাগাদ

রাজ্যটির ইউন্টুয় এলাকায় সোমালি গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে টার্গেট করে বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা চালানো হয়েছিল।

হারাকাতুশ শাবাবের লাগানো উক্ত বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্তারিত হলে গাদ্দার সেনাদের কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে **১৬** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২০ গাদ্দার সেনা আহত হয়।

এদিন রাজধানী মোগাদিশুতেও একটি সফল বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যা রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শহর আফজাউয়ীতে চালানো হয়েছিল। এখানে বোমা বিস্ফোরণে **৪** গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও **২** গাদ্দার সেনা আহত হয়।

পশ্চিমাদের ইসলাম বিদ্বেষী দ্বিচারিতা: ইউক্রেনিয়ানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা আর সিরিয়ানদের ঘাড়ধাক্কা

ইউক্রেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া শরনার্থীদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।
যে ইউরোপ ইউক্রেনের মানুষকে অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করতে দেখা গেছে, এরাই ২০১৫ সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়া শরনার্থীদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

২০১৮ সালে হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান বলেছিল, *'আমরা এই লােকগুলােকে মুসলিম উদ্বাস্ত হিসেবে দেখি না, আমরা তাদেরকে আক্রমণকারী মুসলিম হিসেবে দেখি....'*।
কিছুদিন আগেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সীমান্তে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম শরণার্থীদেরকে না খেয়ে আর ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু বর্বর ইউরোপীয়দের মন গলেনি; আর কোন দেশ ঐ মুমূর্ষু মুসলিমদের জন্য সীমান্তও খুলে দেয়নি আবার ত্রান বা অন্য কোন সহায়তাও দেয়নি।

আর ভূমধ্য সাগরে তো মুসলিম শরণার্থী বোঝাই নৌকা গুলি করে দুবিয়ে দেওয়ার ঘটনাও প্রায় সময়ই ঘটাচ্ছে বর্বর রোমানদের উত্তরসূরি এই অসভ্য ইউরোপিয়ানরা। কিন্তু নিজেদের জাতিভাই ইউক্রেনিয়ানদের জন্য তারা সাহায্যের হাত ঠিকই বাড়িয়ে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে সীমান্তও। অস্ত্র-অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে তাদের।

অন্যদিকে, সম্প্রতি ইউক্রেন ইস্যুতে হলুদ মিডিয়ার ইসলাম বিরোধী মনোভাব আরও জঘন্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য আর ঘৃণা ছড়াচ্ছে তারা।

উইক্রেনের শরনার্থীদের সম্পর্কে আমেরিকান টিভি চ্যানেল 'এনবিসি নিউজের' এক সাংবাদিককে বলতে দেখা যায় যে, *'এসব মানুষ হচ্ছে সভ্য, নীল চোখওয়ালা, তারা সিরিয়া থেকে আসা উদ্বাস্তু না, তারা ইউক্রেন থেকে আসা উদ্বাস্তু, তারা সাদা, তারা খ্রিস্টান।'*

রাশিয়া ও ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধ থেকে মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেকগুলো বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই বিষয়গুলো ভাল করে বুঝে নেয়া উচিত।

১। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ইউরোপ মুসলিম বিশ্বকে নীচু, অসভ্য ও শাসিত হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণকারী অমানুষ বলে প্রচার করে আসছে। তাদের এই ধারণা আজও একটুও বদলায়নি। যেটা ইউক্রেনের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে তথাকথিত আন্তর্জাতিক অনেক সংবাদকর্মী, মানবাধিকারকর্মী ও রাজনীতিবিদরা বলে বেড়াচ্ছে। এরা

ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধকে অস্বাভাবিক মনে করলেও ঠিক একই পরিণতি সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগান, ইয়েমেনের জন্য স্বাভাবিক ও জরুরি মনে করে। এরা বলছে, যুদ্ধ মারামারি এসব তো ইউক্রেনের মত সভ্য একটা দেশের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। এগুলো তো সিরিয়া, ইরাক, আফ্রিকার মত রাষ্ট্রগুলোতে মানায়।

২। পশ্চিমাদের হিউম্যান রাইটস, জাতিসংঘ, মানবতাবাদ এসব কিছুই মুসলিমদের জন্য না। কারণ মুসলিমরা তাদের কাছে *'হিউম্যান বিয়িং'* তথা বিশেষ চিন্তার মানুষ না। এগুলো কেবল ইউক্রেন ও পশ্চিমা *'বিশেষ সত্তা ধারণকারী'* হিউম্যানদের জন্য। ফলে এগুলোর পিছনে ঘুরে ঘুরে মুসলিম বিশ্বের কোন মূল্য নেই।

৩। প্রচলিত মিডিয়া সিস্টেম কখনোই মুসলিমদের পক্ষে না। ইউক্রেনের দুয়েকটা শিশুর কান্নাকাটির ছবি নিয়ে হলুদ মিডিয়া ও পশ্চিমারা- একই সাথে মুসলিম বিশ্বের কথিত সুশীল শ্রেণি যে মায়াকান্না দেখাচ্ছে তার একভাগও ইরাক, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, আফ্রিকা, ইয়েমেন, আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অথচ এসব রাষ্ট্রে পশ্চিমা বিশ্ব এবং রাশিয়ার (সিরিয়াতে বিশেষ করে) হাতে শিশু সহ লক্ষ্য লক্ষ্য মুসলিম নিহত হয়েছে। এখনো ক্ষুধায় ঘাস খাওয়া শিশু পাওয়া যায় সেখানে। আজকে যখন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ চলছে ঠিক সেই সময়েও ইহুদি সন্ত্রাসীরা ফিলিস্তিনের শিশুদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে আকসার প্রাঙ্গণ থেকে। তাদের বাড়িঘর জবরদখল করছে। কিন্তু ইয়াহুদিবাদী ইউক্রেনের জন্য তাদের সকল মায়াকান্নার অশ্রু ঝরলেও, দশকের পর দশক মুসলিম বিশ্বের এই অবস্থাতে তারা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আসছে।

ভারতের অবস্থাই ধরা যাক। সেখানে মুসলিমরা নিয়মিত নির্যাতিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। তারা একটা জেনোসাইড বা গণগত্যার দুঃস্বপ্নে জীবনপার করছে। সেটা নিয়ে কোন মিডিয়া কিংবা বিশ্বমোড়লদের খুব একটা হা-হুতাশ নেই। এমনকি মুসলিম দেশগুলোর দালাল শাসকগোষ্ঠীরও ন্যূন্যতম কোন মন্তব্য নেই এটা নিয়ে। অথচ তারাও ইউক্রেন নিয়ে খুব মাতোয়ারা।

আমেরিকা যে আফগানের পুরো ফরেন রিজার্ভ ডাকাতি করে নিয়ে নিল- সেটা নিয়ে কিন্তু কথিত সুশীল বিশ্বের লোকেদের তেমন একটা শব্দ করতে দেখবেন না।
অধিকন্তু, ইউরোপীয় রাষ্ট্রের জনগণকে এইসব বিষয় নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেও দেখবেন না খুব একটা। তাদের ভাবখানা যেন এমন যে, এগুলো ঠিকই আছে। মুসলিম বিশ্বের জন্য এটাই পাওনা।

৪। মুসলিমদের জন্য যে অস্ত্রধারণ ও ইশতেশহাদী হামলাকে দশকের পর দশক পশ্চিমাবিশ্ব একটা ঘৃণ্য ও জঘণ্য বস্তু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, আজ তারাই ইউক্রেনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে বীরত্ব ও মর্যাদাকর হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাহলে কি একমাত্র ইসলাম ও মুসলিমেরর জন্যই অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ.?! কিন্তু তাদের কথিত মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সেকুলারিজম এসবের প্রতিরক্ষা কিংবা তাদের পশুসভ্যতার নীতি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য অস্ত্রের ব্যবহারকে বীরত্ব ও মর্যাদার বিষয় বলে প্রচার করে ঠিকই।

এই পশ্চিমারা মূলত বর্তমান বিশ্বে শান্তি, মানবতা, স্বাধীনতা, সমতা, নিরপেক্ষতা এই শব্দগুলো ব্যবহার করে সন্ত্রাসের চোরাপথ তৈরি করে যাচ্ছে দশকের পর দশক ধরে। কিন্তু আজকে যখন সবকিছু মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, তখন এই চোরাপথগুলোকে বন্ধ চিহ্নিত করে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব মুসলিমদেরকেই নিতে হবে। নিজেদের অধিকার তাদের নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে

হবে, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিধর্মীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করার এখনি উপযুক্ত সময় বলে মনে করছেন হকপন্থি উলামাগণ।

প্রতিবেদক : **ইউসুফ আল-হাসান**

হিজাব পরিধান করায় মুসলিম ছাত্রীদের পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন মুসলিম ছাত্রীরা। এনিয়ে আদালতে মামলা হলে হিন্দুত্ববাদী আদালত সমাধান না দিয়ে উল্টো ইসলাম বিরুধী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে। ফলে মুসলিম ছাত্রীরা আরো বেশি বিপাকে পড়েছেন। কারণ এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বরাত দিয়ে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধান করে কলেজে প্রবেশ করতে বাঁধা দিচ্ছে।

যে ছয়জন মুসলিম ছাত্রীকে উদুপির গভর্নমেন্ট পিইউ গার্লস কলেজে হিজাবে থাকার কারণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তাদের মাঝে তিনজন মুসলিম ছাত্রীর গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল। কিন্তু তাদের পরীক্ষাও দিতে দেয়নি হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।

গত জানুয়ারিতে, একই কলেজের ছয় শিক্ষার্থীকে হিজাব পরার কারণে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি কর্ণাটকের অন্যান্য কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখন দেশব্যাপী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

ছয়জন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজন বিজ্ঞান শাখায়। গত সোমবার তারা হিজাব পরে কলেজে পরীক্ষা দিতে আসেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বরাত দিয়ে অধ্যক্ষ রুদ্রে গৌড়া তাদের হিজাব পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়নি। তাই হিজাব খুলতে না চাওয়ায় অবশেষে বাধ্য হয়ে পরীক্ষা না দিয়েই শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফিরতে হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন, হাইকোর্টের মামলার আবেদনকারী, দ্য নিউজ মিনিটকে বলেছে, "আমরা আজ আবারও অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেছি আমাদের পরীক্ষা লিখতে দেওয়ার জন্য। দুই মাস ধরে আমাদের ক্লাস করতে দেওয়া হয়নি কিন্তু আমরা ইউটিউব ভিডিও দেখেছি এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছি এবং আমরা ভেবেছিলাম পরীক্ষা দিতে পারব।"

মুসলিম ছাত্রী আরও বলেছে, "আজ আমাদের শেষ ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল। আমরা আমাদের পাঠ্য বই শেষ করেছি। এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা ছিল খুবই হতাশাজনক । যখন আমাদের প্রিন্সিপাল আমাদের হুমকি দিয়েছে যে 'তোদের চলে যাওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, যদি না চলে যাস, আমরা পুলিশে অভিযোগ জানাবো।"

"এই মুহূর্তে, আমাদের ল্যাবে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চলে যেতে বাধ্য করা হলো। কলেজ থেকে আমার যে আশা ছিল এবং স্বপ্ন ছিল সবই ভেঙে গেছে।।"

এদিকে, শিবমোগায় ডিভিএস কলেজের ভিতরে ১৫ জন মুসলি ছাত্রীকে হিজাব বা বোরকা পরে ক্লাসে যোগ দিতে পারবে না জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।

মেয়েরা কলেজ গেটে জড়ো হয়েছিল কিন্তু সেখানে মোতায়েন করা হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সদস্যরা বলেছিল যে, তারা একত্রিত হতে পারবে না। কারণ সিআরপিসির ১৪৪ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদের বিসাক্ত এই ইসলামবিদ্বেষী পরিবেশেই চরম উৎকণ্ঠায় এভাবে অপমানিত হয়েই দিন কাটাচ্ছেন ভারতের মুসলিম নারীরা; হিন্দুত্ববাদের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলা ব্যতীত মুসলিমদের এমন দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলবে না বলেই মত ইসলামি চিন্তাবীদদের।

তথ্যসূত্র:

----

1. Karnataka: Udupi College Denies Hijab-Clad Students Entry for Practical Exams https://tinyurl.com/srynx6nn

---

কেনিয়া | আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলার শিকার ৩৪ ক্রুসেডার ও জুবল্যান্ড সৈন্য

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও প্রতিবেশি কেনিয়ায় সরকারি মিলিশিয়া ও প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে। যাতে প্রতিদিনই অসংখ্য ক্রুসেডার ও গাদ্দার সৈন্য নিহত হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে, সোমালিয়ার যুবা রাজ্য জুড়ে সম্প্রতি হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। গত ১লা মার্চেও রাজ্যটির কিসমায়ো শহরে উপকণ্ঠে ভরি হামলা চালিয়েছেন তাঁরা। যেখানে স্থানীয় *'আহমেদ মাদোবের' মিলিশিয়া* এবং ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়।

আল-আন্দালুস রেডিও স্টেশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঐদিন হারাকাতুশ শাবাব ও গাদ্দার মিলিশিয়াদের মধ্যে প্রায় কয়েক ঘন্টা ধরে চলে তীব্র লড়াই। যেখানে আশ-শাবাব মুজাহিদদের দুর্দান্ত অভিযানে **১২** সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে আরও **১৭** গাদ্দার সৈন্য আহত হয়।

এদিকে ঐদিন কেনিয়াতেও দু'দফায় সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যা মান্দেরা অঞ্চলের সিলকালো এলাকায় সংঘটিত হয়। আশ-শাবাবের সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, তাদের পরিচালিত এক অভিযানে কেনিয়ার অন্তত **২** সেনা নিহত হয়েছে। সেই সাথে আরও **৩** সেনা আহত হয়েছে। অন্য হামলায় কেনিয়ান সেনাদের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হলে তাতে থাকা সকাল সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে অভিযান শেষে **৩** টি মোটরসাইকেলও গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

০১লা মার্চ, ২০২২

হিজাব মামলায় আবেদনকারী মুসলিম ছাত্রীদের টুকরো টুকরো করা হবে: হিন্দুত্ববাদী এবিভিপি নেতা

হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে কথিত বৃহত গণতান্ত্রিক দেশ দাবি করে। সকলের সমান অধিকারের কথা বললেও সব সময় মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের বৈষম্যের শিকার হয়। ন্যায় বিচার পাওয়া তো দুরের কথা বিচার চাইলেও হিন্দুত্ববাদীরা ভয় ভীতি আর হত্যার হুমকি দিতে থাকে। যদিও হিন্দুত্ববাদী আদালত থেকে মুসলিমরা বিচার পায় না। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো মুসলিমদের বাবরি মসজিদ মামলায় প্রমাণ ছাড়াই আদালত হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে রায় দেয়।।

এবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)এবিভিপি নেতা একটি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তার একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সহিংসতার আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে যে ছয়জন মুসলিম ছাত্রী হিজাব নিষিদ্ধের বিরোধিতা করেছে।

সে বলেছে, “আপনি জল চাইলে ভারতীয়রা আপনাকে জুস দেবে। আপনি যদি দুধ চান, আমরা আপনাকে দই দেব। কিন্তু, ভারতে আপনি যদি চান যে কেউ হিজাব পরুক, আমরা শিবাজীর তলোয়ার নিয়ে আপনাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। ”আরএসএস-এর ছাত্র শাখা এবিভিপি-র নেত্রী পূজাকে বিজয়পুরা জেলায় অভিনন্দন জানাতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সে এ কথা বলেছে।

পরে হিন্দু জনতার উদ্দেশে উগ্র পূজা বলেছে: “আমাদের দেশ জাফরান তথা গেরুয়া। যতগুলো মুসলিম গ্রেফতার করা হয়েছে তাতে আমরা খুশি, কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়...যদি আপনি (সরকার) এটা করতে না পারেন...আমাদের ২৪ ঘন্টা সময় দিন.(এটা না পারলে)..সরকার আমাদের মাত্র এক ঘন্টা সময় দিন...শুধু হিজাব পরা এই ছয় মুসলিম মেয়ে নয়, আমরা'৬০,০০০ হিজাবধারীকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।

সে যে ছয়জন মেয়ের কথা উল্লেখ করছে তারা হলেন উদুপির সরকারি প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মুসলিম ছাত্রী, যারা হিজাব পরার কারণে হিন্দুত্ববাদী কলেজে কর্তৃপক্ষ প্রবেশ করতে ও ক্লাস করতে দেয়নি। পরে তারা কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। যদিও হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট কখনোই মুসলিমদের পক্ষে রায় দেয়নি। দিবেও না। তবুও শুধু আবেদন করাটাও হিন্দুত্ববাদীদের সহ্য হয় না।

গত বছরের ডিসেম্বরে, হরিদ্বারে তিন দিনের ধর্মীয় সমাবেশে হিন্দুত্ববাদী বক্তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সহিংসতার আহ্বান জানায়। হিন্দুত্ববাদীদের একেরপর এক হামলা চালানোর প্রকাশ্য ঘোষণা বিশ্লেষন করে সচেতন মহল বার বার মুসলিদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যা চালানোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তাই মুসলিমদের উচিত বোদ্ধা মহলের সতর্কবার্তা আমলে নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়া।

তথ্যসূত্র:
১।Hijab case petitioners will be cut into pieces: ABVP leader https://tinyurl.com/2p89bn3k

---

শামে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ২৪ রাশিয়ান সেনা হতাহত

শাম তথা সিরিয়ায় এখনো দখলদারত্বের অবসান ঘটাতে থেমে থেমে হামলা চালাচ্ছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। গত মাসেও তাদের পরিচালিত এমনই কিছু হামলায় ১০ রুশ সেনা নিহত এবং আরও ১৪ সেনা আহত হয়েছে।

আল-ফজর নিউজ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের দ্বিতীয় (ফেব্রুয়ারি) মাসেও সিরিয়ায় দখলদার রাশিয়ান সেনাদের উপর প্রায় ৩ ডজনেরও বেশি হামলা চালিয়েছে আনসার আল-ইসলাম নামক একটি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। তাদের বীরত্বপূর্ণ এসব সফল অভিযানে দখলদার রুশ বাহিনীর ১০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছে আরও ১৪ এরও বেশি রুশ সেনা।

সূত্রটি মতে, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের মধ্যে ছিল-

১২ টি মর্টার শেল হামলা।

৮ টি SPG মিসাইল হামলা।

১৬ টি স্নাইপার হামলা।

মনে করা হয় যে, প্রতিরোধ বাহিনী আনসার আল-ইসলাম সিরিয়া ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মধ্য থেকে একটি। দলটির অধিকাংশ যোদ্ধাই বৃহত্তর কুর্দিস্তান অঞ্চলের বাসিন্দা। দলটি প্রথমে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময় আল-কায়েদার নেতৃত্বে কাজ করে। পরে সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে এর একটি অংশ কুখ্যাত নুসাইরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

যাই হোক, সিরিয়ায় বর্তমানে বিদ্রোহী গ্রুপ HTS ও তুরস্কের বিভিন্ন চাপ থাকার পরেও একেরপর এক এধরণের হামলা চালানো সত্যিই অবিশ্বাস্য। কিন্তু সিরিয়ান মুক্তিকামীরা এই পথে শত বাধার সম্মুখীন হবার পরেও ময়দান ছেড়ে জাননি। তাঁরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহরই বিধান কায়েম করতে এবং মুজলুমদের ঢাল হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিন্দুত্ববাদীদের আসন্ন গণহত্যার সম্মুখীন ভারতীয় মুসলিমরা: শীর্ষ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞদের মতামত

ভারতে মুসলিমদের আসন্ন ভবিষ্যত এক ভয়ংকর আকার ধারণ করছে। মুসলিম রক্তখেকু হিন্দুত্ববাদীদের হিংস্রতা এখন বহু গুণে বেড়ে গেছে। রক্ত পিপাসু হিন্দুত্ববাদীরা যেকোন সময় মেতে উঠতে পারে মুসলিম গণহত্যায়। এনিয়ে বহুদিন ধরেই ইসলামিক বিশ্লেষকগণ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এবার বিশ্বব্যাপী গণহত্যা বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, এবং সাংবাদিকরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু আধিপত্যবাদী সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শক্তিশালী হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যার আহ্বানের পরে ভারতের ২০ কোটি মুসলিমরা একটি ভয়ানক এবং অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। "ইন্ডিয়া অন দ্য ব্রিঙ্ক: প্রিভেনটিং জেনোসাইড" নামে তিনদিনের ভার্চুয়াল কনফারেন্সের প্রথম দিনে তারা কথা বলছিলেন।

হেগের ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজের অধ্যাপক জ্যান ব্রেম্যান বলেছেন, "ভারত হিন্দুত্ববাদীদের একপাক্ষিক শাসন ক্ষমতা চলছে। তারা মুসলিম জনগণের কথা চিন্তা করে না।"

প্রফেসর ব্রেম্যান, যিনি ভারতের গুজরাট রাজ্যে ব্যাপক মাঠপর্যায়ে কাজ করেছেন, তিনি বলেছেন ,হিন্দুত্বের মতবাদ - হিন্দু জাতীয়তাবাদের সিস্টেমটাই এমন যা - "মুসলমানদের সুরক্ষা এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে।"

প্রফেসর ব্রেম্যানম আরো বলেছেন, যে হিন্দুত্ববাদ এবং সন্ত্রাসী অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি আমলের মধ্যে মিল রয়েছে: কারণ তাদের আইডিয়া ছিল "আধিপত্যের জন্য তারাই শ্রেষ্ঠ", আর হিন্দুদের আইডিয়া"হিন্দুত্ব হল শ্রেণিবদ্ধ" এবং "শ্রেষ্ঠ। যা অন্যদের প্রতি নিকৃষ্টতার ধারণা তৈরি করে। এবং "যারা শত্রু হিসাবে বিবেচিত হয়" তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর, নির্বাসিত এবং নির্মূল করা শুরু করে।" যা ইতিমধ্যে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করছে।

"গুজরাট ২০০২: দ্য বিগিনিং অফ জেনোসাইড" শিরোনামের একটি প্যানেলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মানবাধিকার রক্ষক তিস্তা সেটালভাদ বলেন, "ঘৃণাত্মক বক্তৃতা এবং ঘৃণামূলক অপরাধ গুজরাটে গণহত্যাকে সক্রিয় করেছে" ২০০২সালে, যেখানে ২,০০০ জনেরও বেশি মুসলিম নিহত হয়েছে। "তিন মাস ধরে, মুসলমানদের তাদের গ্রামে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি," তিনি গুজরাটের কসাই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে হিন্দুত্ববাদীদের পরিচালিত গণহত্যার সহিংসতার ঘটনার কথা স্মরণ করে দেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে, তাদের পৃষ্টপোষকতায় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে উত্তর ভারতের শহর হরিদ্বারে হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করেছিল, যেখানে দুই মিলিয়ন মুসলমানকে হত্যা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেটালভাদ বলেছিলেন যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে " মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।"

তিনি ফেব্রুয়ারী ২০০২ এ একটি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তার অনুসন্ধানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যেখানে প্রায় ৬০জন নিহত হয়েছিল, যা রাজ্য জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু করার অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের জন্য ভিত্তিহীনভাবে মুসলিমদের দায়ী করা হয়েছিল।

গুজরাটের প্রাক্তন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক, আরবি শ্রীকুমার, যিনি একজন হুইসেলব্লোয়ার হিসাবে ২০০২সালের সহিংসতায় মোদির ভূমিকা উন্মোচন করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)এগণহত্যা চালিয়েছিল।

তার এই স্বীকারোক্তির জন্য, শ্রীকুমারকে ক্রমাগত আঘাত করা হয় এবং নির্যাতিত করা হয়। এমনকি সত্য না বলার জন্য তাকে চাপ দেওয়া হয়। তিনি তার অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে বেশ কয়েকটি হলফনামাও জমা দিয়েছিল।

আরেকজন আলোচক, ডক্টর রাকেশ পাঠক, একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত হিন্দু সাংবাদিক, বলেছেন এমনকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও "বিভাজনের ভাষা [বলে] হিন্দুরা বিপদে আছে" ব্যবহার করেননি। কিন্তু সন্ত্রাসী আরএসএসের উত্থানের সাথে সাথে "হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরিতে কাজ করছে। আরএসএস এবং এর নেতারা তাদের হিন্দু রাষ্ট্রের এজেন্ডা অর্জন করতে প্রস্তুত। মুসরিম গণহত্যা ঘটতে পারে না বলে মনে করা বিপদকে উপেক্ষা করা। কারণ কোনো গণহত্যা রাতারাতি সংঘটিত হয় না বরং তা পরিকল্পিত এবং ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলিমদের "কি পরতে হবে এবং খাবে" বলাটা ছিল আমাদের কথিত গণতান্ত্রিক দেশের হিন্দুত্ববাদের অন্যতম লক্ষণ।

তথ্যসূত্র:

1।Muslims in India face imminent threat of genocide: Experts at global summit on genocide
https://tinyurl.com/3skw33ju

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হিজাব পরে ডিউটিতে আসায় মুসলিম স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্থা

ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়েছে মুসলিম বিদ্বেষ। কিছুদিন আগে স্কুলে হিজাব পরে আসা যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী প্রধান শিক্ষক। এবার বাংলার মালদায় হিজাব পরে ডিউটিতে আসায় স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্থা করার ঘটনা ঘটেছে। হিজাব পরে ডিউটিতে গিয়েছিলেন এক মুসলিম স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁর অভিযোগ যে তিনি স্বাস্থ্য দফতর নির্ধারিত পোশাক পরেই নিয়মিত ডিউটি করেন। নির্ধারিত সেই পোশাকের রংয়ের হিজাব বহুদিন থেকেই পরেন তিনি। গত বুধবার হিজাব পরে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স তাঁকে অপমান করে তাঁর রুমে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। সংশ্লিষ্ট নার্স তাঁকে জানিয়ে দেয় হিজাব খুলে না আসলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

আনোয়ারার বয়ান অনুযায়ী ‘আমি প্রায় ১৫ বছর ধরে স্বাস্থ্য দফতরে কাজ করছি। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে গোরক্ষা গ্রামে কাজ করি। সরকার নির্ধারিত পোশাক পরেই সবসময় ডিউটি করি। তবে সেই পোশাকের রংয়ের

হিজাবও পরি। এনিয়ে আগে কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। তবে হিজাব পরে কাজ করায় সিনিয়র হিন্দু নার্স তা নিয়ে আগেও প্রশ্ন করেছে।

সমস্যা দেখা দেয় মাস তিনেক আগে। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি মাসে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে হিজাব পরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সবার সামনে তাকে বলা হয়, যেন হিজাব পরে বৈঠকে না আসেন তিনি। শুধু তাই নয় হিজাব পরে তিনি যেন ডিউটি কিংবা তাঁর রুমেও না যান। কারণ জানতে চাইলে হিন্দু নারী তাকে বৈঠক থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। মুসলিম নার্স বলেন, যাইহোক তারপরেও এতদিন কেটে গিয়েছে। আমি হিজাব ছাড়িনি। কিন্তু ফের সমস্যা দেখা দেয় বুধবার। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দফতরে মাসিক রিপোর্ট জমা দিতে এসে হিজাব পরে থাকায় সিনিয়র নার্স বলে দেয় যে সে আমার রিপোর্ট জমা নিবে না। হিজাব পরে আমাকে তাঁর রুমেও ঢুকতে দেয়নি।

আমি প্রতিবাদ করলে আমার কথা না শুনে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। চিৎকার চেঁচামেচির জেরে বিএমওএইচ আমাকে ডেকে পাঠান। আমার কাছে গোটা ঘটনা শোনেন। তিনিও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার কোনও কথায় সে কান দিতে চায়নি। বিএমওএইচের সঙ্গেও তিনি ঝামেলা শুরু করে দেয়। অগত্যা রিপোর্ট জমা না দিয়েই আমাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে হিজাব পরে ঢুকতে বাধা মালদার রতুয়ায় https://tinyurl.com/5axe7u8s